



সরোজিনী নাটক।

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

“অসাধুযোগা হি জয়াত্তরায়াঃ
প্রমাথিনীনাং বিপদাং পদানি।”
কিরাতার্জুনীয়ম্।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ বস্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গ ।

উদাসিনী-প্রণেতা সুহৃদ্বরের হস্তে

আমার সরোজিনীকে

সাদরে অর্পণ

করিলাম ।

নাটকীয় পাত্রগণ ।

—০০০০—

রাণা লক্ষণ সিংহ	মেওয়ারের রাজা (Lukumsi)
বিজয় সিংহ	{ বাদলাধিপতি—লক্ষণ সিংহের ভাবী জামাতা ।
রণধীর সিংহ	
			{ গারাধিপতি লক্ষণ সিংহের সেনাপতি ও মিত্ররাজ ।
রামদাস	
			{ লক্ষণ সিংহের বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ ।
সুরদাস	
মহম্মদ আলি (কল্লিত নাম ভৈরবাচার্য্য)			{ লক্ষণ সিংহের বিশ্বস্ত অনুচর । ছদ্মবেশী মুসলমান চতুর্ভূজা- দেবীর মন্দিরের পুরোহিত ।
ফতে উল্লা	
রাজপুত সেনানায়ক, সৈন্য ও প্রহরিগণ ।			মহম্মদ আলির চালা ।
আলা উদ্দিন	দিল্লির বাদশা ।
উজির, ওমরাও, মুসলমান প্রহরী ও সৈন্যগণ ।			
সরোজিনী	{ লক্ষণ সিংহের স্ত্রী—বিজয় সিংহের ভাবী পত্নী ।
রোষেনারা	
রাজমহিষী	বিজয়সিংহের বন্দী ।
গোনিয়া	লক্ষণসিংহের মহিষী ।
অমলা	রোষেনারার সখী ।
নর্তকীগণ ।			রাজমহিষীর সহচরী ।

সংযোগ স্থল—দেবগ্রাম ও চিতোর ।

—



সরোজিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দেবগ্রাম।

চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির-সম্মুখীন শ্মশান।

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসিংহ। (স্বগত) একে দ্বিপ্রহর রাত্রি, তাতে আবার অমা-
নিশা—কি ঘোর অন্ধকার! জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই, কেবলমাত্র
শিবাগণের অশিব চিৎকার মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছে, সমস্ত প্রকৃতিই
নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময়ে বিকট স্বরে “ময়্ ভুখা হেঁ” এই কথাটি
ব’লে রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা কে ভঙ্গ করলে? ওঃ! সে কি ভয়ানক

স্বর !—এখনও আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে—আমার যেন বোধ হয়, সেই শব্দটা এই দিক থেকেই এসেছে । শুনেছি, দ্বিপ্রহর রাত্রে যোগিনীগণ এখানে বিচরণ করে, হয় তো তাদেরই কথা হবে । কিন্তু কৈ—কাকেও তো এখানে দেখতে পাচ্চিনে । (বজ্রধ্বনি) এ কি ?—অকস্মাৎ এরূপ বজ্রনির্দাদ কেন ? এ কি ! এ যে থামে না,—মুহুমুহু ধ্বনি হ'চ্ছে—কর্ণ যে বধির হ'য়ে গেল—আকাশ তো বেশ নির্মল, তবে এইরূপ শব্দ কোথা হ'তে আসচে ?—এ আবার কি ?—হঠাৎ ওদিকটা আলো হ'য়ে উঠলো কেন ?

(চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার

আবির্ভাব ।)

(চকিত ভাবে) এ কি !—এ কি !—চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার মূর্তি যে ! (অগ্রদর হইয়া ষোড়করে—প্রকাশ্যে ।)

“বিপক্ষপক্ষনাশনীং মহেশহৃদ্বিলাসিনীং ।

নৃমুণ্ডজালমালিকাং নমামি ভদ্রকালিকাং ॥”

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত উত্থান) মাতঃ ! যবনদিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভার্থে তোমার পূজাদিবার জন্ত সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে আমি এখানে এসেছিলাম । মাতঃ ! তুমি কৃপা ক'রে স্বয়ং এসে এ অধমকে যে দর্শন দিলে, এ অপেক্ষা ক্ষুদ্র মানবের আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে ? মা ! যাতে যবনদের উপর জয় লাভ হয়, এই আশীর্বাদ কর ।

আকাশবাণী ।

মূঢ় ! বুঝা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে ।—

রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,

সরোজ-কুসুমসম ; যদি দিস্ পিতে

তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে

অজেয় চিতোর পুরী, নতুবা ইহার

নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তেঁয়াজ

আর শোন্ মূঢ় নর ! বাপ্পা-বংশজাত

যদি দ্বাদশ কুমার রাজহত্বধারী,

একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,

না রহিবে রাজলক্ষ্মী তব বংশে আর ।

লক্ষ্মণ । মাতঃ ! “ময়্ ভুখা হৌ” এটা কি তবে তোমারি উক্তি—

গত যবন-যুদ্ধে আমার যে অষ্টসহস্র আত্মীয় কুটুম্বের বলিদান হয়,

তাতেও কি তোমার রক্তপিপাসার শান্তি হয়নি ?

আকাশবাণী ।

পুনর্ব্বার বলি তোরে শোন্ মূঢ় নর !

ইতর বলিতে মোর নাহি প্রয়োজন,

রাজবংশ প্রবাহিত বিশুদ্ধ শোণিত

যদি দিস্ পিতে মোরে — তবেই মঙ্গল ।

লক্ষণ । মাতঃ ! আমি বুঝ্লেম, আমার দ্বাদশ পুত্র একে একে
রীতিমত রাজ্যে অভিষিক্ত হ'য়ে যবনযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করে,
এই তোমার ইচ্ছা,—কিন্তু আমার পরিবারস্থ কোন্ ললনার উত্তপ্ত
শোণিত তুমি পান করবার জন্য লালায়িত হয়েছ, তা তো আমি
কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছি নে—এইটী মাতঃ কৃপা ক'রে আমার নিকট
ব্যক্ত কর ।

(চতুভুজা দেবীর অন্তর্ধান ।)

(স্বগত) একি ? দেবী কোথায় চলে গেলেন ? হা ! আমি যে
এখন ঘোর সন্দেহের মধ্যে পড়্লেম । “রূপসী ললনা কোন আছে
তবে ঘরে সরোজ-কুসুম সম” এ কথা কাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলা
হ'য়েছে ? “সরোজ কুসুম সম” এ কথার অর্থ কি ?—অবশ্যই এর
কোন নিগূঢ় অর্থ থাকবে । আমাদের মহিলাগণের মধ্যে পদ্মপুষ্পের
নামে যার নাম, তাকে উদ্দেশ্য ক'রে তো এই দৈববাণী হয়নি ?
আমার খুল্লতাতে ভীমসিংহের পতীর নাম তো পদ্মিনী । আর তিনি
প্রসিদ্ধ রূপসীও বটে । তবে কি তাঁকেই মনে ক'রে এ কথা বলা
হয়েছে ? হ'তেও পারে, কেন না, তিনিই তো আমাদের সকল বিপ-
দের মূল কারণ, তাঁর রূপে মোহিত হ'য়েই তো পাঠানরাজ আল্লা-
উদ্দীন বারংবার চিত্তের আক্রমণ ক'রেন, না হ'লে আর কে হ'তে

পারে ? কিন্তু সরোজিনীও তো পদের আর এক নাম । না—সরোজিনীকে উদ্দেশ্য করে কখনই বলা হয়নি । না, তা কখনই সম্ভব নয় । আর—বাপ্রাংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার রীতিমত রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে একে একে যবনদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দিলে তবে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাকবে, এও বা কি ভয়ানক কথা ? যাই হোক—আমার দ্বাদশ পুত্র যবনযুদ্ধে যদি প্রাণ দেয়, তাতেও আমার উদ্বেগের কারণ নাই—কেন না রণে প্রাণত্যাগ করাইতো রাজপুত্র পুরুষের প্রধান ধর্ম, কিন্তু দৈববাণীর প্রথম অংশটির অর্থ তো আমি কিছুই মীমাংসা করতে পাচ্চিনে—আমার পরিবারের মধ্যে কোন্ ললনার শোণিত পান করবার জন্ত না জানি দেবী এত উৎসুক হয়েছেন । মাতঃ চতুর্ভুজে ! আমায় ঘোর সংশয়-অন্ধকার মধ্যে ফেলে তুমি কোথায় পলালে, আর একবার আবির্ভূত হ'য়ে আমার সংশয় দূর কর । কই আর তো কেউ কোথাও নাই ।—আমি কি তবে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম ?—না সে কখনই স্বপ্ন নয় । যাই—শিবিরে গিয়ে রণধীর সিংহকে এই সমস্ত ঘটনার বিষয় বলি, সে খুব বুদ্ধিমান, দেখি, এ বিষয়ে সে কি পরামর্শ দেয় ।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান ।)

মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভৈরবাচার্য্য

ও ফতেউল্লাহ প্রবেশ ।

ভৈরব । আল্লাউদ্দীন আর কি বলেন বল দেখি ?

ফতে । মোল্লাজি ! বোধ করি, এইবার তোমার নসিব ফেরেছে, আর বেশি রোজ নৈবিদ্য খাতি হবে না । এহান হ'তে বার হ'তি পাল্লিই মুই বাঁচি । ক্যান্ মন্তি এহানে তোমার সঙ্গে আয়েছেলাম । চাল কলা খাতি খাতি মোর জান্টা গেল । ও আল্লা ! সে দিন কবে হবে আল্লা !

মহম্মদ । তুই ব্যাটা আমাকে বিপদে ফেল্‌বি না কি ? অমন ক'রে আল্লাজি মোল্লাজি ব'লে চ্যাচাবি তো দেখতে পাবি । দেখ, খবরদার আমাকে মোল্লাজি বলিস্নে, আমাকে ভৈরবাচার্য্য ব'লে ডাকিস্ন ।

ফতে । কি বল্‌ব ?—“চাচাজি” ?—

মহম্মদ । আরে মর্ ব্যাটা চাচাজি কি রে, বল্ ভৈরবাচার্য্য, এতো ভাল আপদেই পড়্‌লেম দেখ্‌ছি ।

ফতে । অত বড় কথাড়া মোর মু'দিয়ে বারোয় না, মুই কব্ব কি ?

মহম্মদ । বেরোয় না বটে ? দেপি এইবার বেরোয় কি না, ঘা কতো না দিলে তো তুই নোজা হবিনে । বল্ ব্যাটা ভৈরবাচার্য্য, না হ'লে মেরে এখনি হাড় গুঁড়ো করে ফেল্‌ব । (মারিতে উদ্যত)

ফতে । দোহাই মোল্লাজি বল্‌চি, বল্‌চি, বল্‌চি,—মলাম, মলাম,—এইবার বল্‌চি,—ভক্ চাচাজি—ও আল্লা ! মোল্লাজি মারি ফেল্‌লে গো আল্লা !

ভৈরব । চুপ্ কর, চুপ্ কর, অত চেষ্টাস্নে ।

ফতে । ও আল্লা ! মলাম আল্লা !

ভৈরব । (স্বগত) এ ব্যাটা আমার মজালা দেখ্‌চি, (প্রকাশ্যে) চুপ্‌ কর্‌ ব'ল্‌চি । ফের যদি চ্যাঁচাবি তো—

ফতে । মুই তো বলি চুপ্‌ করি, তোমার গুতার চোটে চুপ্‌ করি থাক্‌তি পারি না যে চাচাজি !

মহম্মদ । (স্বগত) একে নিয়ে তো দেখ্‌ছি আমার অসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌লো । (প্রকাশ্যে) দেখ্‌, তোকে একটা আমি কথা বলি,—যখন আমি একলা থাক্‌ব, তখন তুই যা ইচ্ছে বলিস্‌, কিন্তু অগ্‌ত কোন লোক থাক্‌লে খবরদার কথা ক'স্‌নে, যদি কেউ কখন তোকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তো তুই চুপ্‌ করে থাকিস্‌ বুঝ্‌লি তো ?

ফতে । আমি সম্‌জেছি মোল্লাজি, সব সম্‌জেছি ।

মহম্মদ । আচ্ছা সে যা হোক, আল্লাউদ্দিন কি বল্‌লে বল্‌ দেখি ?

ফতে । (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) উঁহু—উঁহু—উঁহু—উঁহু—

মহম্মদ । ও কি ও ?

ফতে । মোরে যে কথা ক'তি মানা কল্‌লে ?

মহম্মদ । আরে মোলো, এখন কেউ কোথাও নেই, এখন কথা ক-না । অগ্‌ত লোক জন থাক্‌লে কথা ক'স্‌নে । তবে তো তুই আমার কথা বেশ সম্‌জেছিলি দেখ্‌ছি ?

ফতে । এইবার সম্‌জিছি চাচাজি,—আর ক'তি হবে না ।

মহম্মদ । আচ্ছা, সে যা হ'ক বাদসা আর কি বল্‌লেন, বল্‌ দেখি ?

ফতে । আবার কি বল্‌বেন ? তিনি ঝা ঝা কয়েছেন, দিল্লি হ'তি আসেই তো মুই তোমায় সব কয়েছি । বাদসার ভাইঝিরে নিয়ে

তুমি কে পেলিয়েছিলে, তার লাগি তো তোমার গর্দান লেবার হুকুম হয়। তুমি তো সেই ভয়ে দশ বছর ধরি পেলিয়ে বেড়ালে, শ্যামে হাঁহুদের মন ভোলায়ে, এই হাঁহু মসজিদের মোল্লা হয়ে ব'স্লে, তুমি তো চাচাজি স্বচ্ছন্দে চাল কলা নৈবিদ্য খায়ে রয়েছ, মুই তো আর পারি না। আর তোমায় বলব কি, এই শ্মশানির মধ্য ভূতির ভয়ে তো মোর রাতির ব্যালায় নিদ্ হয় না।

মহম্মদ। আরে মোলো, আসল কথাটা বল না। অত আগুড়ম বাগুড়ম বক্চিন্ কেন ?

ফতে। এই যে বল্চি শোন না; তিনি এই কথা কলেন কে, যদি হাঁহুদের মধ্য তুমি ঝগড়া বাদিয়ে দিতি পার, তা হলি তোমার সব কসুর রেয়াৎ করবেন, আরও বক্চিন্ দিবেন।

মহম্মদ। ও কথা তো তুই আমাকে পূর্বেই বলেচিস্; আর কিছু বলেছিলেন কি না, তাই তোকে আমি জিজ্ঞাসা করছি।

ফতে। আবার কি কবেন ?

মহম্মদ। (স্বগত) আমি বক্চিন্ চাইনে, আল্লাউদ্দিন যদি আমার দোষ মাপ করেন, তা হ'লে আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখে এখন বাঁচি। আর ছদ্মবেশে থাকতে পারা যায় না। আর, আমার সেই কস্তাটির না জানি কি হ'ল!—সে যাক্—(প্রকাশ্যে ফতেউল্লার প্রতি) এই দেখ, ঐ শ্মশান থেকে একটা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে আয় তো।

ফতে। ও বাবা! এই জাঁদার রাতি ওহানে কি অ্যাহ্ন যাওয়া যায় ?

মহম্মদ । ফের ব্যাটা গোল কচ্চিস্ ! সিদে কথা তোকে বল্লে বুঝি হয় না ? বাঙ্গালা দেশের এই চাষাটাকে নিয়ে তো দেখ্‌চি ভারি বিপদেই পড়েছি ।

ফতে । এই যাচ্চি বাবা ! এম্‌নেও ম'র'ব—অম্‌নেও ম'র'ব ; এই যাই—মোল্লাজি, থোড়া দৌড়িয়ে যেও বাবা !

(মহম্মদ আলির মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও অভ্যন্তর হইতে দ্বার বন্ধ করন ।)

ফতে । ও মোল্লাজি ! মোরে এখানে একা ফেলি কোয়ানে গেলে ? মোল্লাজি ! মেহেরবাণী ক'রে একবার দরজাটা খোল বাবা ! আমার যে বুকটা গুরু গুরু কচ্ছে । ও মোল্লাজি ! ও মোল্লাজি ! ও চাচাজি !

ভৈরব । (মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে) ব্যাটা যেন কচি থোকা আর কি । গাধার মত চিৎকার কচ্ছে দেখ না, ফের যদি চৈচাবি তো দেখতে পাবি ।

ফতে । (স্বগত) ও বাবা ! কি মুকিলেই পড়লাম গা—(কম্পমান) নসিবে যে আজ কি আছে বল্‌তি পারি না । (চমকিত হইয়া) ও বাবা রে ! পায়ে কি ঠ্যাংক্‌লো । এই অঁদারে অ্যাহন কোয়ানে যাই ? মড়ার খুলি না খুঁজি আনুতি পাল্লিও তো চাচাজি ছাড়'বে না,—অ্যাহন উপই কি ?

(ফতে উল্লার প্রস্থান)

(লক্ষ্মণসিংহ ও রণধীরসিংহের প্রবেশ ।)

লক্ষ্মণ । এই খানে দেবী আমার নিকট আবির্ভূত হ'য়েছিলেন ।

রণধীর ! সে আমার চক্ষের ভ্রম নয়, সে সময় আমার বুদ্ধিরও কোন ব্যতিক্রম হয়নি । এখন তোমাকে আমি যেমন স্পষ্ট দেখছি, তেমনি স্পষ্ট আমি দেবীমূর্তি দর্শন ক'রেছিলাম, আর আকাশবাণীচ্ছলে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন, তা এখনও যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে ।

রণধীর । মহারাজ ! কিছুই বিচিত্র নয় । কোন বিশেষ কার্য সিদ্ধি করবার জন্য দেবতারা সাধকের নিকট আবির্ভূত হ'য়ে আপন ইচ্ছা ব্যক্ত ক'রে থাকেন । আপনার বিলক্ষণ সৌভাগ্য যে আপনি স্বচক্ষে তাঁর দর্শন লাভ করে'ছেন । আপনার পূর্বপুরুষের মধ্যে পূজনীয় বাপ্পারাও ও সমরসিংহও এইরূপ দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন ।

লক্ষণ । রণধীর ! বোধ করি তুমিও এখন দেখতে পাবে । দেখ,—ঠিক এই স্থানে তিনি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, (চতুর্ভূজা মূর্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব) ঐ যে,—ঐ যে,—ঐ যে,—দেখ রণধীর ! এখন নুমুওমালিনী করালবদনা দেবী চতুর্ভূজা, ছায়ার স্থায় ঐ দিক দিয়ে চলে গেলেন, এবার এখানে আর দাঁড়ালেন না ।

রণধীর । কৈ মহারাজ ! আমি তো কিছুই দেখতে পেলেম না । বোধ করি, তিনি যে সে লোককে দর্শন দেন না । তাঁর অন্তর্গত আপনি নিশ্চয় দিব্য চক্ষু লাভ ক'রেছেন ।

(চতুর্ভূজা মূর্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব)

লক্ষণ । ঐ দেখ, ঐ দেখ আবার———

রণধীর । তাই তো, মহারাজ !—এইবার আমি দেখতে পেয়েচি ।

(উভয়ে সার্থাঙ্গে প্রণিপাত) আমার ভাগ্যে এমন তো কখন হয় নাই—কি আশ্চর্য্য! আমাকেও দেবী দর্শন দিলেন! আ! আজ আমার কি সৌভাগ্য—আমার নয়ন সার্থক হল—জীবন চরিতার্থ হ'ল। মহারাজ! চিতোর রক্ষার জন্ত, দেবী আপনার নিকট যে দৈববাণী করেছেন, তা শীঘ্র পালন করুন—দেবীর অলুগ হ থাকলে কার সাধ্য চিতোরপুরী আক্রমণ করে?

লক্ষ্মণ। দেবী তো এবার চকিতের স্থায় দর্শন দিয়েই চ'লে গেলেন—এক মুহূর্ত্তও এখানে দাঁড়ালেন না। এখন কে আমাকে সেই দৈববাণীর অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে দেয় বল দেখি! আমি তো মহা সন্দেহের মধ্যে পড়েছি, এখন বল দেখি, রণধীর! এই সন্দেহ ভঞ্নের উপায় কি?

রণধীর। চলুন মহারাজ! এক কাজ করা যাক্, সম্মুখেই তো চতুর্ভূজা দেবীর মন্দির, ঐ মন্দিরের সুবিজ্ঞ পুরোহিত ভৈরবাচার্য্য মহাশয়, ভবিষ্যৎ ফলাফল উত্তমরূপে গণনা কর্তে পারেন। চলুন, তাঁর নিকটে গিয়ে দৈববাণীর ব্যাখ্যা ক'রে লওয়া যাক্।

লক্ষ্মণ। এ বেশ কথা। চল, তাই যাওয়া যাক্।

রণধীর। মহারাজ! দেখেছেন কি ভয়ানক অন্ধকার! এখন পথ চিনে যাওয়া সুকঠিন।

(উভয়ে মন্দিরের দ্বারে আঘাত।)

(মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করত ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ

রণধীর

}

ভগবন্! প্রণাম হই।

ভৈরব । মহারাজের জয় হোক । এত রাত্রে যে এখানে পদার্পণ
হ'ল—রাজ্যের সমস্ত কুশল তো ?

লক্ষ্মণ । কুশল কি অকুশল তাই জান্বার জন্তই মহাশয়ের নিকট
আসা হয়েছে ।

ভৈরব । আমার পরম সৌভাগ্য । (কতের প্রতি) এই খানে
তিন খান কুশাসন নিয়ে আয় ভো ।

(আসন লইয়া কতের প্রবেশ ।)

(লক্ষ্মণের প্রতি) মহারাজ ! বস্তে আজ্ঞা হোক । মন্দিরের মধ্যে
অত্যন্ত গ্রীষ্ম, এই জন্ত এই খানেই বস্বার আয়োজন করা গেল ।

লক্ষ্মণ । তা বেশ তো, এই স্থানটী মন্দ নয় ।

ভৈরব । এখন মহারাজের কি আদেশ, বস্তে আজ্ঞা হোক ।

লক্ষ্মণ । এই দ্বিপ্রহর রাত্রে আমি ঐ শ্মশানে একাকী বিচরণ
কচ্ছিলেম, এমন সময়ে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভূজা আমার
সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে একটা দৈববাণী ক'লেন ; তার প্রকৃত অর্থ
কি, তাই জান্বার জন্ত আপনার নিকট আমাদের আসা হয়েছে ।

ভৈরব । কি বলুন দেখি, আমি তার এখনি অর্থ ক'রে দিচ্ছি ।

লক্ষ্মণ । সে দৈববাণীটী এই ;—

“মৃত । বৃথা যুদ্ধসজ্জা যবন-বিরুদ্ধে ।—

রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,

সরোজ-কুসুম-সম ; যদি দিস্ পিণ্ডে
তার উভগু শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর পুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে ।
আর শোন্ মূঢ় নর ! বাপ্পা বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার, রাজচ্ছত্রধারী,
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে তব বংশে রাজলক্ষ্মী আর । ”

এই দৈববাণীর শেষ অংশটি এক রকম বোঝা গেছে, কিন্তু এর প্রথমাংশটি আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে, এইটী অল্পগ্রহ ক’রে আমার নিকট ব্যাখ্যা ক’রে দিন ।

ভৈরব । (চিন্তা করিতে করিতে) হুঁ—(স্বগত) যা আমি মনে করেছিলাম, তাই ঘটেছে । “রূপসী ললনা” রাজা লক্ষ্মণসিংহের প্রিয় কন্যা সরোজিনীকেই যে বোঝাচ্ছে, এইটি ব্যক্ত করবার বেশ সুযোগ হয়েছে । বিজয়সিংহ সরোজিনীর প্রতি অল্পরক্ত, সে কখনই তার বলিদানে সম্মত হবে না । কিন্তু অত্যাচার রাজপুত-সেনাপতিগণের যদি একবার এই বিশ্বাস হয় যে, বলিদান ব্যতীত মুসলমানদিগকে কখনই পরাজয় করা যাবে না, তা হ’লে সরোজিনীর রক্তের জন্ত নিশ্চয়ই তারা উন্মত্ত হ’য়ে উঠবে । আর যদি সমস্ত সৈন্য এই বিষয়ে একমত হয়, তা হ’লে কাছে কাঁজেই রাজাকেও তাতে মত দিতে

হবে। এই সূত্রে বিজয়সিংহের সঙ্গে বিবাদ ঘটবার খুব সম্ভাবনা আছে। আল্লাউদ্দিনের পূর্ব-আক্রমণে, বিজয়সিংহ ও রণধীরসিংহের বাহুবলেই চিতোর রক্ষা পেয়েছিল। এবার যদি এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটে ওঠে, তা হ'লে চিতোরের নিশ্চয় পতন, আর আমারও তা হ'লে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। (প্রকাশ্যে ফতেউল্লার প্রতি) খড়ি, ফুল ও মড়ার মাথা নিয়ে আয়।

(ফতের প্রস্থান ও খড়ি আদি লইয়া প্রবেশ

ও তাহা রাখিয়া পুনঃ প্রস্থান।)

ভৈরব। “নমো আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যোনমঃ” (পরে মড়ার মাথায় হাত দিয়া) মহারাজ ! একটা ফুলের নাম করুন দেখি।

লক্ষণ। সেফালিকা।

ভৈরব। আচ্ছা।—

“তনু ধনু মহোদর,
লগ্ন মগ্ন পরস্পর,
সিংহ কন্যা বিছা ভূলা,
বিনা বাতে উড়ে ধূলা,
মেঘ বৃষে ডাকে মেঘ,
সূর্য্য সোম ছাড়ে বেগ,

বন্ধু পুত্র রিপু জায়া,
সপ্তমের মাতা ছায়া,
এক তিন পাঁচ ছয়,
একাদশে সর্ব্ব জয়,
চারাক্ষরে প্রাণ হয়,
এটা বড় শুভ নয় । ”

ভৈরব । মহারাজ ! ক্রমে আমি সব বল্চি । আর একটা ফুলের
নাম করুন দেখি ।

লক্ষ্মণ । বকুল ।

ভৈরব । আচ্ছা ।

“বকুল বকুল বকুল,
বৃন্দাবন গোকুল,
একে চন্দ্র, তিনে নেত্র,
কাশী আর কুরুক্ষেত্র,
চেরে আর তিনে মাত,
জগন্নাথ চন্দ্রনাথ,
তারা তিথি রাশি বার,
জ্বালামুখী হরিদ্বার,

এ সব তীর্থে নাহি বার,
 কোথা তবে আছে আর,
 যে লগ্নে প্রশ্ন করা,
 চিরজীবি হয় মরা,
 রক্ষুগত আছে শনি,
 সরোজিনীর প্রমাদ গণি । ”

লক্ষ্মণ । কি বলেন ?—সরোজিনীর ?—

ভৈরব । মহারাজ ! অধীর হবেন না । বিজ্ঞ লোকে শুভ ঘট-
 নাতে অতিমাত্র উল্লসিত হন না—অশুভ ঘটনাতেও অতিমাত্র স্ত্রিয়মাণ
 হন না । সংসার-চক্রে সুখ দুঃখ নিয়তই পরিভ্রমণ করে । গ্রহ-
 বৈগুণ্যে সকলি ঘটে, যা ভবিষ্য তা কেহই থগুন কত্তে পারে না ।

লক্ষ্মণ । মহাশয় স্পষ্ট ক’রে বলুন—কোন্ সরোজিনীর কথা
 আপনি বলছেন ? শীঘ্র আমার সন্দেহ দূর করুন ।

ভৈরব । মহারাজ ! অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শুনতে হবে । অগ্রে
 আপনার হৃদয়কে প্রস্তুত করুন, মনকে দৃঢ় করুন, আমার আশঙ্কা
 হচ্ছে, পাছে সে কথা শুনে আপনি জ্ঞানশূন্য হন ।

লক্ষ্মণ । মহাশয় ! বলুন আমি প্রস্তুত আছি । শীঘ্র বলুন,
 আমাকে সংশয়-সঙ্কটে আর রাখবেন না ।

ভৈরব । তবে শ্রবণ করুন ।—রাজকুমারী সরোজিনীর রক্ত-
 পান ব্যতীত দেবী চতুর্ভূজা আর কিছুতেই পরিতুষ্ট হবেন না ।

লক্ষণ । কি বল্লেন ?—সরোজিনীর ?—রাজকুমারী সরোজিনীর ?—
আমার প্রাণের ছহিতা সরোজিনীর ? (স্তম্ভিত থাকিয়া কিঞ্চিৎ পরে)
কি বল্লেন মহাশয় ! রাজকুমারী সরোজিনীর ?—নিশ্চয় আপনার
গণনায় ভুল হয়েছে । আর একবার গণে দেখুন । “সরোজ-কুম্ভ-
সম” এর মন্মার্থ গণনায় সরোজিনী না হ’য়ে পদ্মিনীও তো হ’তে
পারে । হয় তো আমার পিতৃব্য ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনী দেবী-
কেই উদ্দেশ্য ক’রে ঐরূপ দৈববাণী হয়েছে । আর তাই খুব সম্ভব
ব’লে আমার বোধ হয় । কেন না, আল্লা উদ্দিন, পদ্মিনী দেবীর
রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হ’য়ে তাঁকে লাভ করবার জন্যই চিতোরপুরী বারং-
বার আক্রমণ ক’রেন । পদ্মিনী দেবী জীবিত থাকতে কখনই চিতোর-
পুরী নিরাপদ হবে না, এই মনে ক’রেই চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী
চতুর্ভূজা বোধ হয় এইরূপ দৈববাণী করেছেন ।

ভৈরব । মহারাজ ! যদি আমার গণনায় কিছুমাত্র ভ্রম থাকত,
তা হ’লে আমিও আহলাদিত হ’তাম । কিন্তু মহারাজ ! আমি যেরূপ
সতর্ক হ’য়ে গণনা করেছি, তাতে কিছু মাত্র ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা
নাই ।

লক্ষণ । ভগবন্ ! সেই নির্দোষী বালিকা কি অপরাধ ক’রেছে
যে, দেবী চতুর্ভূজা এই তরুণ বয়সেই তাকে পৃথিবীর সুখ-সন্তোষ
হ’তে বঞ্চিত ক’রে ইচ্ছা ক’রেন ? তার পরিবর্তে যদি তিনি আমার
জীবন চান, তা হ’লে অনায়াসে এখনি আমি তাঁর চরণে উৎসর্গ ক’রে
প্রস্তুত আছি । মহাশয় ! বলুন, আর কিসে দেবীর তুষ্টিসাধন হ’তে

পারে ? যাতে আমি এই ভয়ানক বিপদ হ'তে রক্ষা পাই, তার একটা উপায় স্থির করুন। তা হ'লে আপনি যা পুরস্কার চাবেন, তাই দেব।

ভৈরব। মহারাজ ! যদি এর কোন প্রতিবিধান থাকতো তা হ'লে আমি অগ্রেই আপনাকে বল্‌তেম। পুরস্কারের কথা বলা বাহুল্য, ভগবানের নিকট মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা করাই তো আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

রণধীর। মহাশয় ! তবে কি আর কোন উপায় নাই ?

ভৈরব। না,—আর কোন উপায়ই নাই।

রণধীর। মহারাজ ! কি করবেন,—যখন অল্প কোন উপায় নাই, তখন কাজেই স্বদেশ রক্ষার জন্য এই নিষ্ঠুর কার্যেও অহুমোদন কত্তে হয়।

লক্ষ্মণ। কি বল্‌চ রণধীর ?—নিষ্ঠুর কার্য ?—শুধু নিষ্ঠুর নয়, এ অস্বাভাবিক। দেখ, এমন যে নিষ্ঠুর ব্যাভ্রজাতি তারাও আপন শাবকদিগকে যত্নের সহিত রক্ষা করে, তবে কি রাণা লক্ষ্মণসিংহ ব্যাভ্রজাতি অপেক্ষাও অধম ?

রণধীর। মহারাজ ! পশুগণ প্রবৃত্তিরই অধীন। কিন্তু মনুষ্য প্রবৃত্তিকে বশীভূত কত্তে পারে ব'লেই পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

লক্ষ্মণ। আমি জন্ম-জন্মান্তরে পশু হ'য়ে থাকি, সেও ভাল, তথাপি এরূপ শ্রেষ্ঠতা চাইনে।

রণধীর। মহারাজ ! প্রবৃত্তিস্রোতে একেবারে ভাসমান হবেন

না। একটু স্থির ভাবে বিবেচনা ক'রে দেখুন; কর্তব্য অতিশয় কঠোর হ'লেও, তথাপি তা কর্তব্য। যদি অন্য কোন উপায় থাকতো, তা হ'লে মহারাজ আমি কখনই এই নিষ্ঠুর কার্যে অহুমোদন কন্তেম না।

ভৈরব। মহারাজ! যদি চিতোর রক্ষা কন্তে চান,—যবনের উপর জয় লাভের আশা থাকে, তা হ'লে দেবীবাণ্য কদাচ অবহেলা করবেন না।

লক্ষণ। মহাশয়! আমার ভো এই বিশ্বাস ছিল যে, কোন মন্দ গ্রহ উপস্থিত হ'লে, সন্তানাদি দ্বারা তাহার শান্তি করা যায়।—আমার এ কুগ্রহ কি কিছুতেই শান্তি হবার নয়?

ভৈরব। মহারাজ! আপনার অদৃষ্টে কাল-শনি প'ড়েছে, এ হ'তে উদ্ধার করা মনুষ্যের সাধ্য নয়।

লক্ষণ। আপনার দ্বারা যখন কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই, তখন আর কেন আমরা এখানে বৃথা সময় নষ্ট কচ্ছি। চল রণধীর, এখান থেকে যাওয়া যাক। (উত্থান) ভৈরবাচার্য্য মহাশয়, এরূপ সুবিজ্ঞ, সুবিখ্যাত, অসাধারণ পণ্ডিত হ'য়েও একটা সামান্য বিষয়ের প্রতিবিধান কন্তে পারেন না। আমরা চলেম—প্রণাম!

ভৈরব। মহারাজ! মনুষ্য যতই কেন বুদ্ধিমান হোক না, কেহই দৈবের প্রতিকূলাচরণ কন্তে পারে না। এখন আশীর্বাদ করি—

লক্ষণ। ওরূপ শূন্য আশীর্বাদে কোন ফল নাই।

(মন্দিরের মধ্যে ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান।)

রণধীর । মহারাজ ! এখন কর্তব্য কি স্থির কলেন ?

লক্ষণ । আচ্ছা, তুমি যে কর্তব্যের কথা বল্চ, বল দেখি,—
তুমিই বল দেখি, সন্তানের প্রতি পিতার কি কর্তব্য ? সন্তানের
জীবন রক্ষা করা কি পিতার কর্তব্য নয় ?

রণধীর । মহারাজ ! আপনার প্রশ্নের উত্তরটা যদি কিঞ্চিৎ রূঢ়
হয়, তো আমাকে মার্জনা করবেন । আচ্ছা, আমি মান্লেম যে,
সন্তানের জীবন রক্ষা করা পিতার কর্তব্য, কিন্তু আমি আবার
আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন দেখি, প্রজার প্রতি রাজার
কি কর্তব্য ? শত্রুর আক্রমণ হ'তে প্রজাগণ যাতে রক্ষা পায়, তার
উপায় বিধান করা কি রাজার কর্তব্য নয় ?

লক্ষণ । আচ্ছা,—তা অবশ্য কর্তব্য, আমি তা স্বীকার কলেম ;
কিন্তু যখন উভয়ই কর্তব্য হ'ল, তখন এরূপ সঙ্কট-স্থলে তো কিছুই
স্থির করা যেতে পারে না । এরূপ স্থলে আমার বিবেচনায় প্রবৃত্তি
অনুসারে চলাই কর্তব্য ।

রণধীর । না মহারাজ ! যখন দুই কর্তব্য পরস্পর-বিরোধী হয়,
তখন এই দেখতে হবে, কোন কর্তব্যটা গুরুতর । এরূপ বিরোধ-স্থলে
গুরুতর কর্তব্যের অনুরোধে লঘুতর কর্তব্যকে বিসর্জন দেওয়াই যুক্তি
ও ধর্মসঙ্গত ।

লক্ষণ । কিন্তু রণধীর ! কর্তব্যের গুরুলঘুতা স্থির করা বড়
দহজ নয় ।

রণধীর । কেন মহারাজ ! কর্তব্যের গুরু-লঘুতা তো অতি সহ-

জেই স্থির হ'তে পারে। দুইটা কর্তব্যের মধ্যে যেটা পালন না কলে অধিক লোকের অনিষ্ট হয়, সেইটাই গুরুতর কর্তব্য। আপনার কন্ঠার বিনাশে শুধু আপনার ও আপনার পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনেরই ক্রেশ হ'তে পারে, কিন্তু দেখুন, যদি যবনগণ চিতোরপুরী জয় কত্তে পারে, তা হ'লে সমস্ত রাজ্যের লোক বংশ-পরম্পরাক্রমে চিরদাসত্ব-দুঃখ ভোগ করবে।

লক্ষ্মণ। হো!—রণধীর! তোমার নৃশংস যুক্তি সঙ্গত হ'লেও—
—হ'লেও—কিন্তু—কিন্তু—

রণধীর। মহারাজ! আবার কিন্তু কি? যুক্তিতে যা ঠিক ব'লে বোধ হচ্ছে, এখনি তা কার্যে পরিণত করুন। মনে ক'রে দেখুন, মহারাজ! বিধাতা কি গুরুতর ভার আপনার স্বন্ধে অর্পণ ক'রেছেন, লক্ষ লক্ষ রাজপুত-কন্ঠার জীবন ধর্ম্ম সুখ স্বাধীনতা, আপনার উপর নির্ভর কচ্ছে। প্রজাপুঞ্জের জন্ত রাজার সকল ত্যাগ, সকল ক্রেশ স্বীকার করা উচিত। দেখুন, আপনার পুজনীয় পূর্ব-পুরুষ, স্বর্ঘ্যবংশাবতঃ রাজা রামচন্দ্র প্রজাগণের জন্ত আপনার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পর্যন্ত বনে নির্বাসিত ক'রেছিলেন। আপনি সেই উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, তা কি এখন কলঙ্কিত কত্তে ইচ্ছা করেন?

লক্ষ্মণ। রণধীর! যথেষ্ট হয়েছে, আর না। তুমি যা আমাকে বলবে, তাই আমি কত্তে প্রস্তুত আছি। (চতুর্ভুজা মূর্তির আবির্ভাব ও অন্তর্দ্বান) দেখ, রণধীর!—দেখ,—দেখ,—ঐ—ঐ—ঐ—আবার—
কি ভয়ানক জকুটী! ঐ চলে গেলেন! !

রণধীর । তাই তো !

লক্ষণ । তুমি যে শুধু ভৎসনা ক'চ্ছ তা নয়—দেবী চতুর্ভূজাও ভৎসনা-ছলে পুনর্ব্বার দর্শন দিলেন—রণধীর ! বল এখন কি কর্তে হ'বে—কি ছল ক'রে এখন সরোজিনীকে চিতোর হ'তে আনাই ? বল, আমি সকলেতেই প্রস্তুত আছি ।

রণধীর । মহারাজ ! এক কাজ করুন—রাজমহিষীকে এই ভাবে এক খানি পত্র লিখুন, যে “যুদ্ধযাত্রার পূর্বে কুমার বিজয়সিংহ সরোজিনীকে বিবাহ কত্তে ইচ্ছুক হয়েছেন—অতএব তুমি পত্রপাঠমাত্র তাকে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে আস্বে ।”

লক্ষণ । এখনি শিবিরে গিয়ে ঐরূপ একখানি পত্র লিখে, আমার বিশ্বস্ত অহুচর সুরদাসের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি । আমার অদৃষ্টে যা হ'বার তাই হ'বে । (স্বগত) কে সরোজিনী, আমি তা জানি না । এ সংসারে সকলি মায়াময়, সকলি ভ্রান্তি, সকলি স্বপ্ন । হে মহাকাল-রূপিণি প্রলয়ঙ্করি মাতঃ চতুর্ভূজে ! তোমার সর্বসংহার-কার্য্যে সহায়তা কত্তে এখনি আমি চলেম । যাক্,—হুটি লোপ হ'য়ে যাক্, পৃথিবী রসাতলে যাক্, মহাপ্রলয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎসন্ন হ'য়ে যাক্ । আমার তাতে কি ক্ষতি ?—আমার সঙ্গে কারও কোন সম্বন্ধ নাই ।

(লক্ষ্মণসিংহের বেগে প্রস্থান ;

পরে রণধীরসিংহের প্রস্থান ।)

(মন্দিরের মধ্য হইতে ভৈরবাচার্য্যের

ও ফতের প্রবেশ ।)

ভৈরব । (স্বগত) আমার যা মৎলব, তা সিদ্ধ হ'বার উপক্রম হ'য়েছে । আমি এই ব্যালা আল্লা উদ্দিনের কাছে এই পত্র খানি পাঠিয়ে দি । এখানকার সমস্ত অবস্থা পূর্ব্ব হ'তে তাঁকে জানিয়ে রাখা ভাল, তা হ'লে তিনি ঠিক অবসর বুঝে আক্রমণ করতে পারবেন । (ফতের প্রতি) ওরে ! এই পত্র খানি বাদশা আল্লা উদ্দিনের কাছে দিয়ে আয় দিকি ।

ফতে । আবার কোয়ানে যাতি বল ? একে তো মড়ার মাথার লাগি সমস্ত রাঙির মোরে শ্মশানি শ্মশানি গুরায়ে মারেছ ।

ভৈরব । আরে ! এ সে সব কিছু না,—এই পত্রখানি বাদশার কাছে নিয়ে গেলে, আমাদের এখান থেকে চ'লে যাবার পছাণ্ট হ'বে, বুঝলি ?—তা হ'লে তুইও বাঁচিস্ আমিও বাঁচি ।

ফতে । (আহ্লাদিত হইয়া) এহান হতি তা হ'লি মোরা যাতি পাব ?—আ ! দেও চাচাজি, চিটখান দেও, এহনি মুই লয়ে যাচ্ছি । আ ! তা হ'লি তো মুই প্যাট ভরি খায়ে বস্তাই । তা হ'লি এ গেরোর ভোগ আর ভুগতি হয় না । মোর বাঙ্গালা মুলুকে মুই যখন ছালাম, তখন বেশ ছালাম, চাস বাস কস্তাম—ছুটা প্যাট ভরি খাতিও পাতাম । তোমার কথা শুনি, মুই কেন মস্তি এহানে আয়েছেলাম, বাদশার ঘরে চাকরিও পালাম না, প্যাটও ভল না । আর, দেহ

দিহি চাচাজি, তুমি মোর কি হাল করেছ ?—মোর খোবস্বরৎ চেহারাটাই অ্যাকেবারে মাটি ক'রি দ্যাছ ?—এখানে ছ্যাল মুসলমানের লুর, তুমি তা কাটি মাতায় হাঁদুর চৈতন বসায় দ্যালে—আর বাকি রাহেলে কি ? এহন, এহান হ'তি যাতি পাল্লিই মুই বাঁচি ।

ভৈরব । আরে ব্যাটা, বাঙ্গালা দেশে তুই কেবল লাঙ্গল টেনে টেনেই মন্ডিস্ বৈ তো নয় ; এখন, এই চিঠিটা বাদসার হাতে দিতে পাল্লেই, তোর একটা মস্ত কর্ম্ম হবে, তা জানিস্ ?

ফতে । (মহা খুসি হইয়া) মস্ত একটা কাম পাব ? কি কাম চাচাজি ?

ভৈরব । সে পরে টের পাবি—এখন এই চিঠিটা নিয়ে শিগুগির যা দিকি । (পত্র প্রদান)

ফতে । মুই এহনি চলাম চাচাজি—স্যালাম ।

(ফতের প্রস্থান ।

ভৈরব । (স্বগত) এখন তবে যাওয়া যাক্ ।

(ভৈরবচার্য্যের প্রস্থান ।)



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

শিবিরের অভ্যন্তরস্থ গৃহ ।

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । (স্বগত) হায় হায় ! কি কাজ ক'লেম, সুরদাসকে দিয়ে কেন পত্রখানি পাঠিয়ে দিলেম ? চিতোর ভো এখান থেকে বেশি দূর নয়, এতক্ষণে বোধ করি, সুরদাস সেখানে পৌছেচে ; বোধ হয়, এতক্ষণে তারা সেখান থেকে ছেড়েছে । কেন আমি রণধীর সিংহের কথায় ভুলে গেলেম ? রণধীর সিংহ যে কি কুহক জানে, তার কথায় আমি একেবারে বশীভূত হ'য়ে পড়ি । আহা ! আমার সরোজিনীর এখন বিবাহের উপযুক্ত বয়স হ'য়েছে, কুমার বিজয়সিংহকে সে প্রাণের সহিত ভাল বাসে, তাঁর সহিত শীঘ্র এখানে বিবাহ হ'বে, এ সংবাদে তার মন কতই না আনন্দে নৃত্য ক'রবে । কিন্তু সে যখন এখানে এসে দেখবে যে বিবাহ-সজ্জার পরিবর্তে, তার জন্য হাড়কাঠ প্রস্তুত,—কুমার বিজয়সিংহের পরিবর্তে, তার পাষাণ পিতা যমের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির ক'রেছে, তখন না জানি তার মনে কি হবে ? ওঃ !—আর মহিবীই বা কি বলবেন ? কি ক'রেই বা আমি তাঁর নিকট মুখ দেখাব ?—ওঃ !—অসহ !—এখন আবার, যদি রামদাসকে দিয়ে এই পত্রখানি মহিবীর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে তাদের এখানে আসা বন্ধ হ'তে পারে । এখানে সে একবার

পৌছিলে আর রক্ষা থাকবে না । রণধীর সিংহ ও ভৈরবাচার্য্য তাকে কিছুতেই ছাড়বে না ; কিন্তু এখন রামদাসকেও পাঠান রুখা ; এতক্ষণ তারা সে পত্র পেয়ে, চিতোর হ'তে যাত্রা ক'রেছে ; রামদাস এখন গেলে কি আর তাদের সঙ্গে দেখা হ'বে ?—এখন কি করা যায় ?—রামদাসকে তো ডাকি, সে আমার অতি বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ, দেখি, সে কি বলে । রামদাস !—রামদাস !—শোন রামদাস ।

রামদাসের প্রবেশ ।

রাম । মহারাজ কি ডাকছেন ? রাত্রি প্রভাত না হ'তে হ'তেই যে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে ? যবনগণের কোলাহল কি শুনতে পাওয়া গেছে ? সৈন্তগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, মহারাজের আদেশ হ'লে তাদের এখনি সতর্ক ক'রে দেওয়া যায় ।

লক্ষ্মণ । না রামদাস ত নয় ।—হা ! সেই স্থগী যে রাজ-পদের মহানুভার হ'তে মুক্ত, যে সামান্য অবস্থায় মনের স্থখে কালযাপন করে ।

রাম । মহারাজ ! আপনার মুখ থেকে আজ এরূপ কথা শুনতে পাচ্ছি কেন ? দেবতারা প্রসন্ন হ'য়ে আপনাকে যে এই অতুল রাজসম্পদের অধিকারী ক'রেছেন, তা কি এইরূপে তুচ্ছ ক'রে হয় ? আপনার কিসের অভাব ? সর্বলোকপূজ্য সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশে জন্ম—সমস্ত মেওয়ার দেশের অধীশ্বর—তেজস্বী সন্তান সন্ততি দ্বারা পরিবেষ্টিত—আপনার যশে সমস্ত ভারত-

ভূমি পরিপূর্ণ—আবার বীরশ্রেষ্ঠ বাদলের অধিপতি রাজকুমার বিজয়-
সিংহ আপনার কন্যা রাজকুমারী সরোজিনীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী—
মহারাজ ! এ অপেক্ষা স্থখ সৌভাগ্য আর কি হ'তে পারে ? তবে
কেন মহারাজকে আজ এরূপ বিমর্ষ দেখছি ? চক্ষু হ'তে বিন্দু বিন্দু
অশ্রুপাত হ'চ্ছে, এর অর্থ কি ? আমি রাজসংসারের পুরাতন ভৃত্য—
হাতে ক'রে আপনাকে মাহুষ করেছি বল্লেও হয়—আমার কাছে কিছু
গোপন করবেন না। মহারাজের হস্তে একখানি পত্র রয়েছে
দেখছি,—চিতোরের রাজপ্রাসাদ হ'তে তো কোন কুসংবাদ আসে
নি ? রাজমহিষী ও রাজকুমারগণ ভাল আছেন তো ? রাজকুমারী
সরোজিনীর তো কোন বিপদ হয় নি ? বলুন মহারাজ ! আমার
কাছে কিছু গোপন করবেন না।

লক্ষণ । (অন্যমনস্ত ভাবে) না—আমি তাতে কখনই অল্প-
মোদন করব না।

রাম । মহারাজ ! ও কি কথা ! ওরূপ প্রলাপ-বাক্য বল্‌চেন
কেন ?

লক্ষণ । না রামদাস ! প্রলাপ নয়। যে সময় আমরা চিতোর
হ'তে সসৈন্তে চতুর্ভুজা দেবীর পূজা দিতে এখানে এসেছিলাম, যখন
সমস্ত সৈন্ত পথের ক্রেশে ক্লান্ত হ'য়ে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে
পড়েছে, আমারও একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় একটা কুস্বপ্ন
দেখে জেগে উঠেছিলাম, আর নিকটস্থ স্থানের দিক্ থেকে “ময় ভুখা
হৌ” সহসা এই কথাটি আমার কর্ণগোচর হ'ল। সে যে কি বিকট

স্বপ্ন তা তোমাকে আমি কথায় ব'লতে পারিনে। এখনও তা মনে ক'লে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেই শুনে অবধি নানা প্রকার কাল্পনিক আশঙ্কা আমার মনে উদয় হ'তে লাগলো, আর কিছুতেই নিদ্রা হ'ল না। তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি, সকলি নিঃশব্দ, সমস্ত বস্তুর নিদ্রায় মগ্ন, সামান্য পথের ভিখারী যে, সেও সে সময় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ ক'রে; তখন যাকে তুমি পরম সুখী, পরম ভাগ্যবান ব'ল্চ, যাকে সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব, সমস্ত মেওয়ারের অধী-শ্বর ব'ল্চ, সেই হতভাগ্য মল্লযাই একমাত্র জাগ্রত।

রাম। মহারাজ! ও কিরূপ কথা? সমস্ত খুলে ব'লে, শীঘ্র আমার উদ্বেগ দূর করুন। আমি যে এখনও কিছুই বুঝতে পারিচিনে।

লক্ষণ। শোন রামদাস! আমি তার পর সেই বিকটশব্দ লক্ষ্য ক'রে, ঋশ্মানে উপস্থিত হ'লেম,—খানিক পরেই বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভূজা, আমার সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে, অলৌকিক গভীর স্বরে একটা দৈববাণী ক'ল্লেন।—ওঃ!—এখনও তা মনে প'ড়লে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—আর সেই কথাগুলি যেন রক্তাক্ষরে আমার হৃদয়ে মুদ্রিত রয়েছে।

রাম। রক্তাক্ষরে মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে?—বলেন কি মহারাজ?

লক্ষণ। হ্যাঁ রামদাস! রক্তাক্ষরেই মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে। সেই দৈববাণীর তাৎপর্য্য জানবার জন্য, আমি আর রণধীর সিংহ, ভৈরবা-চার্য্য মহাশয়ের নিকট গিয়েছিলেম। তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা ক'ল্লেন, তা অতি ভয়ানক, তোমার কাছে ব'লতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে

যাচ্ছে, তিনি ব'ল্লেন যে, দৈববাণীর অর্থ এই যে, সরোজিনীকে দেবী চতুর্ভুজার নিকট বলিদান না দিলে চিতোর কিছুতেই রক্ষা পাবে না, আর বাপ্পা-বংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার ক্রমান্বয়ে যবন-সংগ্রামে প্রাণ না দিলে, আমার-বংশে রাজ-লক্ষ্মী থাকবে না। দেখ রামদাস—পুত্রেরা যুদ্ধে প্রাণ দিক্!—কিন্তু বল দেখি, আমার মেহের পুত্তলী সরোজিনীকে আমি কোন্ প্রাণে বলিদান দি !

রামদাস । ওঃ একি ভয়ানক কথা !—মহারাজ ! আপনি এখনও তাতে সম্মতি দেন নি তো ?

লক্ষ্মণ । সম্মতি ?—ওঃ—সে কথা আর জিজ্ঞাস্য ক'র না। আমার ন্যায় মূঢ়, দুর্বলচিত্ত লোক, আর ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে নি। আমি প্রথমে কিছুতেই সম্মত হই নি, কিন্তু সেই রণধীর সিংহ—বজ্র-বৎ কঠিনহৃদয় রণধীর সিংহ—এই বলিদানের পক্ষে এরূপ অকাট্য যুক্তি সকল দেখাতে লাগলো যে, আমি তার কোন উত্তর দিতে পার্লাম না,—কাজে কাজেই আমাকে সম্মত হ'তে হ'ল। তার পর যখন আবার, দেবী চতুর্ভুজা ভৎসনা-ছলে ভীষণ ক্রকুট বিস্তার ক'রে আমার নিকট আবির্ভূত হ'লেন, তখন আমার আর কোন উপায় রইল না।

রামদাস । মহারাজ ! দেবী আপনার প্রতি এত নির্দয় কেন হয়েছেন বুঝতে পাচ্চিনে—এ কি ভয়ানক আদেশ ! প্রাণ থাকতে আপনার হুহিতাকে কি কেউ কখন বলিদান দিতে পারে ? মহারাজ ! আপনি তো বলিদানে সম্মত হয়েছেন, এখন উপায় কি বলুন দিকি ?

লক্ষণ । রামদাস, শুধু সম্মত হওয়া নয়, আমি রণধীরের বাক্যে উত্তেজিত হয়ে তদুত্তরেই সরোজিনীকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য মহিষীকে পত্র লিখিছি, তাঁকে এইরূপ ভাবে কৌশলে লেখা হ'য়েছে যে, "কুমার বিজয়সিংহ যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই এখানে সরোজিনীর পাণি-গ্রহণে ইচ্ছুক হ'য়েছেন, অতএব তাকে শীঘ্র সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্বে।"

রামদাস । কিন্তু মহারাজ ! রাজকুমার বিজয়সিংহকে কি আপনি ভয় করেন না ? যখন তিনি জানতে পারবেন যে, এইরূপ মিথ্যা বিবাহের ছল ক'রে এই দারুণ হত্যা-কাণ্ডের সংকল্প করা হয়েছে, তখন আপনি কি মনে করেন তিনি নিশ্চেষ্ট থাকবেন ?

লক্ষণ । রামদাস ! আমি বিজয়সিংহের অবর্তমানেই ঐ পত্র লিখে পাঠিয়েছিলাম । তিনি যে এত শীঘ্র এখানে এসে পড়বেন, তা আমি জানতাম না । রাজ্যের পাশ্চাত্তী কোন শত্রু-পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি মনে ক'রেছিলাম, ঐ যুদ্ধ হ'তে প্রত্যাগমন কর্তে তাঁর অনেক বিলম্ব হ'বে, কিন্তু ঐ বীর পুরুষের অপ্রতিহত-গতি কার সাধ্য রোধ করে ? বিজয়সিংহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'বামাত্রই বিজয়-লক্ষী তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন এবং তাঁর জয়বার্তা এখানে না পৌঁছিতে পৌঁছিতেই তিনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন ।

রামদাস । মহারাজ ! তিনি যদি এসে থাকেন, তা হ'লে আর কোন চিন্তা নাই ! আপনিও যদি বলিদানে সম্মত হন, তা হ'লে বিজয়সিংহ আপনার পথের প্রতিবন্ধক হবেন ।

লক্ষণ । তুমি বল কি রামদাস ? বিজয়-সিংহের ছায় সহস্র বীর
পুরুষ একত্র হ'লেও, রাণা লক্ষণসিংহের পথের প্রতিবন্ধক হ'তে পারে
না । আমার প্রতিবন্ধক আর কেহই নয়, স্বভাবই আমার একমাত্র
প্রতিবন্ধক । স্বভাবের দৃঢ়তর বন্ধনই আমার হস্তকে আবদ্ধ ক'রে
রেখেছে । দেখ, রামদাস ! যার মুখভাব একটু বিমর্ষ, একটু মলিন
হ'লে আমার হৃদয়ে যেন শত শত শেল বিদ্ধ হয়, নেই প্রিয়তমা
ছুহিতা, কোথায় আমার সম্ভ্রম আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হ'বার আশায়,
মহা হৃৎচিন্তে, দ্রুতগতি এগানে আস্চে—না কোথায় সে এসে দেখ্বে
যে, তার জন্ত ভীষণ হাড়কাট প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে । এই কল্পনাটী
কি ভয়ানক !

রামদাস । ও ! কি ভয়ানক ! মহারাজ ! এরূপ তো আমি
স্বপ্নেও মনে করি নি !

লক্ষণ । (স্বগত) মাতঃ চতুর্ভুজে ! এই নিষ্ঠুর বলি যে তোমার
অভিপ্রেত, এ আমি কখনই প্রত্যয় করতে পারি নে, বোধ হয় তুমি
আমাকে পরীক্ষা করবার জন্তই এইরূপ আদেশ ক'রেছ । (প্রকাশ্যে)
রামদাস ! তুমি আমার বিশ্বাসের পাত্র, এই জন্ত তোমাকে সমস্ত কথা
খুলে ব'লেম । দেখো যেন প্রকাশ না হয় ।

রামদাস । আমার দ্বারা মহারাজ কিছুই প্রকাশ হ'বে না, কিন্তু
যাতে রাজকুমারীর জীবন রক্ষা হয়, তার শীঘ্র একটা উপায়
করুন ।

লক্ষণ । দেখ, রামদাস ! আমি ইতিপূর্বে সুরদাসকে দিয়ে যে

পত্র খানি মহিষীর কাছে পাঠিয়েছিলেম, সে পত্র খানি যদি তিনি পেয়ে থাকেন, তা হ'লে তো সরোজিনীকে নিয়ে এতক্ষণে চিতোর হ'তে যাত্রা ক'রেছেন,—আর, তারা এখানে একবার পৌঁছিলে রক্ষার আর কোন উপায় থাকবে না। তবে যদি, তারা এখানে না আসতে আসতেই তুমি গিয়ে পথিমধ্যে রাজমহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এই পত্র খানি তাঁর হস্তে দিতে পার, তা হ'লে তাঁদের এখানে আসা বন্ধ হ'লেও হ'তে পারে।

রামদাস। মহারাজ ! পত্র খানি দিন, এখনি আমি নিয়ে যাচ্ছি।

লক্ষণ। এই লও,—(পত্র প্রদান) তুমি শীঘ্র যাও, পথে যেন কোথাও বিশ্রাম ক'র না।

রামদাস। এই আমি চ'ল্লেম মহারাজ !

লক্ষণ। আর শোন রামদাস ! দেখো যেন পথভ্রম না হয়, বরং এক জন নিপুণ পথ-প্রদর্শক সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও, কারণ, যদি মহিষীর সঙ্গে তোমার দেখা না হয়, আর সরোজিনী যদি একবার এখানে এসে পড়ে, তা হ'লেই সর্বনাশ উপস্থিত হ'বে। তখন ভৈরবাচার্য্য সৈন্ত-মণ্ডলীর নিকট সেই দৈববাণীর অর্থ শুনিয়ে দেবে, সরোজিনীর বলিদানের জন্য সমস্ত সৈন্তই উত্তেজিত হ'য়ে উঠবে; যারা আমার শত্রু পক্ষ তারা সেই সময় অবসর পেয়ে একটা বিরোধ ঘটিয়ে দেবে; আমার প্রভুত্ব আমার রাজত্ব, তখন রক্ষা করা বড়ই কঠিন হ'য়ে উঠবে। অন্তরের কথা তোমাকে আমি ব'লে দিলেম, এখন যাও রামদাস—আর বিলম্ব ক'র না।

রামদাস । মহারাজ ! পত্রের মশ্ফট্টা আমার জানা থাকলে ভাল হয় না ? কেন না, যদি আমার কথার সঙ্গে পত্রের কোন অনৈক্য হয়——

লক্ষণ । ঠিক ব'লেছ । পত্রের মশ্ফট্টা তোমার শোনা আবশ্যক বটে । আমি রাজমহিষীকে এইরূপ লিখিছি যে, “কুমার বিজয়সিংহের মত-পরিবর্তন হয়েছে, সরোজিনীকে বিবাহ করবার তাঁর আর আগ্রহ নাই, অতএব এখানে সরোজিনীকে নিয়ে আসবার আবশ্যক করে না ।” আরও তুমি এই কথা তাঁকে মুখে বলতে পার যে, চিতোরের প্রথম আক্রমণ কালে, যখন শিবির হ'তে তিনি যে যুবতী মহিলাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিলেন—লোকে বলে,—তারি প্রতি তাঁর এখন অধিক অনুরাগ হয়েছে । আর সেই জন্য তিনি এখন সরোজিনীর প্রতি উপেক্ষা কছেন । এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে ।—কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছেনা ?——এ কি ! বিজয়সিংহ যে এদিকে আসছেন, যাও যাও রামদাস এই ব্যালা যাও—আর বিলম্ব কোরো না । বিজয়সিংহের সঙ্গে রণধীর সিংহও দেখছি আসছেন ।

(রামদাসের প্রস্থান ।)

বিজয়সিংহ ও রণধীরসিংহের প্রবেশ ।

লক্ষণ । এই যে বিজয়সিংহ ! এর মধ্যেই তুমি যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে প্রত্যাগত হয়েছে ? ধন্য তোমার বিক্রম——যা অন্তের পক্ষে

দুঃসাধ্য, তা দেখছি, তোমার পক্ষে অলস বালকের ক্রীড়ার স্থায় অতি সামান্য ও সহজ !

বিজয় । মহারাজ ! এই সামান্য জয়-লাভে বিশেষ কোন গৌরব নাই । ভগবান করুন, যেন আরও প্রশস্ততর গৌরব-ক্ষেত্র আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয় । এইবার যবনদের বিরুদ্ধে যদি জয়লাভ কতে পারি—চিতোরপুরী রক্ষা কতে পারি—আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহের অপমানের যদি প্রতিশোধ দিতে পারি—যদি সেই লম্পট আল্লাউদ্দিনের মস্তক স্বহস্তে ছেদন কতে পারি—তা হ'লেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় । (কিয়ৎক্ষণ পরে) মহারাজ ! একটা জনরব শুনে আমি অত্যন্ত আশ্বাসিত হয়েছি,—শুভে পাই নাকি রাজকুমারী সরোজিনীকে এখানে এনে তাঁর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আমাকে চিরসুখী করবেন ?

লক্ষ্মণ । (চমকিত হইয়া) আমার দুহিতা ?—সরোজিনী ?—কে বলে তাকে এখানে আনা হবে ?

বিজয় । মহারাজ ! আপনি যে এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'লেন ?—তবে কি এ জনরবের কোন মূল নাই ?

লক্ষ্মণ । (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ! বিজয়সিংহ এর মধ্যেই এ গোপনীয় কথা কি ক'রে জানতে পাল্লেন ?

রণধীর । (বিজয়সিংহের প্রতি) মহাশয় ! মহারাজ তো আশ্চর্য্য হ'তেই পারেন । এই কি বিবাহের উপযুক্ত সময় ? যে সময় যবনগণ চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ ক'ড়ে—যে সময় জনভূমির স্বাধীনতা

নির্বাণ হ'বার উপক্রম হয়েছে—যে সময়—এমন কি—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট ক'ত্তে হবে—স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা গ্রহ খণ্ডন ক'ত্তে হবে—এই সময় কি না আপনি বিবাহের উল্লেখ ক'চ্ছেন? মহাশয়! এই সময় যুদ্ধের প্রসঙ্গ ভিন্ন কি আর কোন কথা শোভা পায়? এই রূপে কি তবে আপনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রবেন?

বিজয়। মহাশয়! কথায় কেবল উৎসাহ প্রকাশ ক'ল্পে কোন কার্য হয় না। মাতৃভূমির প্রতি কার অধিক অনুরাগ, যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আপনি বলিদান দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করুন—কবে শুভগ্রহ উপস্থিত হবে, তারই প্রতীক্ষা করুন—কিন্তু বিজয়সিংহ এ সকলের উপর নির্ভর করে না। এ সমস্ত গণনা করা ভীক্ৰ ব্রাহ্মণের কার্য, পুরোহিত ভৈরবাচার্য্যের কার্য, আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। (লক্ষ্মণসিংহের প্রতি) মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখনি যবনদের বিরুদ্ধে যাত্রা ক'চ্ছি—বিলম্বের কোন প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্মণ। দেখ বিজয়সিংহ, আমার মনের সঙ্কল্প এখনও কিছুই স্থির হয় নি,—জয়লাভের পক্ষে এবার আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হ'চ্ছে।

রণধীর। মহারাজ! উদ্ধত, অহঙ্কারী, অন্ধোৎসাহী যুবকেরা যাই বলুন না কেন, শুদ্ধ পৌরুষ দ্বারা জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ আপনি বেশ জানবেন যে, যদি দেবীকে পরিতুষ্ট ক'ত্তে পারি, তা হ'লে তাঁর প্রসাদে নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হ'ব।

বিজয়। মহারাজ! আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হ'তে হ'তেই কেন

একপ বৃথা সন্ধেহ কছেন ? প্রাণপণে যুদ্ধ ক'লে বিজয়-লক্ষ্মী স্বয়ং এসে আমাদেরকে আলিঙ্গন করবেন। মহারাজ ! আমি দেবদেবী নই,—আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, শুভকার্যে দেবতার কখনই বিঘ্ন দেন না।

লক্ষ্মণ। কিন্তু বিজয়সিংহ, ভৈরবাচার্য্যের নিকট দৈববাণীর কথা যেক্ষণ শোনা গেল, তাতে বোধ হ'চ্ছে দেবতার যবনদের সহায় হয়েছেন।

বিজয়। মহারাজ ! আমরা কি তবে এখন শূন্য হস্তে ফিরে যাব ? আপনাদের পিতৃব্য ভীমসিংহকে যে সেই দুর্ভাগ্যি আল্লাউদ্দিন ছলক্রমে বন্দী ক'রেছিল, আমরা কি এখন তার প্রতিশোধ দেব না ?

লক্ষ্মণ। তুমি ইতিপূর্বে যখন যবনদের শিবির হ'তে একজন যবন-রাজকুমারীকে বন্দী ক'রে এনেছিলে, তখন তার যথেষ্ট প্রতিশোধ দেওয়া হ'য়েছিল। যবনেরা তাতে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু দেখ, এখন দৈব আমাদের প্রতিকূল হ'য়েছেন, এখন কি—

বিজয়। মহারাজ ! সর্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা ক'রে থাকলে মল্লয্য দ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য্য তা আমরা করি, তার পর যা হ'বার তা হ'বে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি ক'ন্তে গেলে, আমাদের পদে পদে ভীত হ'তে হয়। না মহারাজ ! ভবিষ্যৎবাণী দৈববাণীর কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিশ্বের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদের কার্য্য ক'ন্তে বল'ছেন, তখন তাই যথেষ্ট, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী।

দেবতার! আমাদের জীবনের একমাত্র হর্তা কর্তা সত্য ; কিন্তু মহারাজ ! কীর্তিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃকপাত না ক'রে, পৌরুষ আমাদের কাছে যেখানে যেতে ব'ল্চে,—চলুন, আমরা সেই খানেই যাই। আমি যখনদিগের বিরুদ্ধে এখনি যেতে প্রস্তুত আছি। ভৈরবাচার্য্যের দৈববাণী যাই হউক না মহারাজ, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই।

লক্ষণ। দেখ বিজয়সিংহ ! সে দৈববাণী অলীক নয়, আমি স্বয়ং তা শুনেছি ; দেবী চতুর্ভুজাকে এখন পরিতুষ্ট ক'তে না পালে আমাদের জয়ের আর কোন আশা নাই।

বিজয়। মহারাজ ! বলুন, দেবীকে কিরূপে পরিতুষ্ট ক'তে হবে ?

লক্ষণ। বিজয়সিংহ ! তাঁকে পরিতুষ্ট করা সহজ নয় ; তিনি যা চান, তা তাঁকে কে দিতে পারে ?

বিজয়। মহারাজ ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে ? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজ ! আমি আর এখানে বিলম্ব ক'তে পারিনে, সৈন্যগণকে সজ্জিত ক'তে চ'ল্লেম। পরামর্শ ক'রে আপনাদের কি মত হয়, আমাকে শীঘ্র ব'ল্বেন। যদি আর কেহই যুদ্ধে না যান,—আমি একাকীই যাব। আমার এই অসি যদি লম্পট আল্লাউদ্দিনের মস্তক ছেদন ক'তে পারে, তা হ'লেই আমার জীবনকে সার্থক জ্ঞান ক'রব।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান ।)

রণধীর । শুনলেন তো মহারাজ ! বিজয়সিংহ ব'ল্লেন,—“পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে ?” দেখুন, উনিও স্বদেশের জন্য সব কত্তে প্রস্তুত আছেন ।

লক্ষণ । (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হা !——

রণধীর । মহারাজ ! ওরূপ দীর্ঘ নিশ্বাসের অর্থ কি ? ঐ নিশ্বাসে আপনার হৃদয়ের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে । আপনার দুহিতার শোণিত-পাত আশঙ্কায় আপনি কি পুনর্বার আকুল হ'য়েছেন ? এত অল্প কালের মধ্যেই আপনার প্রতিজ্ঞা বিচলিত হ'য়ে গেল ? মহারাজ ! বিবেচনা ক'রে দেখুন, দেবী চতুর্ভূজা আপনার দুহিতাকে চা'চ্ছেন,—মাতৃভূমি আপনার দুহিতাকে চা'চ্ছেন—এখন কি আপনি তাঁদের নিরাশ ক'রবেন ? আর যখন আপনি একবার প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, তখন কি ব'লে আবার তা অত্যাচার ক'রবেন বলুন দেকি ? আপনি এরূপ প্রতিজ্ঞা করাতেই তো ভৈরবাচার্য্য মহাশয় সমস্ত রাজপুত্রদিগকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যখনগণ নিশ্চয়ই আমাদের দেশ হ'তে দূরীভূত হ'বে । এখন যদি তারা জানতে পারে যে, আপনি দেবীর আদেশ পালনে অসম্মত, তা হ'লে নিশ্চয়ই তারা ক্রোধাক্ত হ'য়ে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রবে, তখন আপনার সিংহাসন পর্য্যন্ত রক্ষা করা কঠিন হ'বে ! এই সমস্ত বিবেচনা ক'রে পূর্ব হ'তেই সতর্ক হ'ন । আর মহারাজ ! আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহকে যখনগণ যে ছলক্রমে বন্দী ক'রেছিল, তারই প্রতিশোধ দেবার জন্যই তো আমরা অস্ত্রধারণ ক'রেছি । এক জন স্বজাতীয়ের অবমাননা হ'য়েছে—

আমরা কেবল এই জন্তই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছি। আর আপনি কি না আপনার অতি আত্মীয় পিতৃতুল্য পিতৃব্য ভীমসিংহের অবমাননা সহ্য ক'রবেন ?

লক্ষ্মণ । হা !—রণধীর—আমি যে ছুখে ছুখী, তা হতে তুমি বহু যোজন দূরে। আমার ছুখ তুমি এখনও অহুভব ক'ন্তে পাচ্চ না বলেই এরূপ উদারতা, এরূপ দেশাহুঁরাগ, প্রকাশ ক'ন্তে সমর্থ হ'চ্চ। আচ্ছা তুমিই একবার ভেবে দেখ দেখি—তোমার পুত্র বীরবলকে যদি এইরূপ বলিদানের জন্ত বন্ধন ক'রে, দেবী চতুর্ভুজার সমক্ষে আনা হয়, আর যদি তুমি সেখানে উপস্থিত থাক, তা হ'লে তোমার মনের ভাব তখন কিরূপ হয় ?—এই ভয়ানক দৃশ্য কি তোমাকে একেবারে উন্মত্ত ক'রে তোলে না। তখন কি তোমার মুখ হ'তে এইরূপ উচ্চ উদার বাক্য সকল আর শোনা যায় ? তখন তুমি নিশ্চয়ই রমণীর ছায়—শিশুর ছায়—অধীর হ'য়ে ক্রন্দন কন্তে থাক ;—আর তখনই তুমি বুঝতে পার, আমার হৃদয়ে কি মন্থাস্তিক যাতনা উপস্থিত হয়েছে। যা হোক, তাই ব'লে আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কন্তে চাইনে—যখন একবার কথা দিয়েছি, তখন আর উপায় নাই। আমি তোমাকে আবার বল্চি, যদি আমার ছুহিতা এখানে উপস্থিত হয়, তা হ'লে তার বলিদানে আমি আর কিছুমাত্র বাধা দেব না। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি তার এখানে আসা না হয় ;—তা হ'লে নিশ্চয় জান্বে যে আর কোন দেবতা আমার ছুখে কাতর হ'য়ে তার জীবন রক্ষা করেন। দেখ রণধীর ! তোমাকে অহুন্নয় ক'চ্চি তুমি এ বিষয়ে আর দ্বিধাক্তি ক'র না।

সুরদাসের প্রবেশ ।

সুর । মহারাজের জয় হোক ।

লক্ষণ ! (স্বগত) না জানি কি সংবাদ !

সুর । মহারাজ ! রাজমহিষী এবং রাজকুমারী এই শিবিরের সম্মুখস্থ বন পর্যন্ত এসেছেন—তঁারা এলেন ব'লে, আর বিলম্ব নাই—আমি এই সংবাদ দেবার জন্ত তাঁদের আগে এসেছি ।

লক্ষণ । (স্বগত) হা ! যে একটীমাত্র বাঁচবার পথ ছিল, তাও এখন রুদ্ধ হ'ল ।

সুর । মহারাজ ! গত চিতোর আক্রমণ সময়ে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে, রোসিওনারা বেগম নামে যে যুবতীকে বিজয়সিংহ বন্দী ক'রে এনেছিলেন, সেও তাঁদের সঙ্গে আসছে । এর মধ্যেই মহারাজ, তাঁদের আগমন সংবাদ সকল জায়গায় প্রচার হ'য়ে গেছে । এর মধ্যেই সৈন্তেরা রাজকুমারী সরোজিনীর কল্যাণ কামনায় দেবী চতুর্ভুজার নিকটে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা ক'চ্ছে । আর এই কথা সকলেই ব'ল্চে যে, মহারাজের স্থায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য পৃথিবীতে অনেক থাকতে পারেন, কিন্তু এমন ভাগ্যবান পিতা আর দ্বিতীয় নাই ।

লক্ষণ । তোমার কার্য্য তো শেষ হয়েছে, এখন তুমি বিদায় হ'তে পার ।

সুর । মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য—আমি চলেম ।

(সুরদাসের প্রস্থান ।)

লক্ষণ । (স্বগত) বিধাতঃ !—তোমার নিষ্ঠুর সঙ্কল্প সিদ্ধ কর-
বার জন্তই কি আমার সমস্ত কৌশল বার্থ ক'রে দিলে ? এই সময়
যদি আমি অন্তত একবার স্বাধীন ভাবে অশ্রু বর্ষণ কতে পারি, তা
হ'লেও হৃদয়ের গুরুভারের কিছু লাঘব হয়, কিন্তু রাজাদের কি শোচ-
নীয় অবস্থা !—আমরা ক্রীতদাসেরও অধম—লোকে কি বলবে, এই
আশঙ্কায় একবিন্দু অশ্রুপাতও কতে পারি নে ! জগতে তার মত
হতভাগ্য আর কে আছে, যার ক্রন্দনেও স্বাধীনতা নাই ! (প্রকাশ্যে)
রণধীর ! আমাকে মার্জনা ক'রবে—আমি আর অশ্রু সংবরণ কতে
পাচ্চিনে ।—মনে ক'র না তাই ব'লে আমার সঙ্কল্পের কিছুমাত্র পরি-
বর্তন হয়েছে—না তা নয়,—আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন আর
উপায় নাই । কিন্তু রণধীর, তুমিও তো একজন পিতা—এই অব-
স্থায় পিতার মন কিরূপ হয় তা কি তুমি কিছু মাত্র অনুভব ক'তে
পাচ্চ না ? এখন কোন্ প্রাণে বল দেখি—

রণধীর । মহারাজ ! সত্য, আমারও সন্তান আছে,—পিতার
যে হৃদয়ের ভাব, তা আমি বিলক্ষণ অনুভব ক'তে পারি । আপনি
হৃদয়ে যে আঘাত পেয়েছেন, তাতে আমার হৃদয়ও যার পর নাই
ব্যথিত হ'চ্ছে । ক্রন্দনের জন্ত আপনাকে দোষ দেওয়া দূরে থাক্,
আমারও চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হয়েছে । কিন্তু মহারাজ, আপনার এখন
এইটী বিবেচনা ক'তে হবে—মর্ত্য স্নেহের উপরোধে দৈববাণীর কি
অবমাননা করা উচিত ? দেবীর ছরতিক্রম্য বিধানে আপনার হুহিতা
এখানে উপস্থিত হয়েছেন—ভৈরবাচার্য্য মহাশয় তা জানতে পেরে

বলিদানের জন্য প্রতীক্ষা ক'ছেন—এখন বিলম্ব দেখলে তিনি স্বয়ংই এখানে উপস্থিত হবেন। এখন আমরা দুই জন মাত্র এখানে আছি, এই অবসরে মহারাজ অশ্রু বর্ষণ ক'রে হৃদয়ের গুরুভারের লাঘব করুন, আর সময় নাই।

লক্ষণ। (স্বগত) এখন আর কোন উপায় নাই—আমি জানি, আমি তার রক্ষার জন্য যতই কেন চেষ্টা করি না—সকলি ব্যর্থ হ'বে। দৈবের প্রতিকূলে দুর্বল মানব-চেষ্টা বিফল। দেবি চতুর্ভুজে! একটা নির্দোষী অবলার শোণিত পান বিনা তোমার তৃষ্ণা কি আর কিছুতেই নিবারণ হ'বে না? হা!—(কিয়ৎ কাল পরে,—প্রকাশ্যে রণধীরের প্রতি) আচ্ছা তুমি অগ্রসর হও, আমি শীঘ্রই তাকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু দেখ রণধীর! ভৈরবাচার্য্যাকে বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দেবে, যেন বলিদানের বিষয় আর কেহই না জানতে পারে। বিশেষতঃ এ কথা যেন মহিষীর কানে না ওঠে। তিনি এ কথা শুনে পোলে ঘোর বিপদ উপস্থিত হ'বে। রণধীর! আমি কৃতসংকল্প হয়েছি, এখন কেবল মহিষীকে—সরোজিনীর জননীকেই ভয়।

রণধীর। মহারাজ! আপনার ভয় নাই, এ কথা আর কেহই জানতে পারবে না;—আমি চলেম।

(রণধীর সিংহের প্রস্থান।)

লক্ষণ (স্বগত) হিমাচল! বিষ্ণাচল! তোমাদের কঠিনতম হৃর্ভেদ্য পাষাণে আমার হৃদয়কে পরিণত কর; কিন্তু না,—তোমরাও

তত কঠিন নও,—তোমরাও দুর্বল-হৃদয়,—তোমরাও বিগলিত তুষার-
রূপ অশ্রুবারি বর্ষণ ক'রে ক্ষীণতার পরিচয় দেও । জগতে আরও
যদি কিছু কঠিনতর সামগ্রী থাকে,—লোহ—বজ্র—তোমরা এস,—
কিন্তু না—না—পাষণই হোক,—লোহই হোক,—বজ্রই হোক, সক-
লই শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে যখন সেই নির্দোষী সরলা বাল্য একবার
করুণ স্বরে পিতা ব'লে সম্বোধন করবে ।—হা ! আমি কি এখন পিতা
নামের ঘোণ্য ?—আমি কি সরোজিনীর পিতা ?—না—আমি তার
পিতা নই—আমি তার কৃতান্ত ——— অতি দারুণ নিষ্ঠুর কৃতান্ত ।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান ।)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।



প্রথম গভাক ।



দিল্লীর রাজবাটী ।

সম্রাট আল্লাউদ্দীন এবং উজির ও

ওমরাগণ সমাসীন ।

আল্লা । দেখ উজির, মহম্মদ আলি যে ছদ্মবেশে হিন্দু-মন্দিরের পুরোহিত হ'য়ে আছে, তার কাছ থেকে তো এখনও কোন খবর এল না । বল দেখি, এখন কি কর্তব্য ? তার অপেক্ষা না ক'রে এখনি চিতোর আক্রমণ করা যাক না কেন ?

উজির । জাহাঁপনা ! গোলামের বিবেচনায় একটু অপেক্ষা করা ভাল । আজ তার ওখান থেকে একজন লোক আসবার কথা আছে । হিন্দুদের মধ্যে মহম্মদআলির যেরূপ মান সম্ভ্রম ও প্রভুত্ব হ'য়েছে,

আর সে ঘেরূপ চতুর লোক, তাতে যে সে তাদের মধ্যে একটা বিবাদ ঘটিয়ে দিতে পারবে, তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ওদের মধ্যে যে বিজয় সিংহ আর রণধীর সিংহ নামে দুই জন প্রধান যোদ্ধা আছে, তাদের মধ্যে যদি সে কোন কৌশলে বিবাদ ঘটিয়ে দিতে পারে, তা হ'লে আমরা অনায়াসে চিতোর জয় কন্তে সমর্থ হ'ব। হজুরের বোধ হয়, স্মরণ থাকতে পারে যে, আমাদের প্রথম বারের আক্রমণে কেবল ঐ দুই যোদ্ধার বাহুবলেই চিতোর রক্ষা পেয়েছিল।

আল্লা। কি বল্লে উজ্জির, তাদের বাহুবলে চিতোর রক্ষা পেয়েছিল ? হিন্দুদের আবার বাহুবল ? আমি কি মনে ক'লে সেইবারই চিতোরপুরী ভূমিসাৎ ক'ন্তে পাশ্বেম না ?

উজ্জির। তার আর সন্দেহ কি ? হজুরের অসাধ্য কি আছে ? আপনি মনে ক'লে কি না ক'ন্তে পারেন ?

১ ম ওমরাও। হজুর সেবার তো মেহেরবানি ক'রে হিন্দুদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।

২ য় ওমরাও। তার সন্দেহ কি ?

আল্লা। কিন্তু সেবার সেই চতুরা হিন্দু-বেগম পদ্মিনী বড় ফিকির ক'রে, তার স্বামী ভীমসিংহকে এখানকার কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। আমি মনে ক'রেছিলাম, তার সঙ্গে যত পাক্তি এনেছিল, তাতে বুঝি তার দাসী ও সহচরীরা আছে—তা না হয়ে, হঠাৎ কি না তার ভিতর থেকে অস্ত্রধারী রাজপুত-সৈন্য সব বেরিয়ে

পড়ল—ভাগ্যি আমরা সেদিন খুব হুঁসিয়ার ছিলাম ও আমাদের সৈন্ত-সংখ্যা বেশি ছিল তাই রক্ষে—

উজির। জাঁহাপনা! সে দিন আমাদের পক্ষে বড় ভয়ানক দিন গেছে।

আল্লা। দেখ উজির, এবার চিত্তোরে গিয়ে এর বিলক্ষণ প্রতিশোধ দিতে হবে। এবার দেখব পদ্মিনী-বেগম কেমন তার সতীত্ব রাখতে পারে? হিন্দুরাজাকে আমি এত ক'রে ব'ল্লেম যে, পদ্মিনী-বেগমকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'লেই চিত্তোরপুরী নিরাপদ হ'বে, তা সে কিছুতেই শুনলে না—আচ্ছা এবার দেখব কে তাকে রাখে?

১ম ওমরাও। জাঁহাপনা! পদ্মিনীর কথা কি, হজুরের হুকুম হ'লে আমি স্বর্গের পরীও ধ'রে এনে দিতে পারি। চিত্তোর সহরে একবার প্রবেশ ক'লেই হজুর দেখবেন, আপনার পদতলে শত শত পদ্মিনী গড়াগড়ি যাবে।

আল্লা। (হাস্য করিয়া) আচ্ছা, সে বিষয়ে তোমাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করা গেল। তুমি সে যুদ্ধের উপযুক্ত যোদ্ধা বটে।

১ম ওমরাও। গোলামের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ হ'ল। এমন উচ্চ পদ আর কারও হ'বে না। আমাকে হজুর রাজ্য-ঐশ্বর্য্য দিলেও আমি এত খুসি হ'তেম না। হজুর দেখানে আমার বীরত্ব দেখবেন। (যোড়হস্তে) হজুর! বেয়াদবি মাপ ক'রবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—— চিত্তোর আক্রমণের আর কত বিলম্ব আছে?

আল্লা। কি হে, তোমার দেখছি আর দেরি সয় না।

১ম ওমরাও । জাঁহাপনা । আমার বন্বার অভিপ্রায় এই যে, শুভ কার্যে বিলম্ব করাটা ভাল নয় ।

আল্লা । আচ্ছা, তুমি এই বুদ্ধ বয়সে যুদ্ধে যেতে কিসে এত সাহসী হ'চ্চ বল দেখি ?

১ম ওমরাও । হজুর ! বয়স এমন কি হ'য়েছে,—হৃদ ষাট্ । আর বিশেষ আপনি আমাকে যে পদ দিয়েছেন, তাতে বোধ হ'চ্ছে, যেন আমার নব যৌবন ফিরে এল । আর এমন কার্যে যদি প্রাণ না দেব, তবে আর দেব কিসে ?

আল্লা । সে যা হোক, দেখ উজির ! হিন্দুদের যত মন্দির, সব ভূমিসাৎ ক'রে দিতে হ'বে । তার চিহ্নমাত্রও যেন পরে কেউ দেখতে না পায় ।

উজির । হজুর ! কাকেরদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই কর্তব্য বটে ।

সকল ওমরাও । অবশ্য—অবশ্য, তার সন্দেহ কি—তার আর সন্দেহ কি ।

২য় ওমরাও । আমাদের বাদ্শাই মহম্মদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি ।

৩য় ওমরাও । আমাদের বাদ্শার মত ভক্ত মুসলমান কি আর ছুটি আছে ?

একজন রক্ষকের প্রবেশ ।

রক্ষক । খোদাবন্দ ! হিন্দু-মন্দির থেকে একজন লোক এসেছে, সে হজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'ত্তে চায় ।

আল্লা । আচ্ছা, তাকে এখানে নিয়ে আয় ।

রক্ষক । যে আজ্ঞা হজুর ।

(রক্ষকের প্রস্থান ।)

(ফতেউল্লাহর প্রবেশ ।)

আল্লা । কি খবর ?

ফতে । (কম্পমান)

আল্লা । আরে—এত কাঁপুচে কেন ? কথার উত্তর নাই ?

উজির ! কোন মন্দ সংবাদ নয় তো ?

উজির । জাঁহাপনা ! ও মূর্খ চাসা লোক, বাদশার কাছে কিরূপ কথা কইতে হয় তা জানে না, তাইতে বোধ হয় ভয় পা'চ্ছে ।

আল্লা । কি খবর এনেছিস্ বন্, ভয় নেই ।

ফতে । চাচাজি তোমায় এ পত্রখানা দেলে । (পত্র প্রদান)

উজির । আরে বেয়াদব ! জাহাঁপনা'স্বন্ ।

আল্লা । উজির ! ওকে যা খুসি তাই ব'ল'তে দেও, না হ'লে ভয় পেলে, আর কিছুই ব'ল'তে পারবে না । (ফতের প্রতি) পত্র কে পাঠিয়েছে ?

ফতে । চাচাজি দেলে ।

আল্লা । চাচাজি আবার কে ?

ফতে । তোমরা যারে মহম্মদআলি কও, হ্যাঁদুরা তেনারে ভরু চাচাজি কন ।

আল্লা । উজির ! পত্রখানা পাঠ ক'রে দেখ দেখি, কি লিখেছে ।

(পত্র প্রদান ।)

উজির । (পত্র পাঠ ।)

শাহেন্শা বাদশা আল্লাউদ্দিন

প্রবল-প্রতাপেশু ।—

গোলামের বহু বহু সেলাম । আমি হিন্দু-রাজাদের মধ্যে এক
রকম বিবাদের স্তূত্রপাত ক'রেছি । যখন বিবাদ খুব প্রবল হ'য়ে
উঠবে, তখন এ গোলাম জাঁহাপনাকে খবর পাঠিয়ে দেবে । সেই
সময় চিতোর আক্রমণ ক'লে, নিশ্চয় জয় লাভ হ'বে । আমার এই
মাত্র প্রার্থনা, গোলামকে পায়ে রাখবেন ।

নিতান্ত অনুগত আশ্রিত ভৃত্য—

মহম্মদ আলি ।

আল্লা । এ সু-খবর বটে । উজির ! ওকে কিছু বক্সিস্ দিয়ে
বিদায় কর ।

উজির । যে আজ্ঞে । আয়, আমার সঙ্গে আয় ।

ফতে ! (স্বগত) বক্সিস্ !—দুটা প্যাঞ্জির তরকারি প্যাট্ ভরি

খাতি পালিই এহন বতাই—নৈবিদ্রি চাল কলা খাতি খাতি মোর
জান্টা গ্যাছে ।

(উজির ও ফতের প্রস্থান ।)

১ম ওমরাও । (স্বগত) আঃ—উজির বেটা গেল, বাঁচা গেল,
ও ব্যাটা থাকলে কাজ কশের কথা ভিন্ন আর কোন কথাই হবার
যো নেই । (প্রকাশ্যে) হজুর ! বেয়াদবি মাপ ক'রবেন, গোলামের
একটা আর্জি আছে, যদি হুকুম হয়—

আল্লা । আচ্ছা, কি বল ।

১ম ওমরাও । জাঁহাপনা ! উজির সাহেব দেখছি, হজুরকে এক-
চেটে করবার উদ্দেশ্য ক'রেছেন । সময় নাই, অসময় নাই,—যখন
তখন উনি উড়ে এসে যুড়ে বসেন । যখন দরবারের সময় হ'বে,
তখনি ওঁর একতিয়ার, তখন উনি যা খুসি তাই ক'তে পারেন । কিন্তু
এ সময় কোথায় হজুর একটু আরাম ক'রবেন, আমরা ছুট খোস
গল্প শোনাব, না—এ সময়েও উনি এসে হজুরকে পেয়ে ব'সবেন ॥

আল্লা । (হাস্য করিয়া) হাঁ, আমি জানি, উজির গেলেই
তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগে ।

১ম ওমরাও । (করষোড়ে) আজ্ঞে, আমাদের শুধু নয়,—হজুরেরও ।

আল্লা । তোমার সঙ্গে দেখছি, কথায় আঁটা ভার । আচ্ছা,
বল দেখি, এখন কি করা যায় ?

১ম ওমরাও । হজুর ! এমন সুখবর আজ পাওয়া গেল, এখন

একটু নাচ গান হ'লে হয় না? নর্তকীরাও হাজির আছে, যদি
অনুমতি হয়—

আল্লা। আচ্ছা, তাদের ডাক।

১ ম ওমরাও। যে আজ্ঞা হজুর।

(১ ম ওমরাওয়ের প্রস্থান ও নর্তকীগণকে

লইয়া পুনঃপ্রবেশ ।)

নৃত্য ও গীত ।

রাগিনী কিঞ্চিৎ থাড়াই।—তাল কাশ্মীরি থেম্‌টা ।

সমরো তেগ অদা কো জরা শুনোতো সহি,

নেহি পয়মাল করো মল্‌কে হাতোমে মেদি,

কিসিকি খুন করোগি হেনা শুনতো সহি ।

গজব্‌ হ্যায় তোম্‌ ফুল পঞ্জ দেখ্‌ নাম ইয়ারো

অগলি কহুই সরমোইয়া শুনোতো সহি ।

আল্লা। আচ্ছা; আজ এই পর্য্যন্ত। (গান্ধোধান)

ওদের বক্‌সিস্‌ দিয়ে বিদায় কর।

(সকলের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় গভাক্ষ ।



রাণা লক্ষ্মণসিংহের শিবির সন্নিকটবর্তী উদ্যান ।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ ।)

রোষেনারা । এস ভাই ! আমরা এখানে একটু ব্যাড়াই—দেখেছ
এই বাগানটা কেমন নির্মল ? বাছকুমারী সরোজিনী এখন তাঁর
বাগের সঙ্গে দেখা করুন—কুমার বিজয়সিংহের সঙ্গে দেখা করুন—
আমাদের সেখানে গিয়ে কি হবে ? আমাদের আর জুড়াবার স্থান
কোথায় বল ? আমরা এস ততক্ষণ এখানে মন খুলে আমাদের
দুঃখের কথা কই । দেখ ভাই, আমার ইচ্ছে হয় এই ঝাউগাছের
তলায় আমি রাত দিনই ব'সে থাকি—ঝাউগাছে কেমন একটা বেশ
শোঁ শোঁ শব্দ হয়, এই শব্দটা আমার বড় ভাল লাগে ।

মোনিয়া । তোমার ভাই আজকাল এ রকম ভাব দেখছি কেন ?
সারাদিনই নিরালা ব'সে ব'সে কাঁদ—কারও সঙ্গে মিশ্তে ভাল
বাস না—এর মানে কি ? আমার ভাই সেই অশুভ দিনের কথা বেশ
মনে পড়ে, যে দিন হিন্দুরা আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে
তোমাকে জোর ক'রে বন্দী ক'লে—আর সেই বিজয়ী রাজপুত্র রক্ত-
মাখা হাতে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন । তখন তো ভাই

তোমার এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়েনি । যে সময় কাঁদবার সময়, সে সময় কাঁদলে না, আর এখন কিনা সারা দিনই তোমাকে কাঁদতে দেখি ; এখন তো বরং যাতে তুমি সুখে থাক, সকলি সেই চেষ্টাই ক'রে । রাজকুমারী সরোজিনী তোমাকে মনের সঙ্গে ভাল বাসেন,— তিনি আপনার বোনের মতন তোমাকে দেখেন, তোমার দুঃখে তিনি কত দুঃখ করেন—তোমার থাকবার জন্য আলাদা একটা বাড়ি ক'রে দিয়েছেন—আর দেখ সখি ! রাজকুমারী আমাদের ভাল বাসেন ব'লে, কেউ আমাদের মুসলমান ব'লে ঘৃণা ক'রেও সাহস পায় না—বরং সকলি আমাদের আদর করে । এখন তো ভাই, তোমার দুঃখের কোন কারণই দেখিতে পাইনে ।

রোষেনারা । তুমি বল কি ?—আমার আবার দুঃখের কারণ নেই ? আমার মত হতভাগিনী আর কে আছে বল দিকি ? দেখ, ছেলে ব্যালা থেকেই আমি অপরিচিত লোকদের হাতে রয়েছি ; পিতামাতার স্নেহ যে কিরূপ, তা আমার জীবনের মধ্যে এক বারও জানতে পারেন না । আমার পিতা মাতা যে কে, তাও আমি জানিনে । একজন গণক একবার এই মাত্র শুণে ব'লেছিল যে, যখন আমি তাঁদের জানতে পারবো, তখন আমার মরণ হবে ।

মোনিয়া । সখি ! অমন অলক্ষণে কথা মুখে এন না । গণকের কথায় প্রায়ই দ্বিভাব থাকে । বোধ করি, ওর আর কোন মানে হবে ।

রোষেনারা । না ভাই, এরূপ অবস্থার চেয়ে আমার মরণই

ভাল । দেখ সখি ! তোমার বাপ আমার জন্ম-বৃত্তান্ত সমস্তই জান-
তেন,—তিনি একবার আমাকে ব'লেও ছিলেন যে, আমার পিতা-
মাতার কথা আমাকে একদিন গোপনে ব'লবেন—কিন্তু ভাই আমার
এমনি পোড়া অদৃষ্ট যে, তার পরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল । কুমার বিজয়-
সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি বীর-শয্যায় শয়ন ক'লেন—আমরাও সেই
দিন বন্দী হলেম ।

মোনিয়া । আমাদের ভাই অদৃষ্টে যা ছিল, ভাই হয়েছে—তা-
নিয়ে এখন বুথা ছুঃখ ক'রলে কি হ'বে ? আমি শুনেছি, এখানকার
হিন্দু-মন্দিরের একজন পুরুত আছেন—তিনি নাকি যে কোন প্রাণ
হয়, শুণে ব'লতে পারেন । তা—তাঁর কাছে এক দিন লুকিয়ে গেলে,
তিনি হয়তো তোমার জন্মের কথা সব ব'লে দিতে পারেন । আর
কুমার বিজয়সিংহও আমাকে ব'লছিলেন যে, সরোজিনীর সঙ্গে তাঁর
বিয়ে হ'য়ে গেলেই তিনি আমাদের ছেড়ে দেবেন । তা হ'লেই ভাই
আমরা দেশে চলে যাব ।

রোষেনারা । কি ব'ল্লে ভাই ?—সরোজিনীর সঙ্গে বিজয়সিংহের
বিবাহ ?—(স্বগত) হা ! কি কথা শুন্লেম ! (প্রকাশ্যে) বিবাহের কি
সব ঠিকু হয়ে গেছে ?—এ কথা ভাই তুমি আমাকে আগে বলনি
কেন ?

মোনিয়া । আমিও ভাই এ কথা আগে টের পাইনি—সবে
এইমাত্র শুন্লেম ।

রোষেনারা । আমি শুধু এই কথা শুনেছিলেম যে সরোজিনীকে

রাজা ডেকে পাঠিয়েছেন—কেন যে ডেকেচেন তা ঠিক টের পাইনি—
কিন্তু এ আমার তখন মনে হ'য়েছিল যে, সরোজিনীর অবিশ্যি কোন
একটা সু-খবর এসেছে ।

মোনিয়া । সরোজিনীর বিবাহ হ'ল কি না হ'ল তাতে ভাই
তোমার কি এল গেল ? এ কথা শুনে তুমি এত উতলা হ'লে কেন ?

রোষেনারা । হা !—আমার সকল বিপদের চেয়ে, যদি এই
কাল-বিবাহকে আমি অধিক বিপদ মনে করি, তা হ'লে তুমি কি
ভাই আশ্চর্য্য হও ?

মোনিয়া । ও কি কথা ভাই ?

রোষেনারা । আমার যে কি হুংখ, তা তুমি তখন বুঝতে পাচ্ছিলে
না । এখন তবে শোন । তা শুনলে তুমি বরং আরও আশ্চর্য্য হ'বে
যে, কি ক'রে এখনও আমি বেঁচে আছি । আমি যে অনাথা হয়েছি,
সে আমার হুংখের কারণ নয় ; আমি যে পরাধীন হ'য়েছি,—সেও
আমার হুংখের কারণ নয়,—আমি যে বন্দী হ'য়েছি, তাও আমার
হুংখের কারণ নয় ; আমার হুংখের কারণ আমার নিজেরই হৃদয় ।
তুমি ভাই, শুনলে অবাক হ'বে যে, সেই মুসলমানদের কাল-স্বরূপ
কুমার বিজয়সিংহ, যিনি আমাদের সকল হুংখের মূল, যিনি নির্দয়
হ'য়ে আমাদের এখানে বন্দী ক'রে এনেছেন, যিনি বিদেশী, যিনি
বিধর্ম্মী, যাঁর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধই নেই, যাঁর নামমাত্র শুনলেও
আমাদের মনে ঘৃণা হওয়া উচিত, ভাই, সেই ভয়ানক শত্রুই—

মোনিয়া । ও কি ভাই ?—বলতে বলতেই যে চুপ ক'ল্লো ?

রোষেনারা। ভাই সেই ভয়ানক শত্রুই—আমার—প্রাণের
বন্ধু—আমার হৃদয়-সর্বস্ব !

মোনিয়া। বল কি সখি ! এর একটু বাশ্পও তো আমি পূর্বে
জানতে পারিনি।

রোষেনারা। আমি মনে ক'রেছিলেম, এই কথাটি আমার অন্ত-
রের মধ্যেই চিরকাল রাখবো, কিন্তু সখি, তোমার কাছে আর আমি
গোপন ক'তে পার্লেম না ; যা হ'ক, আর না—হৃদয়ের কথা হৃদ-
য়েই থাক্।

মোনিয়া। সখি ! আমাকেও ব'লতে ভুমি কুণ্ঠিত হ'চ্চ ? এই
কি তোমার ভালবাসা ? সব কথা খুলে না ব'লে আমি কিছুতেই
ছাড়ব না। এমন শত্রুর উপর তোমার কি ক'রে ভালবাসা হ'ল,
আমার জানতে ভারি ইচ্ছে হ'চ্ছে।

রোষেনারা। সে কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর ? কুমার
বিজয়সিংহ কি আমার হৃৎথে কিছুমাত্র হৃৎথ প্রকাশ ক'রেছিলেন ?
তিনি কি আমার কোন উপকার ক'রেছিলেন ? তবে কেন আমি
তাকে ভাল বাস্লেম ?—কেন যে আমি তাঁকে ভাল বাস্লেম, তা
ভাই আমি নিজেই জানিনে। আচ্ছা যে দিন আমি বন্দী হয়েছিলেম,
সেই ভয়ানক দিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে না ?

মোনিয়া। মনে পড়ে না আবার,—বেশ মনে পড়ে।

রোষেনারা। মনে আছে,—কতক্ষণ ধ'রে আমাকে সেই কারা-
গারের মধ্যে থাকতে হ'য়েছিল ?—তোমাকে ভাই ব'ল্ব কি, সেখানে

এমনি অঙ্ককার যে, মনে হচ্ছিল যেন আমার প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে
গেল,—তার পর কতক্ষণ বাদে যখন একটু আলো দেখা গেল, তখন
যেন আমি বাঁচলেম, কিন্তু তার পরেই দেখতে পেলেম, ছোট রক্ত মাখা
হাত আমার সম্মুখে উপস্থিত,—দেখেই তো আমি একেবারে চমকে
উঠলেম। তার পর ভাই, সেই হাত ক্রমে স'রে স'রে এসে আমার
শেঁকল খুলে দিলে। সেই শক্ত, কঠোর হাত স্পর্শমাত্রই আমার
সর্বাস্থ দেহ কাঁটা দিয়ে উঠল,—আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলেম।—
তার পর কে যেন গভীর স্বরে আমাকে এই কথা ব'লে,—“যবন-
হুহিতা ! ওঠ।” আমি এমনি তাঁর কথায় ভয়ে ভয়ে উঠলেম ; কিন্তু
তখনও মুখ ফিরিয়ে ছিলাম,—তখনও তাঁর দিকে তাকাতে আমার
সাহস হয়নি।

মোনিয়া।—আমি হ'লে তো ভাই একেবারে ভয়ে ম'রে যেতাম—
তার পর ?

রোয়েনারা। তার পর যখন তিনি ভাই আমার সম্মুখে এলেন,—
হঠাৎ তাঁর দিকে আমার চোখ প'ড়ল। কি কুক্ষণেই আমি যে তাঁকে
সেই দেখেছিলাম, সেই দেখাই ভাই, আমার কাল হ'ল। কোথায়
আমি মনে ক'রেছিলাম, সয়তানের মত কোন ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখব, না
কোথায় ইস্‌ফ প্যাংগবরের মত ভেজস্বী পরমহুন্দর একজন যুবা
পুরুষের মুখ দেখলেম। আমি কত ভৎসনা ক'রব মনে ক'রেছিলাম,
কিন্তু সে সব যেন আমার মুখে আটকে গেল। তখন ভাই মনে হ'ল
যেন, আমার হৃদয়ই আমার বিপক্ষ হ'য়েছে। তার পর তিনি এমনি

কোমল স্বরে বলেন—“সুন্দরি ! আমায় দেখে কি ভয় পেয়েছ ?—
ভয় নাই। আমার সঙ্গে এস। রাজপুত্র বীর স্ত্রীলোকের মর্যাদা
জানে।” এই কথা শুনিতে ভাই আমার হৃদয়ের তার যেন একেবারে
বেজে উঠলো। তখন, মস্ত্র মুগ্ধ হ’লে সাপ যে রকম হয়, আমি
ঠিক সেই রকম হ’য়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলুম।
সেই অবধিই ভাই আমার শরীর শুধু নয়, আমার হৃদয়ও চির
কালের জন্য তাঁর কাছে বন্দী হ’য়ে রয়েছে। রাজকুমারী সরো-
জিনী, আমাকে সখীর মত ভাল বাসেন,—বোনের মত যত্ন করেন
সতি—কিন্তু জানেন না যে, একটা কালনাগিনীকে তিনি ঘরের
মধ্যে পুচ্ছেন। তোমার কাছে ভাই বলতে কি, রাজকুমারী আমাকে
হাজার ভাল বাসুন, আমি তাঁর ভাল কিছুতেই দেখতে পারব না—
বিশেষ, তিনি যে কুমার বিজয়সিংহের প্রেমে স্থগী হবেন, এ তো
ভাই আমার প্রাণ থাকতে সহ্য হবে না।

মোনিয়া। সখি ! বিজয়সিংহ হ’ল হিন্দু, তুমি হ’লে মুসলমান,
তুমি তাঁর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কি করে কর বল দিকি ? তার চেয়ে
বরং তোমার এখানে না আসাই ভাল ছিল। বিজয়সিংহের সঙ্গে
রাজকুমারী সরোজিনীকে দেখলেই তুমি মনের আগুনে পুড়রে বৈ
তো নয় ? সখি ! কেন বল দিকি, এ বৃথা যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যে
চিত্তোর থেকে এলে ?

রোষেনারা। আমি মনে ক’রেছিলুম, এখানে আসব না, কিন্তু
কে যেন আমার অন্তরের অন্তর থেকে বলতে লাগল যে, “যাও,—

এই বেলা যাও, সরোজিনীর সুখের দিন উপস্থিত,—তুমি গিয়ে তার পথে কণ্টক দাও, তোমার মত হতভাগিনীর সংসর্গে তার একটা না একটা অমঙ্গল হ'বেই হ'বে ।” আমি সেই জন্তই ভাই, এখানে এসেছি; আমার জন্ম-বৃত্তান্ত জানবার জন্তে আমি তত উৎসুক নই । যদি সরোজিনীর মনস্কামনা পূর্ণ হয়, যদি বিজয়সিংহের সঙ্গে তার বিবাহ হয়, তা হ'লে ভাই নিশ্চয় জানবে, আমার পৃথিবীর দিন শেষ হ'য়ে এলো !

মোনিয়া ! ও কি কথা ভাই ? তুমি কি ক'রে বিজয়সিংহের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ আটক্ ক'রবে বল দিকি ? সে কখনই সম্ভব নয় ; তার চেয়ে ভাই বিজয়সিংহকে একেবারে ভুলে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল ।

রোবেনারা ! হা ! এ জন্মে কি ভাই তাঁকে আর ভুলতে পারবো ?

(অন্যমনে গীত ।)

রাগিণী ঝিঝিট—তাল কাওয়ালি ।

“তারে ভুলিব কেমনে ?

প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপনারি জেনে ;

আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম-ভুলি, করে তুলি,

হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে ।”

মোনিয়া । কে ভাই আসচে ।

রোষেনারা । একি ! রাজা আর সরোজিনী যে এই দিকে আস্চেন, আমার গান তো শুন্তে পান্‌নি ?—এস ভাই আমরা ঐ গাছের আড়ালে নুকোই ।

(বৃক্ষের অন্তরালে উভয়ের অবস্থান ।)

লক্ষ্মণ সিংহ ও সরোজিনীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । (স্বগত) ওঃ !—আমি আর বাছার মুখের দিকে চাইতে পাচ্চিনে ।

সরোজিনী । পিতঃ ! মুসলমানদের সঙ্গে কবে যুদ্ধ হ'বে ?

লক্ষ্মণ । বৎসে, আমি তোমার পিতা নামের যোগ্য নই ।
আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান্‌ পিতা হ'লে তোমার উপযুক্ত হ'ত ।

সরোজিনী । পিতঃ ! ও কি কথা ? আপনার অপেক্ষা ভাগ্যবান্‌ আর কে আছে ? আপনার কিসের অভাব ? আপনার স্থায় মান মর্যাদা আর কোন্‌ রাজার আছে ?

লক্ষ্মণ । (স্বগত) আহা ! এই সরলা বাল্য কিছুই জানে না,—
পিতা যে তোর কৃতান্ত, তা তুই এখনও টের পাস্‌নি,—

সরোজিনী । আপনি কি ভাব্‌চেন ? মধ্যে মধ্যে ওরূপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌চেন কেন ? আমি কি কোন অপরাধ ক'রেছি ? আপ-
নার বিনা আদেশে আমার কি এখানে আসা হ'য়েছে ? তবে কেন
ওরূপ ভাবে আমার দিকে চেয়ে র'য়েছেন ।

লক্ষণ । না বৎসে ! তোমার কোন অপরাধ হয় নি । এখানে মুন্সিজ্জার জন্ত নানা ভাবনা নাকি ভাবতে হচ্ছে, তাতেই বোধ হয়, তুমি আমায় অমন দেখছ ।

সরোজিনী । এতো সে রকম ভাবনা বলে বোধ হয় না । আপনাকে দেখলে বোধ হয়, যেন অন্তরের মধ্যে আপনার কি একটা ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হয়েছে । পিতঃ ! বলুন কি হয়েছে ? এ রকম ভাব তো আপনার কখনই দেখিনি ।

লক্ষণ । হা বৎসে !

সরোজিনী । আপনি কেন অমন করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছেন ? বলুন, কি হয়েছে ।

লক্ষণ । বৎসে !—আর কি বলব !—মুসলমানেরা—

সরোজিনী । মা চতুর্ভুজা ! যাদের জন্তে পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দুঃস্থ মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত কর ।

লক্ষণ । বৎসে ! মুসলমানেরা শীঘ্র নিপাত হবার নয়, তাব পূর্বে অনেক অশ্রুপাত করতে হবে—হৃদয়ের রক্ত পর্য্যন্ত শুষ্ক করতে হবে ।

সরোজিনী । দেবী চতুর্ভুজা যদি আমাদের উপর প্রসন্ন থাকেন, তা হ'লে আর কিসের ভাবনা ?

লক্ষণ । বৎসে ! দেবী চতুর্ভুজা এখন আমার প্রতি অত্যন্ত নির্দয় হয়েছেন ।

সরোজিনী । সে কি পিতঃ—এই জনাই কি তবে ভৈরবাচার্য্য দেবীকে প্রসন্ন করবার আশায় যজ্ঞের আয়োজন করেন ?

লক্ষণ । হাঁ বৎসে !

সরোজিনী । যজ্ঞ কি শীঘ্রই হ'বে ?

লক্ষণ । এই যজ্ঞ যতই বিলম্বে হয়, ততই ভাল, কিন্তু ভৈরবাচার্য্য
শুন্টি তিলার্দ্ধ বিলম্ব করবেন না ।

সরোজিনী । কেন, বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি ? যত শীঘ্র
অমঙ্গলের শাস্তি হয়, ততই তো ভাল । এই যজ্ঞ দেখতে আমার
বড় ইচ্ছে ক'ছে । পিতঃ ! আমরা কি সেখানে থাকতে
পাব ?

লক্ষণ । (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা !—

সরোজিনী । পিতঃ ! আমরা কি সেখানে থাকতে পাব না ?

লক্ষণ । (উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) পাবে । আমি এখন
চল্লেম, হা !—

(লক্ষণসিংহের বেগে প্রস্থান ।)

(রোষেনারা ও মোনিয়ার অন্তরাল

হইতে নির্গমন ।)

সরোজিনী । এ কি ? তোমরা ভাই এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

রোষেনারা । আমরা ভাই এই খানেই বেড়াচ্ছিলেম । তার পর,
রাজা আসছেন দেখেই ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেম ।

সরোজিনী । দেখ ভাই রোষেনারা, আগে পিতা আমাকে
দেখলে কত আদর কতেন, আজ তা কিছুই ক'লেন না ; খুঁসি হওয়া

দূরে থাক্, আমাকে দেখে আরও যেন তাঁর মুখ ভার হ'ল, আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও কইলেন না, এর ভাব কি বল দিকি ? আমার ভাই মনে কেমন একটা ভয় হ'চ্ছে। আমার উপর পিতার এরূপ তাম্বিল্য-ভাব আমি তো আর কখনই দেখিনি। আমার বোধ হ'চ্ছে, কি যেন একটা বিপদ শীঘ্র ঘটবে। মা চতুর্ভুজা ! আমার যাই হোক্, আমার পিতার যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

রোষেনারা। কি রাজকুমারি ! তোমার বাপ আজ তোমার সঙ্গে একটু কম কথা কয়েছেন ব'লে তুমি এত অধীর হয়েছ ? আমি যে আজন্ম কাল বাপ মা হারা হ'য়ে অনাথার মত বিদেশে বিদেশে বেড়াচ্ছি—আমার তুলনায় তোমার দুঃখ তো কিছুই নয়। বাপ যদি তোমায় অনাদর ক'রে থাকেন তো তোমার মা আছেন, মায়ের কোলে গিয়ে সান্ত্বনা পেতে পার ; আর মা বাপ যদি দুজনেই তোমায় অনাদর করেন, কুমার বিজয় সিংহ তো আছেন—

সরোজিনী ! তিনি ভাই কোথায় ? আমি এসে অবধি তো তাঁকে এখানে একবারও দেখতে পেলেম না। (স্বগত) আমি যে মনে ক'রেছিলেম, তিনি আমাকে দেখবার জন্ত না জানি কতই ব্যগ্র হ'য়েছেন, তার কি অবশেষে এই হ'ল ? যুদ্ধের উৎসাহে তিনিও কি আমাকে ভুলে গেলেন ?

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাজমহিষীর প্রবেশ ।

রাজম। এস বাছা, আমরা এখান থেকে এখনি চ'লে যাই,

এখানে আর এক দণ্ড থাকা নয়। এখান থেকে এখনি না গেলে আমাদের আর মান সম্মান রক্ষা হয় না। পূর্বে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলেম যে, মহারাজ আমাদের সঙ্গে দেখা হ'লে কেন ভাল ক'রে কথা বার্তা কন'নি,—এখন তার কারণ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। যেরূপ অশুভ সংবাদ, তাতে কোন্ বাপ মায়ের হৃদয় না আকুল হয় ? প্রথমে তো, মহারাজ সুরদাসকে দে পত্র পাঠিয়ে আমাদের এখানে আশুতে বলেন, কিন্তু তার পরেই যখন জানতে পার্লাম যে, বিজয় সিংহের মন ফিরে গেছে, তখন তিনি আবার রামদাসের হাত দিয়ে এই পত্র খানি পাঠিয়ে আমাদের আশুতে নিষেধ করেন। আমরা সুরদাসের পত্র পেয়েই তখনি এখানে চলে এসেছিলেম, এই জন্যে রামদাসের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হয় নি। আমি সেই পত্র এখন পেলেম। তা এখন এস বাছা, আমরা চিতোরে ফিরে যাই। আর এখানে থেকে কাজ নেই, এখনি হয় তো অপমান হ'তে হবে। বিজয় সিংহের মন ফিরে গেছে, সে আর এখন বাছা তোমাকে বিবাহ ক'ন্তে চায় না।

সরোজিনী। (স্বগত) কি কথা শুন্লেম ?—তিনি আর আমাকে বিবাহ ক'ন্তে চান না ?—মা চতুর্ভূজা ! এখনি তুমি আমাকে নেও, এ পাপ পৃথিবীতে আর আমি এক দণ্ডও থাকতে চাইনে।

রোষেনারা। (স্বগত) যা শুন্লেম, তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে ত বড় ভালই হ'য়েচে, আমি যা ইচ্ছে কচ্ছিলেম, তা তো আপনা হ'তেই ঘা'লো ! এখন দেখি আমার কপালে কি আছে।

রাজ-ম। (স্বগত) আহা! এ কথা শুনে বাছার চোক ছলছল ক'চ্ছে, মুখখানি যেন একেবারে নীল হ'য়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) এতে বাছা তোমার ছুখ না হ'য়ে আরও বরং রাগ হওয়া উচিত। আমি এমনি নির্কোষ যে, সেই শঠের কথায় অন্যায়সে বিশ্বাস ক'রে-ছিলাম। আমি কোথায় আশা ক'রেছিলাম, বিজয় সিংহের মহৎ বংশে জন্ম, তার সঙ্গে বিবাহ দিলে আমাদের বংশের মর্যাদা রক্ষা হ'বে—না শেষে কি না তার এই ফল হ'ল? সে যে একরূপ নীচ ব্যবহার ক'র্বে, তা আমি স্বপ্নেও মনে করিনি। বাছা! তুমি যদি আমার মেয়ে হও, তা হ'লে এ অপমান কখনই সহ্য ক'র না। এস বাছা, আমরা এখনই চলে যাই, তার মুখও যেন আমাদের আর না দেখতে হয়। আমি যাবার সমস্তই উদ্যোগ ক'রেছি, কেবল একবার মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার অপেক্ষা।

রোষেনারা। রাজমহিষি! আমার এখানে দু-এক দিন থাকতে ইচ্ছে ক'চ্ছে। এ জায়গাটা পূর্বে আমি কখন দেখিনি নাকি—

রাজ-ম। থাক, তুমি থাক—আমাদের সঙ্গে তোমার আর আসতে হ'বে না, আমরা চলে গেলেই তো তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়,—যাও, বিজয়সিংহ তোমার জন্ত অপেক্ষা ক'চ্ছে। তোমার মনের ভাব আমি বেশ টের পেয়েছি। যাই,—আমি এখন মহারাজের সঙ্গে দেখা করিগে। দেখ বাছা সরোজিনি! ভুইও ততক্ষণ ঠিক ঠাক হয়ে থাক।

(রাজমহিষীর প্রস্থান।)

সরোজিনী । (স্বগত) এ আবার কি ?—রোষেনারাকে মা ও রকম কথা ব'লেন কেন ? তবে কি ওরই উপর কুমার বিজয়সিংহের মন প'ড়েছে ? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ ভাই ! মা তোমাকে ও রকম কথা ব'লেন কেন ?

রোষেনারা । রাজকুমারি ! আমিও তো ভাই এর ভাব কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে ।

সরোজিনী । (স্বগত) কি, রোষেনারাও কিছু বুঝতে পারে নি ? তবে মা ও রকম ক'রে ব'লেন কেন ?—বিজয়সিংহেরই বা মন হঠাৎ এরূপ হ'ল কেন ? আমি তো এমন কোন কাজই করিনি, যাতে তিনি আমার উপর বিমুখ হ'তে পারেন । এর কারণ এখন কি ক'রে জানা যায় ? তাঁর সঙ্গে কি একবার দেখা ক'রব ?—না—তায় কাজ নাই, কেন না, বাস্তবিকই যদি অন্তের উপর তাঁর মন প'ড়ে থাকে, তা হ'লে, কেবল অপমান হ'তে হবে বৈ ত নয় । তার চেয়ে চিত্তোরে ফিরে যাওয়াই ভাল । আচ্ছা, রোষেনারা যে বড় এখানে থাকতে চাচ্ছে ? (প্রকাশ্যে) ভাই রোষেনারা ! তুমি একলা এখানে কি ক'রে থাকবে বল দিকি ? তুমিও ভাই আমাদের সঙ্গে চল,—চিত্তোরে তুমি আমা ছাড়া এক দণ্ডও থাকতে পারবে না,—আর এখন কি না স্বচ্ছন্দে এখানে একলা থাকবে ?

রোষেনারা । আমার ভাই এখানে বেশি দেরি হ'বে না, আমার একটু কাজ আছে, সেইটে সেরেই আমি যাবি ।

সরোজিনী । এখানে আব'র তোমা কি ক'র বেজা যাম

ছিলেন বিজয় সিংহ তোমার জন্তে অপেক্ষা ক'রবেন তবে কি তাই সত্যি ?

রোষেনারা । বিজয়সিংহ—বিজয়সিংহ—তিনি আবার অপেক্ষা ক'রবেন ? এমন সৌ—(স্বগত) এই ! কি ব'লে ফেল্লেন ? (প্রকাশ্যে) তিনি—তিনি—তিনি ভাই আমার জন্তে কেন অপেক্ষা ক'রবেন ?

সরোজিনী । (স্বগত) মা যা সন্দেহ ক'রেছেন, তবে তাই ঠিক । (প্রকাশ্যে) রোষেনারা ! আমার বেশ মনে হ'চ্ছে যে, তোমাকে হাজার সাধলেও তুমি এখন এখান থেকে নড়বে না । আশ্চর্য্য ! যা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি,—তাই কি না আজ দেখতে পাচ্ছি—বুঝছি, কুমার বিজয় সিংহকে না দেখে তুমি আর কিছুতেই এখান থেকে যেতে পাচ্চ না । রোষেনারা ! কেন আর মিছে আমার কাছে লুকোও ? মা যা ব'লছিলেন তাই ঠিক, আমি এখান থেকে গেলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় ।

রোষেনারা । কি ?—যে আমার দেশের শত্রু,—যে আমায় বন্দী ক'রেছে,—যে বিধর্ষা, যাকে দেখলে আমার মনে স্তব্ধ হয়, তাকে কি না আমি——

সরোজিনী । হ্যাঁ ভাই, তোমার ভাব দেখে আমার বেশ মনে হয়, তাকেই তুমি ভাল বাস । যে শত্রুর কথা ব'ল্চ, সেই শত্রুকে স্তব্ধ করা দূরে থাক্, তাকেই তুমি নিশ্চয় হৃদয়-মন্দিরে পূজা কর । আমি কোথা আরো মনে ক'রেছিলেম যে, যাতে তুমি দেশে ফিরে

যেতে পার, তার জন্তে খুব চেষ্টা কর—কিন্তু আমি তো ভাই তখন জন্মে নাই যে, এই দানব-শৃঙ্খলই তোমার এত প্রিয়। যা হোক, তোমার আমি দোষ দিইনে, আমারই কপাল মন্দ। তুমি ভাই সুখে থাক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক্—কিন্তু তুমি তাঁকে ভাল বাস, এ কথা আমাকে আগে বলনি কেন ?

রোষেনারা। রাজকুমারি ! তোমাকে ভাই আবার আমি কি বলব ? এ কি কখন সম্ভব বলে বোধ হয় যে, প্রবল-প্রতাপ মহা-রাজ লক্ষ্মণসিংহের গুণবতী রূপসী কন্যাকে ছেড়ে, এক জন কি না অপরিচিত স্থগিত হবনীকে তিনি ভাল বাসবেন ?

সরোজিনী। রোষেনারা ! কেন আর আমাকে যন্ত্রণা দেও ? তোমার তো মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে, তা হ'লেই হ'ল, এখন আমাকে আর উপহাস ক'রে তোমার লাভ কি ? (স্বগত) পিতা যে কেন তখন বিষম হ'য়েছিলেন, এখন তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। এ কি রাজকুমারি ! তুমি এখানে কখন এলে ? তুমি যে এখানে এসেছ, সমস্ত সৈন্যদের কথাতেও আমার বিশ্বাস হয়নি। তুমি এখানে এখন কি জন্ত এসেছ ? তবে যে মহারাজ আমাকে ব'লছিলেন, তোমার এখানে আসবার কোন কথা নাই ?—এ কথা তিনি কেন ব'ল্লেন ?

সরোজিনী। রাজকুমার ! আমি এখানে না থাকলেই তো

আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়,—তা ভয় নেই, আমি আর এখানে অধিক ক্ষণ থাকুঁচিনে । আপনি এখন সুখে থাকুন ।

(সরোজিনীর প্রস্থান ।)

বিজয় । (স্বগত) রাজকুমারীর আজ এরূপ ভাব কেন ? কেন তিনি আমাকে এরূপ কথা বল্লেন ?—কেনই বা তিনি আমার কাছ থেকে চলে গেলেন ? (প্রকাশ্যে রোষেনারার প্রতি) ভদ্রে ! বিজয়-সিংহ তোমার নিকটে এলে তুমি কি বিরক্ত হ'বে ? যদি শত্রুর সঙ্গে কথা কইতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তা হ'লে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে চাই ।

রোষেনারা । বন্দীর আবার কিসের আপত্তি ? আপনার হাতেই তো আমার জীবন মৃত্যু সকলি নির্ভর ক'চ্ছে । রাজকুমার ! যথার্থই কি আপনি আমার শত্রু ?

বিজয় । তোমার শত্রু না হ'তে পারি, কিন্তু আমি যে তোমার দেশের শত্রু, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

রোষেনারা । আপনি আমার দেশের শত্রু সত্যি, কিন্তু আমি আপনাকে আমার শত্রু ব'লে মনে করিনে ।

বিজয় । যে তোমার দেশের শত্রু, তাকে কি তুমি শত্রু ব'লে জ্ঞান কর না ? তোমার দেশের প্রতি কি তবে অহুরাগ নাই ?

রোষেনারা । রাজকুমার ! এমন কি কেউ থাকতে পারে না, যাকে দেশের চেয়েও অধিক—

বিজয় । সে কি ?—তবে কি তোমার পিতা মাতা এখনও বর্ত-
মান আছেন ?

রোষেনারা । না রাজকুমার ! আমার বাপ মা নাই, আমি চির-
অনাথা ! (স্বগত) এইবার যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে সে ব্যক্তি
কে—তা হ'লে ব'লে ফেলব—আর গুমরে গুমরে থাকতে পারিনে ।
আমার বেশ বোধ হ'ছে এইবার উনি ঐ কথাই জিজ্ঞাসা ক'রবেন ।

বিজয় । সে যা হোক, ভদ্রে ! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি-
লেম, রাজমহিষী ও রাজকুমারী সরোজিনী এখানে কেন এসেছেন
তা কি ভূমি জান ?

রোষেনারা । (স্বগত) হা অদৃষ্ট ! ও কথা দেখছি আর জিজ্ঞাসা
ক'লেন না । (প্রকাশ্যে) রাজকুমার ! আপনি কি তা জানেন না ?

বিজয় । সে কি ! আমি যে এক মাস কাল এখানে ছিলাম না,
আমি তো সবে এই মাত্র এখানে পৌঁছেছি ।

রোষেনারা । আপনার সঙ্গে বিবাহ হ'বে ব'লেই মহারাজ
রাজকুমারীকে এখানে আনিয়েছেন । আপনিও তো তাঁর জন্তে—

বিজয় । (স্বগত) আমিও তো এই জনরব পূর্বে শুনেছিলাম ।
কিন্তু রাজাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তো তখন একেবারেই
অমূলক ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলেন । তিনি কি তবে আমাকে প্রত্যা-
রণা ক'লেন ?—তা করবারই বা উদ্দেশ্য কি ? কিছুই তো বুঝতে
পাচ্চিনে । (প্রকাশ্যে) সে যা হোক, রাজকুমারী এখন কোথায়
চলে গেলেন বলতে পার ?

রোষেনারা। রাজকুমার! তিনি বোধ হয় চিত্তোরে গেলেন।

বিজয়। (স্বগত) আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি এখনি গিয়ে রাজ-
কুমারীর সঙ্গে চিত্তোরে সাক্ষাৎ করি। সকলি আমার কাছে প্রে-
লিকার স্তায় বোধ হচ্ছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে; মহা-
রাজ আমাকে মুখে বলেন এক রকম, কাজে আবার দেখছি ঠিক
তার বিপরীত। সকলেই যেন, কি একটা আমার কাছে লুকিয়ে
রাখবার চেষ্টা কচ্ছে। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! রাজকুমারী আমাকে
ওরূপ কথা বলে কেন চলে গেলেন বলতে পার?

রোষেনারা। রাজকুমার! আমি যত দূর দেখছি তাতে এই
পর্যন্ত বলতে পারি, আপনার উপর রাজকুমারীর মনের ভাব আর
সে রকম নেই।

বিজয়। (স্বগত) হঠাৎ কেন এরূপ হল? না জানি আমার
কি ভ্রটি হয়েছে। আজ আমার সকলকেই শত্রু বলে বোধ হচ্ছে—
কিছু পূর্বে রণধীর সিংহ ও আর আর প্রধান প্রধান সেনাপতিও
আমার এই বিবাহের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; সকলেই যেন
আমার বিরুদ্ধে কি একটা মন্ত্রণা কচ্ছে। যা হোক, আমাকে এখন
এর তথ্য জানতে হল।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান।)

রোষেনারা। (স্বগত) কৈ?—বিজয়সিংহের মন তো কিছুই
ফেরে নি—সরোজিনীর উপর তাঁর ভালবাসা যেমন তেমনিই আছে,
রাজমহিষী তবে কেন ও কথা বলেন? হা! আমি যা আশা করেছি-

লেম, তা কিছুই সফল হল না। যা হ'ক, সরোজিনী ! তোর স্মৃতি আমার কখনই সহ্য হবে না,—আর, যে সকল লক্ষণ দেখছি, তাতে বোধ হচ্ছে,—(চিন্তা)—(পরে প্রকাশ্যে) দেখ্ ভাই মোনিয়া, আমার বেশ বোধ হচ্ছে, শীঘ্রই যেন কি একটা হলস্থল কাণ্ড বেধে উঠবে—আমি অন্ধ নই, চারি দিকের ভাবগতিক দেখে আমার মনে হচ্ছে, সরোজিনীর বিপদ আসন্ন, তার স্মৃতির পথে কি একটা কণ্টক পড়েছে—আবার, মহারাজ লক্ষণসিংহকেও সারাদিন বিষম দেখতে পাই ; এই সব দেখে শুনে ভাই আমার একটু আশা হচ্ছে—আমার বোধ হয়, বিধাতা এখন সরোজিনীর উপর তত প্রসন্ন নেই।

মোনিয়া। তা ভাই কি করে টের পেলে ? বিজয়সিংহের সঙ্গে কথা কয়ে দেখলে তো, সরোজিনীর জন্তেই তিনি ব্যাকুল, তোমার উপরে তো তাঁর আদর্শে মন নেই।

রোষেনারা। তা ভাই যাই হোক, বিজয়সিংহ আমাকে ভাল বাসুন আর নাই বাসুন, আমি তাঁকে—কখনই—হা !——
(অস্থমনে গান)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী ।—তাল আড়াঠেকা ।

“সখি ! সে কি তা জানে ।

আমি যে কাতরা তারি বিরহ-বাণে ॥

নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি,

পাসরিতে নারি সেই জনে ;

দেহে মম আছে প্রাণ, সতত তাহারই ধ্যানে ।”

মোনিয়া। এ ভাই তোমার আশ্চর্য্য কথা—তিনি তোমাকে ভাল বাসেন না, আর তুমি কি না তাঁর জন্যে পাগল হ'য়েছ ?

রোমেনারা। তুমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছ—লোকে শুনলেও আমাকে পাগল ব'লবে, কিন্তু ভাই তোমাকে আমি সত্যি কথা বল্চি, আমাকে যখন তিনি বন্দী করেন, সেই সময়ে আমি যে তাঁকে কি চোখে দেখেছিলেম, তা ব'লতে পারিনে; তাঁর মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে যেন আঁকা র'য়েছে, তা কখনই যাবার নয়। তিনি যদি এখন, আমাকে পায়েও ঠেলেন, তবু আমি তাঁর চরণতলে প'ড়ে থাক্—কিন্তু ভাই ব'লে, আরু'কেউ যে তাঁর প্রেমে স্থগী হবে, তা আমার প্রাণ থাক্তে সহ্য হবে না। আমার বলবার অধিকার থাক্ বা না থাক্, আমি ভাই সরোজিনীকে আমার সপত্নী ব'লে মনে করি। সখি! আমার সপত্নীর ভাল, আমি প্রাণ থাক্তে কখনই দেখতে পারিব না।

মোনিয়া। না ভাই তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারিনে—থাক্, ও সব কথা এখন থাক্, কে আবার শুনতে পাবে—চল ভাই এখান থেকে এখন যাওয়া যাক্।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গভাক ।

চিতোরের রাজপথ ।

ফতেউল্লাহ প্রবেশ ।

ফতে । (পথ চলিতে চলিতে স্বগত) এই সহর ছাড়িয়ে আরও এক কোশ রাস্তা চলি পর, তবে চাচাজির আস্তানা নজরে আসবে । অ্যাহন মুই আরও বিশ কোশের পাল্লা মাতি পারি অ্যামন তাকৎ বি মোর হয়েছে । চাল কলা খাওয়ায়ে খাওয়ায়ে চাচাজি মোর দফা-রফা করি ফ্যালেছিল, ভাগি দিলি গ্যাছেলাম, তাই খায়ে বস্তালাম । বাবা ! প্যাজ-রশুনির এমন গুণ, মোর বুকির ছাতি হিশতে যেন দশ হাত কুলি উঠেছে ।—অ্যাহন আর মুই কোন ব্যাটা হ্যাঁহুর তক্বা রাহি নে । মোরা বাদ্শার জাৎ, পরোয়া কি ? সব নসিবির কাম । মুই বাদ্শা হ'লি ত আগে এই হ্যাঁহু ব্যাটাদের কুটি কুটি ক'রে জবাই করি ; আর গদিতে ঠ্যাগ্ মারি, খুব লম্বা চোড়া হুকুম করি, বাগুনির কাবাব আর চিংড়ির ছালোন বেনিয়ে খুব প্যাট্

ভরি খাই। আ!—তা হলি কি মজাই হয়। (হাস্য) আর তা হলি চাচাজিরে মোর উজির করি। অ্যাহন চাচাজি যখন তখন বড় মোরে মাতি আনেন, তহম তেনার আর সে যো থাকবে না—তহন তেনার হাত ষোড় করি মোর কাছে হরঘড়ি দৈড়িয়ে থাক্‌তি হবে। হি হি হি হি হি—(সর্কাজ নিরীক্ষণ) মোর চাহারাটাও অ্যাহন বাদসার লায়েক হয়েছে—অ্যাহন গা হতি যেন চ্যাক্‌নাই কাটি পড়্‌ছে—হাঁহর চৈতন্‌ডা কাটি ক্যালাইছি, অ্যাখন আবার মুসলমানির হুর বেক্‌তি হুর কর্‌ছে—আর মুই চাচাজির বাৎ শোনবো না—জান্‌ কবুল, তবু তেনার বাৎ শোনবো না। ত্যানিই তো মোরে হাঁহ বানাবার জো করেছালেন। তঁ্যানিই তোমারে ভোণা দে এই রোজপুতির দ্যাশে আনি ক্যালেছেন। তেনারে একবার স্যালাম হুঁকেই মুই দিলি পিডান দ্যাবো; চাচাজির নসিবি অ্যাহন যা থাকে তাই হবে।—দিলি কি মজার সহর! সেহানে হ'তি আর অ্যাহন মোর বাঙ্গালা মুল্‌কেও ষাতি দেল চায় না।

(তিন জন রাজপুত রক্ষকের প্রবেশ ।)

১ম-রক্ষক। কে ও যাচ্ছে? একজন বিদেশী না?

২য়-রক্ষক। আমাদের এখন খুব সাবধান হওয়া উচিত। এ ব্যক্তি মুসলমানদের কোন গুপ্ত চর হ'তে পারে।

কতে। (স্বগত) অ্যাহন তো মুই হাঁহ ব্যাটাদের ছাতির ওপর দে চলেচি, অ্যাহন দেহি, কোন্‌ ব্যাটা হাঁহ মোর সামনে

আঙুতি পারে, তা হ'লে এক থাপ্পড়েই চাবালিডাওড়ায় দিই।
মোরা হচ্ছি বাদসার জাং, মোরা কি হ্যাঁহুদের ডর রাখি ?
আইন তো কোন ব্যাটারেই দেখ্তি পাচ্ছি না (সপর্কে বুক
ফুলাইয়া গমন)

৩য়-রক্ষক। মুসলমান ব'লে তো আমার বোধ হ'চ্ছে। ব্যাটা
বুক ফুলিয়ে চলেছে দেখ না,—রোস জিজ্ঞাসা করা যাক (নিকটে
যাইয়া) কে তুই ?

ফতে। (স্বগত) কেডা ও ? তিন জন হেতিয়ের বাঁধা সিপুই—
বাপ্পুইরে ! এই বার মলাম আল্লা—(কম্পমান)

১ম-রক্ষক। কথা কোন্ নে যে—বল্ কে, না হলে এখনি
দেখতে পারি।

ফতে। মুই—মুই—মুই কেউ নই বাবা—

২য়-রক্ষক। কেউ নই তার মানে কি ? ব্যাটাকে ঘা কতক
দাও তো হে।

ফতে। বল্চি বাবা, বল্চি বাবা—মের না বাবা—মুই মোক্ষীফের
লোক——

৩য়-রক্ষক। দেখ্চ, এত ঢাকবার চেষ্টা ক'চ্ছে, তবু মুসলমানি
কথা ওর মুখ দিয়ে আপনি যেন বেরিয়ে পড়ছে—ও ব্যাটা নিশ্চয়ই
মুসলমানদের কোন চর হবে।

ফতে। আল্লার কিরে—মুই মুসলমান নই বাবা—মুই হ্যাঁহু,—
মুই হ্যাঁহু,—তোমাদের জাত-ভাই—

১ম-রক্ষক । ব্যাটা ব'ল্ছে আল্লার কিরে, আবার বলে মুসলমান
নই ! (উচ্চ হাস্য) বেটা এখনও ঢাক্তে চেষ্টা কচ্চিস্?—আচ্ছা,
তুই কি জাত বল্ দিকি ?

ফতে । মুই বেরান্নন ঠাকুর, মুই—মুই—ম—ম—ম মসজিদে—
মন্—মন্দিরে ঘণ্টা নাড়ো থাকি ।

১ম-রক্ষক । মসজিদেই বটে, আচ্ছা বল্ দিকি বাপের ভাইকে
আমাদের ভাষায় কি বলে ?

ফতে । (অগ্নানবদনে) চাচা ।

১ম-রক্ষক । হাঁ ঠিক হয়েছে ! (সকলের হাস্য) আচ্ছা বল্
দিকি বাপের বোনের স্বামীকে কি বলে ?

ফতে । ক্যান্—কুপু ।

১ম-রক্ষক । হাঁ এও ঠিক হয়েছে ! (সকলের হাস্য) আচ্ছা বল্
দিকি 'আমি হারাম খাই' ।

ফতে । ও কথা ক্যান্—ও কথা ক্যান্ ?

১ম-রক্ষক । বল্, না হলে এখনি—

ফতে । বল্চি—বল্চি—মুই হারাম—

১ম-রক্ষক । ফের ছাকামি কচ্চিস্? বল্, না হ'লে এখনি মার
থেষে মরবি ।

ফতে । বল্চি—বল্চি—মুই হারাম—খা—খা—খাই—তোবা
তোবা—

১ম-রক্ষক । হাঃ শালার মুসলমান ! তবে নাকি তুই হিন্দু—

চন্ ভাই, শালাকে নগর-পালের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া
যাক ।

(কতকে ধরিয়। ঐহার করিতে করিতে

লইয়া যাওয়া ।

কতে । মুই হাঁহ—মুই হাঁহ—আঃ !—মারিস্নে বাবা—মলাম
বাবা—ও চাচাজি !—মলাম চাচাজি !

২য়-রক্ষক । চন্ শাল।—দেখি তোর চাচা কেমন রক্ষ্য করে ।

(সকলের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

লক্ষ্মণসিংহের শিবির ।

(রাণা লক্ষ্মণসিংহ ও রাজমহিবীর প্রবেশ ।)

রাজ-ম । মহারাজ ! আমরা বিজয়সিংহের উপর রাগ ক'রে
এখান থেকে চ'লে যাচ্ছিলেম, খানিক দূরে আমরা গিয়েছি, এমন
সময়ে বিজয়সিংহের সঙ্গে পথে দেখা হ'ল, তিনি আমাদের ফিরে
আসতে বিস্তর অহরোধ ক'লেন । তিনি শপথ ক'রে ব'ল্লেন যে,

তিনি বিবাহের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁর মনের একটুও পরিবর্তন হয়নি। কে এই মিথ্যা জনরব রটিয়েছে, তাই জানবার জন্তে মহারাজকে তিনি খুঁজছেন, তিনি আরও এই কথা বলেছেন যে, এইরূপ মিথ্যে জনরব যে রটিয়েছে, তাকে তিনি সমুচিত শাস্তি দেবেন।

লক্ষ্মণ। দেবি! এতক্ষণে তবে আমার ভ্রম দূর হ'ল, সকল সন্দেহ মন হ'তে অপসৃত হ'ল। এখন তবে আবার বিবাহের উদ্যোগ করা যাক। পুরোহিতের কার্য ভৈরবাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হবে, তুমি সরোজিনীকে এই ব্যালা মন্দিরে পাঠিয়ে দাও গে; আমি তার প্রতীক্ষায় রইলেম।—দেখ, আর একটা কথা বলে যাই,—দেখ তো কিরূপ স্থানে তুমি এসেছ; এখানে চতুর্দিকেই কেবল যুদ্ধ-সজ্জা হ'চ্ছে, স্ততরাং এখানে বিবাহ হ'লে, বিবাহ-স্থলে কেবল বীরগণেরই সমারোহ হবে; সৈন্যদের কোলাহল, অশ্বের হেয়ারব, হস্তিদের বৃংহিত, অস্ত্রের বঞ্চনা বই আর কিছুই শুনতে পাবে না, আর চতুর্দিকে বল্লমের অরণ্য ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হবে না। মহিষি! এ বিবাহে জ্ঞী-নেত্র-রঞ্জন কোন দৃশ্যই থাকবার কথা নেই; আমি বেশ ব'লতে পারি, এরূপ বিবাহ-স্থলে তোমার থাকতে কখনই ভাল লাগবে না—আর তোমার সেখানে থেকেই বা আবশ্যক কি? বিশেষতঃ সে একটা সামান্য মন্দির, সেখানে উপযুক্ত স্থান নাই, আর তুমি সামান্য ভাবে সেখানে থাকলে সৈন্যগণই বা কি মনে করবে? তোমার সখীগণ সরোজিনীকে মন্দিরে লয়ে যাক, আর তুমি এই শিবিরেই থাক। তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই।

রাজ-ম। কি ব'লেন মহারাজ ? আমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই ? আমার মেয়েকে আমি বিবাহ দেবার জন্তে এখানে আনলেম, আমি কি না তার বিবাহ দেখতে পাব না ?

লক্ষণ। মহিষি ! তোমার যেন স্মরণ থাকে যে, তুমি এখন চিতোরের রাজ-প্রাসাদের মধ্যে নেই, তুমি এখন সৈন্ত-শিবিরের মধ্যে র'য়েছ ।

রাজ-ম। মহারাজ ! আমি জানি, এখন আমি সৈন্ত-শিবিরের মধ্যেই র'য়েছি ; আর, এও আমার ইচ্ছা নয় যে, আমি আপনার মহিষী ব'লে আমার জন্ত আপনি কোন শিবির-নিয়মের অঙ্গীকার করেন । এখানে একজন সামান্য সৈনিকের যে অধিকার, তার চেয়ে কিছুমাত্র অধিক আপনার কাছে আমি প্রার্থনা করি নে । কিন্তু যখন প্রধান প্রধান সেনাপতি হ'তে এক জন সামান্য পদাতিক পর্যন্ত সকলেই বিবাহ-স্থলে উপস্থিত থাকতে পারে, সকলেই এই উৎসবে মত্ত হবে, তখন কি না যার কন্ঠার বিবাহ, সে সেখানে থাকতে পাবে না ? আর মহারাজ যে ব'লছিলেন, সে সামান্য মন্দির, সেখানে বসবার উপযুক্ত স্থান নেই,—কিন্তু যেখানে সূর্য্য-বংশারতঙ্গ মেও-রারের অধীশ্বর থাকতে পারেন, সেখানে কি তাঁর মহিষী থাকতে পারে না ?

লক্ষণ। দেবি ! তোমায় আমি মিনতি কচ্ছি, তুমি আমার এই অহুরোধটী রক্ষা কর । আমি যে তোমাঞ্চে এইরূপ অহুরোধ কচ্ছি, তার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে ।

রাজ-ম। নাথ ! যা আমার চিরকালের সাথ, তাতে আমাকে নিরাশ করবেন না। আমি সেখানে থাকলে আপনাকে কিছুমাত্র লজ্জিত হ'তে হ'বে না। আমার কন্যার বিবাহ আমি স্বচক্ষে দেখতে পাব না, এরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা করবেন না।

লক্ষ্মণ। আমি পূর্বে মনে ক'রেছিলেম, আমি বলবামাত্রই তুমি সম্মত হবে; কিন্তু যখন যুক্তিতেও তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি না,—আমার অনুরোধ মিনতিও তোমার কাছে ব্যর্থ হ'ল, তখন তোমাকে এখন আদেশ ক'রে বাধ্য হ'লেম,—তুমি সেখানে কখনই উপস্থিত থাকতে পাবে না। মহিষি ! তোমাকে পুনরুদার বলুচি, এই আমার ইচ্ছা—এই আমার আদেশ—এই আদেশানুযায়ী এখন কার্য্য কর।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান ।)

রাজ-ম। (স্বগত) কেন মহারাজ এরূপ নিষ্ঠুর হ'য়ে আমাকে বিবাহস্থলে থাকতে নিষেধ ক'লেন ? বাস্তবিকই কি আমি সেখানে থাকলে আমার মানের লাঘব হবে ? যাই হোক, তিনি যখন আদেশ ক'লেন, তখন কাজেই তা আমাকে পালন ক'তে হবে। এখন এই মাত্র আক্ষেপ, আমার যা মনের সাথ ছিল, তা পূর্ণ হ'ল না। যাই হোক, আমার সরোজিনী তো সুখী হবে—তা হ'লেই হ'ল। আমার এখন অস্ত কিছু ভাববার দরকার নাই, তার সুখেই আমার সুখ।—এই যে, বিজয়সিংহ এই দিকে আসছেন।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ ।)

বিজয় । দেবি ! মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তিনি এই বল্লেন যে, তিনি জনরবের কথায় প্রবঞ্চিত হ'য়েছিলেন, এখন তাঁর মন হ'তে সকল সংশয় দূর হ'য়েছে । তিনি অধিক কথা না ক'য়েই আমায় গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন, আর বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ ক'ন্তে তখনই আদেশ ক'ল্লেন । রাজমহিষি ! আর একটা সুসংবাদ কি শুনেছেন ? দেবী চতুভূজাকে প্রসন্ন করবার জন্তে একটা মহা যজ্ঞের আয়োজন হ'চ্ছে, শত-সহস্র ছাগ আজ্ নাকি তাঁর নিকট বলিদান হবে । যজ্ঞানুষ্ঠানের পরেই আমাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন হবে, তার পরেই আমরা সকলে যুদ্ধ-যাত্রা ক'র্ব্ব ।

রাজ-ম । যুদ্ধে যেন জয়ী হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ । বাছা ! তোমাকে আমি পর ব'লে ভাবিনে, তোমাকে ছেলেব্যালা থেকেই আমি দেখছি, তুমি তখন সর্ব্বদাই আমাদের প্রাণদে আস'তে,—মহারাজ তোমাকে আমার নিকট অন্তঃপুরে পাঠিয়েদিতেন,—সরোজিনীর সঙ্গে তুমি কত খেলা কন্তে, কতকি গল্প কন্তে—মনে পড়ে বাছা ? তখনই আমি মনে কন্তেম যে, আহা ! যদি এই ছুটি ছেলে মেয়ের বিবাহ হয়, তা হ'লে বেশ হয় ; তা বাছা ! বিধাতা এখন আমার সেই সাধ এত দিনের পর পূর্ণ ক'ল্লেন । বাছা, তুমি এখানে একটু থাক, আমি সরোজিনীকে ডেকে নিয়ে আসি ।

বিজয় । যে আজ্ঞা ।

রাজ-ম। (স্বগত) দুই জনকে একত্র দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। আমি তো বিবাহে উপস্থিত থাকতে পাব না, এই বেলা আমার মনের সাধ মিটিয়ে নিই।

(রাজমহিষীর প্রস্থান।)

(সরোজিনী ও রোষেনারার প্রবেশ।)

বিজয়সিংহ। (স্বগত) এই যে রাজকুমারী আপনা-হতেই এসেছেন,—(প্রকাশ্যে) রাজকুমারী! এখন তো সকল সন্দেহ দূর হয়েছে? আমার নামে কেন যে এরূপ জনরব উঠেছিল, তা বলতে পারিনে। আশ্চর্য্য! মহারাজ, রাজমহিষী, সকলেই এই জনরবে বিশ্বাস করেছিলেন।

সরোজিনী। (স্বগত) আহা! রোষেনারার জন্তে আমার বড় দুঃখ হয়; ওর ভাব দেখে বোধ হয়, যেন ওর দাঁসদ্ব অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

বিজয়সিংহ। রাজকুমারী! চূপ্ ক'রে রইলে যে—এখনও কি সন্দেহ যায় নি?

সরোজিনী। না রাজকুমার! আর আমার কোন সন্দেহ নেই, এখন কেবল আমার একটা প্রার্থনা—

বিজয়। প্রার্থনা?—কি প্রার্থনা বল। বিজয়সিংহের নিকট এমন কি বস্তু থাকতে পারে, যা রাজকুমারী সরোজিনীকে অদেয়?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমার প্রার্থনাটি অতি সামান্য—এই

যুবতী যখন-কথাকে আপনিই বন্দী ক'রে আনেন—অনেক দিন পর্যন্ত উনি আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখতে পাননি,—ওঁর ভাব দেখে বোধ হয়, সেই জন্তই উনি অত্যন্ত মন-কষ্টে আছেন। আর আমিও একটু পূর্বে কোন বিষয়ে মিথ্যা সন্দেহ ক'রে ওঁকে যার পর নাই তিরস্কার করেছি—তাতেও উনি মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন। তা আর যেন উনি ছুঃখ না পান, এই আমার প্রার্থনা। রাজকুমার ! ইনি আপনারই বন্দী, আপনার অনুমতি হ'লেই এখন দাসত্ব-শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হ'তে পারেন।

রোযেনারা। (স্বগত) এশৃঙ্খল মোচন ক'লে কি হবে ? যে শৃঙ্খলে আমার হৃদয় বাঁধা,—সরোজিনী ! তোর সাধ্য নেই যে, তা হ'তে তুই আমায় মুক্ত করিস্।

বিজয়। (রোযেনারার প্রতি) ভদ্রে ! তুমি কি এখানে কষ্ট পাচ্ছ ?

রোযেনারা। রাজকুমার ! আমার শারীরিক কোন কষ্ট নেই,—আমার কষ্ট মনের ; আপনি আমাকে বন্দি করেছেন,—আপনিই আমার সকল ছুঃখের মূল। (গদগদস্বরে) রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেলে, আর যেন আপনাকে আমায় না দেখতে হয় ; আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

বিজয়। ভদ্রে ! নিশ্চিন্ত হও, শত্রুর মুখ তোমাকে আর বেশি দিন দেখতে হবে না। তোমার ছুঃখের দিন শীঘ্রই অবসান হবে—তুমি আমাদের সঙ্গে চল,—যখন আমাদের বিবাহ হ'বে, সেই শুভ-

ক্ষণেই আমি তোমার দাসত্ব মোচন ক'রে দেব । (সরোজিনীর প্রতি)
রাজকুমারি ! এ অতি সামান্য কথা—এর জন্ত তুমি এত ভাবিত
হয়েছিলে ?

রোষেনারা । (স্বগত) হা ! আমার দুঃখ কেউই বুঝলে না ।
বুঝবেই বা কি ক'রে ? যার সঙ্গে আমার শত্রু সম্বন্ধ, তার জন্তে
আমার মন কেন যে এরূপ হ'ল, তা আমি নিজেই বুঝিনে—তো
অন্তে কি বুঝবে ? সরোজিনি ! আমি এখান থেকে গেলেই বুঝি
তুই বাঁচিস্ ? না হ'লে আমার দাসত্ব মোচন করবার জন্যে তোর
এত মাথা-ব্যথা কেন ? আর, আমি দাসত্ব-দুঃখ ভোগ করছি, এই
মনে ক'রে যদি বাস্তবিকই আমার জন্যে বিজয়সিংহের দুঃখ হ'ত, তা
হ'লেও আমি খুশি হ'তেন,—কিন্তু তা তো নয়—সরোজিনীর মন
রাখবার জন্যেই উনি আমার দাসত্ব মোচন ক'তে চাচ্ছেন । হা !
আমার আশা ভরসা আর কিছুই নেই ।

(রাজমহিষীর প্রবেশ ।)

রাজমহিষী । (সরোজিনীর প্রতি) এই যে, এই খানেই এসেছ
দেখছি—আমি এতক্ষণ বাছা তোমাকে খুঁজছিলাম ।

(ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রামদাসের প্রবেশ ।)

রাম । মহারানি ! মহারাজ যজ্ঞবেদির সন্মুখে রাজকুমারীকে
প্রতীক্ষা কচ্ছেন, আর, তাঁকে সেখানে শীঘ্র নিয়ে যাবার জন্য আমাকে
এখানে পাঠিয়ে দিলেন—(অধোমুখে) কিন্তু—কিন্তু যেন—

রাজমহিষী । কিন্তু আবার কি রামদাস ? এখনি তুমি বাছাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও না ।

রামদাস । না, তা নয়,—বলি—রাজমহিষি ! দেখানে যদি রাজকুমারীকে এখন না পাঠান হয় তো—ভাল হয় ।

রাজমহিষী । সে কি রামদাস ?—মহারাজ ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন, একটু পরেই বিবাহ হবে,—আর আমি ওকে এখন পাঠাব না ? এ তোমার কি রকম কথা ?

রাম । রাজমহিষি ! আমি আপনাকে বলছি, রাজকুমারীকে দেখানে কখনই যেতে দেবেন না । (বিজয়সিংহের প্রতি) আপনিও দেখবেন, যেন রাজকুমারীকে দেখানে পাঠান না হয় । আপনি বই আর কেউ নেই যে ওঁকে রক্ষা করে ।

বিজয় । কি !—রক্ষা ?—রক্ষা আবার কি ? কার অত্যাচার হ'তে রক্ষা ক'তে হবে ?

রাজমহিষী । এ কি কথা রামদাস ? তোর কথা শুনে আমার গা কাঁপচে,—বল রামদাস ! পঠ ক'রে বল ।

রামদাস । রাজকুমার ! ষাঁর অত্যাচার হ'তে রক্ষা ক'তে হবে, তাঁর নাম ক'তেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'ছে—আমি যতক্ষণ পেরেছি, তাঁর গোপনীয় কথা প্রকাশ করি নি—কিন্তু এখন অসি, রজ্জু, অগ্নি-কুণ্ড, হাড়কাঠ, সকলি প্রস্তুত দেখে, আর আমি প্রকাশ না ক'রে থাকতে পাচ্ছি নে ।—

বিজয় । যেই হোক না, শীঘ্র তাঁর নাম কর, রামদাস, তাতে

কিছুমাত্র ভয় ক'র না। আজ যজ্ঞে শতসহস্র ছাগ বলিদান হবে ব'লেই তো হাড়কাট প্রভৃতি প্রস্তুত হ'য়েছে, তাতে তোমার ভয়ের কারণ কি ?

রামদাস । কি ব'লেন ?—শত সহস্র ছাগ বলিদান ?—সে যাই হোক, রাজকুমার ! আপনি রাজকুমারীর ভাবী পতি ; আর রাজ-মহিষী তাঁর জননী ; আমি আপনাদের দুজনকেই এই কথা ব'লে যাচ্ছি—সাবধান ! রাজকুমারীকে মহারাজের কাছে কখনই যেতে দেবেন না ।

রাজমহিষী । ও কি কথা রামদাস ? মহারাজকে আবার ভয় কি ?

বিজয় । রামদাস ! সমস্ত কথা আমাদের কাছে খুলে বল, বলতে কিছুমাত্র ভয় ক'র না ।

রামদাস । কি আর ব'লব ?—আর কত স্পষ্ট ক'রে ব'লব ?—আজ তো শতসহস্র ছাগ বলিদান হবে না—আজ—মহারাজ—রাজকুমারীকেই—

বিজয় । কি ! মহারাজ রাজকুমারীকেই ?—

সরোজিনী । কি ! আমার পিতা ?——

রাজমহিষী । কি ব'লে ?—মহারাজ তাঁর আপনার কন্যাকে ?—আমার সরোজিনীকে—আমার হৃদয়-রক্তকে—আমার—ওঃ—মা——
(মুচ্ছিত হইয়া পতন)

সরোজিনী । এ কি হ'ল ?—এ কি হ'ল ?—মায়ের আমার কি

হ'ল ?—মা ! এ কি হ'ল মা ?—ওঠ মা !—একি হ'ল ?—রামদাসের কথা সব মিথ্যে, পিতা আমার মারবেন কেন মা ? আমি তো কোন দোষ করিনি—ওঠ মা ! আমি তোমায় ব'ল্ছি রামদাসের কথা কখনই সত্যি না। (বিজয়ের প্রতি) রাজকুমার ! কি হবে ? এখনি পিতাকে খবর দিন,—আমার বড় ভয় হচ্ছে। (ব্যজন)

বিজয়। রাজকুমারি ! ভয় নাই, এখনি চেতন হবে। রোষে-নারা ! ভূমিও ঐ দিক্ থেকে বাতাস দাও তো—(স্বগত) একি বিভ্রাট !——

রোষেনারা। (ব্যজন করিতে করিতে স্বগত) আ ! আমার কি সৌভাগ্য ! বিজয়সিংহ আমাকে আজ্ নাম ধ'রে ডেকেছেন, ভাগ্যি এই বিপদ হ'য়েছিল। প্রণয় ! তুই আমার হৃদয়ে কি ভয়ানক বিষ ঢেলে দিয়েচিস্ ; যখন আর সকলেই এই বিপদে কাঁদচে, তখন কি না আমিই মনে মনে হাস্চি—জানিনে সরোজিনীর ছুঁখে কেন আমি এত স্নখী হই !

বিজয়। রামদাস ! ভূমি কেন বল দিকি একটা মিথ্যা কথা ব'লে এই বিভ্রাট উপস্থিত ক'লে ? এ কি কখন সম্ভব ? একথা কি বিশ্বাস যোগ্য ?

রামদাস। রাজকুমার, আমি জান্তেম যে, এই ভয়ানক সংবাদ দিলেই একটা বিভ্রাট উপস্থিত হবে—কিন্তু কি করি ?—এ কথা না বল্লেও দেখ্লেম রাজকুমারীর রক্ষার উপায় হয় না—তাই আমি ব'ল্লেম—রাজকুমার ! আমি মিথ্যা কথা বলি নি, আমি ভগবানকে

শতসহস্র ধন্যবাদ দিতেম যদি এ বিষয়ে একটু সন্দেহও থাকতো ।
ভৈরবাচার্য্য বলেচেন যে, চতুর্ভুজা দেবী আর কোন বলি গ্রহণ কর-
বেন না ।

বিজয় । (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য কথা, আর কোন বলি তিনি
গ্রহণ ক'রবেন না ? (প্রকাশ্যে) এই যে—এইবার রাজমহিষীর চেতন
হ'য়েছে ।

সরোজিনী । (স্বগত) আ !—আমি এখন বাঁচলেম ।

রাজমহিষী । (চেতন পাইয়া) কৈ ?—আমার সরোজিনী কৈ ?—
তাকে তো নিয়ে যানি ?

সরোজিনী । এই যে মা ! আমি এই খানেই আছি ।

রাজমহিষী । রামদাস ! ঠিক ক'রে বল্—তুই যা বলি তা কি
সত্য ? মহারাজ কি সত্য সত্যই এইরূপ আদেশ ক'রেছেন ?

রামদাস । রাজমহিষি ! আমি একটুও মিথ্যা কথা বলিনি, কিন্তু
এতে অধীর না হ'য়ে যাতে এখন রাজকুমারীকে রক্ষা ক'ন্তে পারেন,
তারই উপায় দেখুন, আর সময় নেই ।

রাজমহিষী । (স্বগত) রামদাস তো মিথ্যা বলবার লোক নয়,
এখন তবে বাছাকে বাঁচাবার উপায় কি করি ?—একলা বিজয়সিংহ
কি রক্ষা ক'ন্তে পারবেন ?

বিজয় । (স্বগত) কোথেকে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপ্চে । আমাকে এই-
রূপ প্রতারণা ? পিতা হ'য়ে কন্তার প্রতি এইরূপ ব্যবহার ? কোথায়
শুভ বিবাহ—না কোথায় এই দারুণ হত্যা ?—তিনি রাজাই হ'ন,

আর যেই হ'ন,—টাকে এর সমুচিত প্রতিশোধ না দিয়ে কখনই ক্ষান্ত হব না ।

সরোজিনী । (স্বগত) পিতা আমাকে এত ভাল বাসেন, তিনি কি এরূপ ক'রবেন ?

রাজমহিষী । রামদাস ! মহারাজ কি স্বয়ং এরূপ আদেশ ক'রেছেন ?

রামদাস । রাজমহিষি ! তিনি না আদেশ ক'লে কি কোন কাজ হ'তে পারে ?

রাজমহিষী । তাঁর সৈন্য সেনাপতিরাও কি এতে মত দিয়েছে ?

রামদাস । রাজমহিষি ! ছুঃখের কথা বল'ব কি, তারা সকলেই এর জন্ত উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে ।

রাজমহিষী । (স্বগত) মহারাজ যে আমাকে মন্দিরে উপস্থিত থাক্তে নিষেধ ক'রেছিলেন, তার অর্থ আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি । ওঃ !—তিনি যে এমন পাষণ্ড, আমি তো তা স্বপ্নেও জানতাম না ! এখন কি ক'রে বাছাকে রক্ষা করি ? যে তার প্রকৃত রক্ষক,—যে তার পিতা, সেই যখন তার হস্তারক, তখন আর কে রক্ষা করবে ? এখন তার আর কে আছে,—এখন আর সে কার মুখের পানে চাবে ? আমি জীলোক,—আমার সাধ্য কি ? (প্রকাণ্ডে) রামদাস ! সৈন্যদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে, এই বিপদে রক্ষা করে ?

রামদাস । না রাজমহিষি ! সেরূপ কেউই নেই ।

রাজমহিষী । (দুই জন রক্ষক আসিতেছে দেখিয়া) ঐ আবার

বুঝি মহারাজ লোক পাঠিয়েছেন। এইবার বোধ হয়, বাছাকে জোর ক'রে নিয়ে যাবে। (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা শীঘ্র এই দিকে আয়। (সরোজিনীকে লইয়া বিজয়সিংহের পার্শ্বে সদর গমন) এইখানে দাঁড়া, এমন নিরাপদ স্থান আর কোথাও পাবি নে। (বিজয়সিংহের প্রতি) বাছা! এই অসহায় অনাথ বালিকাকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'ল্লেম। এর আর কেউ নেই—পিতা থাকতেও এ পিতৃহীন,—সহায় থাকতেও অসহায়—এখন তুমিই বাছা এর একমাত্র ভরসা—তুমিই এর স্নহৎ, সহায়, সর্বস্ব। তুমি না রক্ষা ক'লে আর উপায় নেই—ঐ আস্চে—বাছা! তুমি রক্ষা কর।

বিজয়। (অসি নিক্ষেপিত করিয়া) রাজমহিষি! আপনার কোন ভয় নেই। আমি থাকতে কারও সাধ্য নেই যে, রাজকুমারীকে এখান থেকে বল পূর্বক নিয়ে যায়। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

(দুই জন রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। মহারাণীর জয় হোক! মন্দিরে রাজকুমারীকে পাঠাতে কেন এত বিলম্ব হ'চ্ছে তাই জান্‌বার জন্তে মহারাজ আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

রাজমহিষী। (স্বগত) তাঁর কি একটু বিলম্বও সহ হ'চ্ছে না? কি ভয়ানক! তিনি কি আর সে মাহুয নেই? তাঁর হৃদয় হ'তে সেই কোমল দয়াদ্র্‌ ভাব কি একেবারেই চ'লে গেছে?—তিনি হঠাৎ কি কোন রক্ত-পিপাসু পিশাচের মুষ্টি ধারণ ক'রেছেন? আচ্ছা! এখনি

আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি—দেখি তাঁর কিরূপ ভাব হয়েছে—দেখি কেমন ক'রে তিনি আমার কাছে মুখ দ্যাখান! (প্রকাশ্যে বিজয়-সিংহের প্রতি) বাছা! আমার হৃদয়-রত্ন তোমার কাছে রইল—আমি একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসি। (রক্ষকদ্বয়ের প্রতি) চল্ আমি তোদের সঙ্গে যাচ্ছি—মন্দিরে পাঠাতে কেন এত বিলম্ব হচ্ছে, আমি নিজে গিয়েই তাঁকে ব'ল্‌চি।

(রক্ষকদ্বয়ের সহিত রাজমহিষীর প্রস্থান ।)

বিজয়। রাজকুমারি! আমি বেঁচে থাকতে কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়? যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাক্বে ততক্ষণ তোমার আর কোন ভয় নেই। রাজকুমারি! এখন শুধু তোমাকে রক্ষা কত্তে পাল্লেই যে আমি যথেষ্ট মনে ক'রব তা নয়—আরও, যে নরাদম্য আমাকে প্রতারণা ক'রেছে, তাকেও এর সমুচিত প্রতিফল না দিয়ে আমি কখনই নিরস্ত হব না। দেখ দিকি সে কি পাষণ্ড! বিবাহের নাম ক'রে আপনার গুঁরসজাত কন্যাকে কি না সে অনায়াসে অস্ত্রানবদনে বলিদান দেবে!—এ অপেক্ষা ভয়া নক হুঙ্কার আর কি হতে পারে? আবার তার উপর কি না আমাকে প্রতারণা? রাজকুমারি! আমার আর সহ্য হয় না, এই উলঙ্গ অসি-হস্তে এখনি আমি চ'ল্লেম, দেখি, তিনি কেমন—(গমনোদ্যম।)

সরোজিনী। (ভীত হইয়া) রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন—আমার কথা শুনুন—যাবেন না,—যাবেন না—একটু অপেক্ষা করুন।

বিজয়। কি! রাজকুমারি—তিনি আমার এই রূপ অবমাননা

করবেন আর আমি তাঁকে কিছু বলব না ? আমি তাঁর হয়ে কত যুদ্ধ করেছি, তাঁর আমি কত সাহায্য, কত উপকার করেছি, আমার এই সকল উপকারের প্রতিশোধ, আমার সকল পরিশ্রমের পুরস্কার কি অবশেষে এই হ'ল ?—আমি তাঁর নিকট পুরস্কার স্বরূপ তোমা বই আর কিছুই প্রত্যাশা করি নি—তা দূরে থাক, তিনি কি না স্বভাবের বন্ধন, বন্ধুতার বন্ধন সকলি ছিন্ন ক'রে শোণিত-পিপাসু ব্যাঘ্রের ছায়, পিশাচের ছায়, যার পর নাই গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন ? আর, তুমিই মনে করে দেখ দিকি, আমি যদি আর একদিন পরে আসতেম, তা হ'লে কি হত ? তা হ'লে তো আর তোমার সঙ্গে এই জন্মে দেখা হ'ত না ।

সরোজিনী । (ক্রন্দন) হাঁ রাজকুমার ! তা হ'লে আর আপনাকে এ জন্মে দেখতে পেতেম না ।

বিজয় । বিবাহ-স্থলে আমাকে দেখতে পাবে মনে ক'রে তুমি চারি দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে, কিন্তু কোথাও আমাকে দেখতে পেতে না । তুমি বিশ্বস্তচিত্তে আমার প্রতীক্ষা ক'রে, আর এমন সময় তোমার মস্তকের উপর যখন সেই ভীষণ খড়্গ উদ্ভূত হ'ত, তখন নিশ্চয় তুমি এই মনে ক'রে যে, নিষ্ঠুর বিজয়সিংহই আমাকে প্রতারণা ক'রেছে—সেই আমার হস্তারক । এখন আমি সকল রাজপুত-দিগের সম্মুখে সেই নরাধমকে একবার এই কথা জিজ্ঞাসা ক'রে চাই, সে কেন আমাকে এরূপ প্রতারণা ক'রে ? সেই রক্ত-পিপাসু পিশাচ জানুক যে, আমাকে প্রতারণা ক'লে কি ফল হয় ।

সরোজিনী। না রাজকুমার, তাঁকে ওরূপ ব'ল্বেন না। তিনি কখনই রক্ত-পিপাসু পিশাচ নন, তিনি আমার স্নেহময় পিতা।

বিজয়। কি রাজকুমারি! এখনও তুমি তাঁর স্নেহের কথা ব'ল্চ?—এখনও তাঁকে তোমার পিতা ব'ল্তে ইচ্ছা হয়? না—এখন আর তিনি তোমার স্নেহময় পিতা নন, এখন তিনি তোমার করাল কৃতান্ত।

সরোজিনী! না—রাজকুমার! এখনও তিনি আমার পিতা, সেই পিতাকে আমি ভাল বাসি, তাঁকে আমি দেবতার হার্য শ্রদ্ধা করি,—তিনিও আমাকে ভাল বাসেন, আমার উপরে তাঁর স্নেহ সমানই আছে। রাজকুমার! তাঁকে কিছু ব'ল্বেন না। তাঁকে কোন রূঢ় কথা ব'লে আমার হৃদয়ে যেন শত শেল বিদ্ধ হয়।

বিজয়। আর, আমি যে এত অবমানিত হলেম, তাতে তোমার হৃদয়ে কি একটা শেলও বিদ্ধ হ'ল না? এই কি তোমার অহুরাগের পরিচয়?

সরোজিনী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) রাজকুমার! আমাকে কেন এরূপ নির্ভর কথা ব'ল্চেন? অহুরাগের পরিচয় কি এখনও পান নি? এখনও কি তার পরিচয় দিতে হবে? হা!—আমার সম্মুখে আমার পিতার কত ছুঁয়া ক'ল্লেন, তাঁকে কত তিরস্কার ক'ল্লেন, কত ভৎসনা ক'ল্লেন,—অন্ত হলে যা আমি কখনই সহ্য ক'ত্তেম না,—কিন্তু কুমার বিজয়সিংহের মুখ থেকে বেরুচ্ছে ব'লে তাও আমি সহ্য ক'ল্লেম,—এতেও কি আমার অহুরাগের পরিচয় পান নি?

বিজয়। না—রাজকুমারি ! আমি সে কথা বল্চিনে,—তুমি কেঁদ না। আমার বলবার অভিপ্রায় এই—যে ব্যক্তি এরূপ নিষ্ঠুর কাজ ক'ন্ডে পারে, সে কি পিতা নামের যোগ্য ?—যে আমাকে এইরূপ প্রভারণা ক'লে, তাকে কি আর এক মুহূর্তের জন্তেও আমি ভক্তি ক'ন্ডে পারি ?

সরোজিনী। রাজকুমার ! এ কথা কতদূর সত্যি তা না জেনেই কি তাঁকে একেবারে দোষী করা উচিত ? একে তো নানা ভাবনা চিন্তায় তাঁর হৃদয় জর্জরিত হ'চ্ছে, তাতে আবার যদি তিনি জানতে পারেন যে, আপনি তাঁকে অকারণে ঘৃণা করেন, তা হ'লে কি আর তাঁর দুঃখ রাখবার স্থান থাকবে ? রাজকুমার ! আমি বল্চি, তিনি কখনই আপনাকে প্রভারণা করেন নি। বরং এ বিষয় তাঁকে দ্বিজ্ঞাসা করুন, লোকের কথায় হঠাৎ কখনই বিশ্বাস করবেন না।

বিজয়। কি আশ্চর্য্য !—রাজকুমারি ! রামদাসের কথাতেও কি তোমার বিশ্বাস হ'ল না ?

(রাজমহিষী ও তাঁহার সহচরী অমলার প্রবেশ ।)

মহিষী। সর্বনাশ হয়েছে !—সর্বনাশ হয়েছে !—রামদাসের কথা একটুও মিথ্যা নয় ; বিজয়সিংহ ! বাছা, তুমি এখন না বাঁচাক্ষে আর রক্ষে নেই। মহারাজ আমাকে কিছুতেই দেখা দিলেন না—মন্দিরের চার দিকে সব অঙ্গধারী রক্ষক রেখে দিয়েছেন, তারা আমার মন্দিরের মধ্যে যেতে দিলে না।

বিজয়। আচ্ছা, দেবি! আমিই মহারাজের সহিত এখনি সাক্ষাৎ
কচ্ছি—দেখি তারা আমাকে কেমন ক'রে আটকায়। (অসি খুলিয়া
গমনোদ্যত)

সরোজিনী। রাজকুমার! যাবেন না, যাবেন না—একটু অপেক্ষা
করুন।

বিজয়। (ফিরিয়া আসিয়া) রাজকুমারি! আমাকে নিবারণ
ক'র না—এরূপ অন্যায় অনুরোধ করা তোমার অন্তর্চিত।

মহিষী। বাছা, তুই বলিস্ কি? এখন কি অপেক্ষা করবার
আর সময় আছে? (বিজয়সিংহের প্রতি) না বাছা তুমি এখনি
যাও, ওর কথা শুনো না।

সরোজিনী। রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন—মা! আমার
কথা শোন. রাজকুমারকে সেখানে কখনই যেতে দিও না। পিতার
উপর ওঁর এখন অত্যন্ত রাগ হয়েছে, এখন সেখানে গেলেই একটা
বিপদ ঘটবে; আমার পিতা যেরূপ অভিমানী, তাতে তিনি কঠোর
কথা কখনই সহ্য ক'তে পারবেন না। (বিজয়সিংহের প্রতি) রাজ-
কুমার! আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, আমার সেখানে যেতে বিলম্ব
হ'লে আপনা হ'তেই তিনি এখানে আসবেন—এদে যখন দেখ-
বেন, মা কাঁদছেন, তখন কি তাঁর মনে একটুও দয়া হবে না?

বিজয়। কি রাজকুমারি! এখনও তুমি তাঁর দয়ার উপর বিশ্বাস
ক'রে আছ? (রাজমহিষীর প্রতি) দেবি! আপনি রাজকুমারীকে
জ্বরামর্শ দিন, নচেৎ আমাদের কারও মঙ্গল নাই। এখানে বাক্য

ব্যয় ক'রে সময় নষ্ট করা বুঝা, আমি চলেম ; এখন আর কথার সময় নেই, এখন কাজের সময় উপস্থিত ।

মহিষী । যাও বাছা তুমি এখনি যাও—ও ছেলে ঝালুয়ের কথায় কান দিও না ।

বিজয়সিংহ । দেবি ! আমি রাজকুমারীর জীবন রক্ষার সমস্ত উদ্যোগ করিগে, আপনি নিশ্চিত হ'ন—আপনার কোন ভয় নেই ; এ আপনি বেশ জানবেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ দেবতারাগে যদি রাজকুমারীর মৃত্যু ইচ্ছা ক'রে থাকেন, তাও ব্যর্থ হবে । আমি চলেম ।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান ।)

সরোজিনী । মা ! তুমি কেন রাজকুমারকে যেতে দিলে ?—
পিতাকে যদি তিনি কিছু বলেন, তা, হ'লে——

মহিষী । আর বাছা আর, (যাইতে যাইতে) সে পাষাণের কথা আর আমার কাছে বলিস্ নে ।

সরোজিনী । কি—মা !—তুমিও তাঁকে পাষাণ ব'ল্চ ?——

(সকলের প্রস্থান ।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ।



চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

শিবির-সম্মিহিত উদ্যান ।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ ।

মোনিয়া । সখি ! তুমি যে তখন বলছিলে যে, সরোজিনীর শীঘ্রই একটা বিপদ হবে, তা দেখছি সত্যি ঘটল । আর এক ঘণ্টার মধ্যেই শুনছি তার বলিদান হবে ।

রোষেনারা । তুমি কি ভাই মনে ক'চ্ছ, তার মৃত্যু ঘটবে ? বলিদানের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু সখি ! এখনও বিশ্বাস নেই । যখন রাজমহিষী বৎস-হারা গাভীর মত বিহ্বলা হয়ে চীৎকার ক'তে থাকবেন, যখন সরোজিনী আর্দ্রস্বরে কাঁদতে থাকবে,—যখন বিজয়সিংহ ক্রোধে গর্জ্জন ক'তে থাকবেন, তখন কি ভাই, লক্ষ্মণ-সিংহের মন বিচলিত হবে না ? না সখি ! বিধাতা সরোজিনীর কপালে মৃত্যু লেখেন নি—সে আশা বুখা । আমার কেবল যন্ত্রণাই সার—আর কারও অদৃষ্ট মন্দ নয়—কেবল বিধাতা আমাকেই হত-ভাগিনী করেছেন ।

মোনিয়া । আচ্ছা ভাই,—সরোজিনী ম'লে তোমার লাভ কি ?—তা হ'লে কি বিজয়সিংহের ভালবাসা পাবে মনে ক'চ্চ ?

রোষেনারা । আর আমি এখন কারও ভালবাসা চাইনে—যাকে আমি হৃদয় মন সকলি দিয়েছিলেম, সে আমার পানে একবার ফিরেও চাইলে না । সখি ! আর নয়—আমার ঘুমের ঘোর এখন ভেঙ্গেছে । কিন্তু ভাই বলে সরোজিনীর স্বখ কখনই আমার সহ্য হবে না । আমি তো তোমায় পূর্বেই ব'লেছিলেম যে, হয় সে মরবে—নয় আমি ম'রব,—এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে । সৈন্যদের মধ্যে যারা এখনও দৈববাণীর কথা শোনে নি, তাদের এখনি ব'লে দিই গে । এ কথা শুনলে, তারা সরোজিনীর রক্তের জন্তে নিশ্চয়ই উদ্ভত হয়ে উঠবে । আমাকে এখানে তো কেউ জানে না, আমার বেশ দেখলেও মুসলমানি ব'লে কেউ বুঝতে পারবে না ।

মোনিয়া । তা ক'রে ভাই কি দরকার ?

রোষেনারা । মোনিয়া ! তুমি বোঝনা,—এতে আমাদের দেশেরও ভাল হবে । রাজপুত সৈন্তেরা আর মহারাজ যদি বলিদানের পক্ষে হন, আর তাতে যদি বিজয়সিংহের মত না থাকে, তা হ'লে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব একটা ঝগড়া বেধে উঠবে,—কোথায় ওরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে,—না হ'লে ওরা আপনা আপনাই কাটাকাটি ক'রে মরবে । হিন্দুরা যে আমাদের এখানে বন্দী করে এনেছে, তখন তার বিলক্ষণ প্রতিশোধ হবে, আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে, অবিশ্বাসী হিন্দুদের নিশ্চয়ই পতন হবে । সখি ! এ

কথা মনে ক'লে কি তোমার আহ্লাদ হয় না ? এ বলিদানে আমারও মঙ্গল, আমাদের দেশেরও মঙ্গল ।

(নেপথ্যে——পদশব্দ)—

মোনিয়া । সখি ! কার পায়ের শব্দ শুন্তে পাচ্ছি । বোধ করি, কে আস্চে—এই যে রাজমহিষী এই দিকে আস্চেন । এখানে আর না,—এস ভাই, আমরা ঐ বাঘিনীর সমুখ থেকে পালাই ।

রোষেনারা । হ্যাঁ, চল এখান থেকে যাওয়া যাক্ ।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রস্থান ।)

(রাজমহিষী ও অমলার প্রবেশ ।)

রাজ-ম । আমি তাঁরই অপেক্ষায় এখানে আছি,—দেখি তিনি কত ক্ষণে আসেন । এখনি তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা ক'তে আসবেন যে, সরোজিনীকে এখনও কেন মন্দিরের মধ্যে পাঠান হয় নি ? তিনি মনে ক'চ্চেন, তাঁর মনের ভাব এখনও আমার কাছে গোপন ক'রে রাখতে পারবেন !—এই যে তিনি আস্চেন—আমি যে ওঁর অভিসন্ধি জানতে পেরেছি, এ কথা প্রথম প্রকাশ ক'র্ব না,—দেখি উনি আপনার মনের ভাব কতক্ষণ গোপন ক'রে রাখতে পারেন ।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ ।)

লক্ষ্মণ । মহিষি ! এখানে কি ক'চ্ছ ? সরোজিনী কোথায় ? তাকে যে বড় এখানে দেখতে পাচ্চিনে ? আমি যে তাকে মন্দিরে

পাঠিয়ে দেবার জন্ত বার বার লোক পাঠালেম, তা কি তোমার গ্রাহ হ'ল না?—আমার আদেশের অবহেলা? তুমি কি এই মনে ক'রেছ,—তুমি সঙ্গে না গেলে তাকে একাকী কখন সেখানে পাঠিয়ে দেবে না?—চুপ্ ক'রে রইলে যে?—উত্তর দাও ।

মহিষী ।—সরোজিনী যাবার জন্যে তো প্রস্তুতই রয়েছে—একান্তই যদি যেতে হয় তো এখনই যাবে—তার জন্ত চিন্তা কি? কিন্তু মহারাজ, আপনার কি আর তিলান্না বিলম্বও সহ্য হচ্ছে না?

লক্ষণ । বিলম্ব কিসের?—

মহিষী । বলি, আপনার উদ্যোগ ও যত্নে সকলই কি এর মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে?

লক্ষণ । দেবি! ভৈরবাচার্য্য প্রস্তুত হয়েছেন—বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে—আমার যা কর্তব্য তা আমি সকলি করেছি। যজ্ঞেরও সমস্ত আয়োজন—

মহিষী । যজ্ঞে যে বলিদান হবার কথা ছিল, তাও কি সব ঠিক হ'য়েছে?

লক্ষণ । কি!—বলিদান?—ও কথা যে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ?—বলিদান হবে তোমায় কে বলে?—ও!—বলিদানের কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ?—হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ শত সহস্র ছাগবলি হবে বটে।

মহিষী । শুধু কি ছাগবলিতেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন?

লক্ষণ । সে কি?—ও কি কথা বল'চ্ছ?—আবার কিসের বলিদান?

মহিষী । তবে সরোজিনীকে এত শীঘ্র নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি ?

লক্ষণ । অঁ্যা ? সরোজিনী ?—তার বলিদান ?—তোমায় কে বলে ?

মহিষী । আমি জিজ্ঞাসা করছি, তাকে এত শীঘ্র নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি ?

লক্ষণ । অঁ্যা ?—নিয়ে যাবার প্রয়োজন—প্রয়োজন কি—তাই জিজ্ঞাসা করছি ?—ও !—তা—তা—

(সরোজিনীর প্রবেশ ।)

মহিষী । এস বাছা এস—তোমার জেহেই মহারাজ প্রতীক্ষা করছেন । তোমার পিতাকে প্রণাম কর—এমন পিতা তো আর কারও হবে না ।

লক্ষণ । এ সব কি ?—এ কিরূপ কথা ? (সরোজিনীর প্রতি)
বৎসে ! তুমি কাঁদচ কেন ?—একি ! হুজনেই কাঁদতে আরম্ভ করলে
যে ?—হয়েছে কি বল না,—মহিষী !

মহিষী । কি আশ্চর্য্য ! এখনও আপনি গোপন ক'ত্তে চেষ্টা
করছেন ?

লক্ষণ । (স্বগত) রামদাস !—হতভাগা রামদাস ! তুই দেখছি
সব প্রকাশ ক'রে দিয়েছিস—তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস ।

মহিষী । চুপ ক'রে রইলেন যে ?

লক্ষণ । হা ! (দীঘ নিঃশ্বাস)

সরোজিনী । পিতঃ ! আপনি ব্যাকুল হবেন না, আপনি যা আদেশ করবেন, তাই আমি এখনি পালন করব । আপনা হতেই আমি এ জীবন পেয়েছি, আদেশ করুন, এখনি তা আপনার চরণে উৎসর্গ করি ; আপনার ধন, আপনি যখন ইচ্ছে ফিরিয়ে নিতে পারেন,—আমার তাতে কিছুমাত্র অধিকার নেই । পিতঃ ! আপনি একটুও চিন্তা করবেন না, আপনার আদেশ পালনে আমি তিলান্বিলম্ব করব না—আমার শরীরের যে রক্ত, তা আপনারই—এখনি তা ফিরিয়ে নিন ।

লক্ষণ । (স্বগত) ওঃ ! এর প্রত্যেক কথা যেন স্ত্রীক্ষু বাণের ছায় আমার হৃদয় ভেদ কচ্ছে ।—আর সহ্য হয় না । না,—দেবী চতুর্ভূজার কথা আমি কখনই শুনব না—ভৈরবাচার্য্য, রণধীর—কারও কথা শুনব না—এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে ।

ওঃ !—

সরোজিনী । পিতঃ ! আমার যে সকল মনের সাধ ছিল, যে সকল স্ত্রের আশা ছিল, তা এ জীবনে আর পূর্ণ হল না সত্যি, কিন্তু তার জন্তে আমি তত ভাবিনে, আমার অবর্তমানে আমার মা যে কত শোক পাবেন, মাকে যে আর আমি জন্মের মত দেখতে পাব না, এই মনে করেই আমার——(ক্রন্দন)

মহিষী । (সরোজিনীর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক) বাছা ! ও কথা আর বলিস্নে, আমার আর সহ্য হয় না ; বাছা তুই আমাকে ছেড়ে কথ-

নই যেতে পারবি নে, তোর পাষণ্ড পিতার সাধ্য নেই যে সে আমার কাছ থেকে তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় ।

লক্ষ্মণ । ওঃ !—

সরোজিনী । পিতঃ ! আমি জান্তেম না যে বিধাতা এর মধ্যেই আমার জীবন শেষ করবেন; যে অসি যবনদের জন্তে শাণিত হ'চ্ছিল, আমার উপরেই যে তার প্রথম পরীক্ষা হবে, তা আমি স্বপ্নেও জান্তেম না । পিতঃ ! আমি মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বল্চি নে—আমি ভীকৃত প্রকাশ ক'রে কখনই বাপ্পারাওর বংশে কলঙ্ক দেব না ; আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ যদি আপনার কাজে—আমার দেশের কাজে আসে, তা হলে আমি কৃতার্থ হব । কিন্তু পিতঃ ! (সরোদনে) যদি না জেনে শুনে আপনার নিকট কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হ'য়ে থাকি, আর সেই জন্তেই যদি আমার এই দণ্ড হয়, তা হ'লে মার্জনা চাই—

মহিষী । বাছা ! তোকে আমি কখনই ছাড়ব না—আমার প্রাণবধ না ক'রে তোকে কখনই আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না ।

লক্ষ্মণ । (স্বগত) ওঃ কি বিষম সঙ্কট ! এক দিকে স্নেহমমতা, আর এক দিকে কর্তব্য কৰ্ম্ম ! এতদূর অগ্রসর হয়ে এখন কি ক'রে নিরস্ত হই ? আর তা হ'লে রণধীরের কাছেই বা কি ক'রে মুখ দেখাব ? সৈন্তগণই বা কি বলবে ? রাজদ্রুই বা কি ক'রে রক্ষা ক'রবে ?

সরোজিনী । পিতঃ ! আমি কি কোন অপরাধ ক'রেছি ?

লক্ষ্মণ । হা—বৎসে !—তোমার কোন অপরাধ নেই । আমিই বোধ হয় পূর্বজন্মে কোন গুরুতর পাপ ক'রেছিলেম, তাই দেবী চতুর্ভুজা আমাকে এই কঠোর শাস্তি দিচ্ছেন । নচেৎ কেন তিনি এইরূপ বলি প্রার্থনা ক'রবেন ? বৎসে ! তিনি দৈববাণী ক'রেছেন যে তোমাকে তাঁর চরণে উৎসর্গ না ক'লে চিতোরপুরী কখনই রক্ষা হবে না । তোমার জীবন রক্ষার জন্ত আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না । এর জন্ত, আমার প্রধান সেনাপতি রণধীরসিংহের সঙ্গে কত বিরোধ করেছি । প্রথমে আমি কিছুতেই সম্মত হই নি ; এমন কি, আমার পূর্ব আদেশের অগ্ৰথা ক'রেও, সেনাপতিদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে, যাতে তোমাদের এখানে আসা না ঘটে এই জন্ত রামদাসকে পাঠিয়েছিলাম । কিন্তু দৈবের নিবন্ধন কে খণ্ডন ক'তে পারে ? রামদাসের সঙ্গে তোমাদের দেখা হ'ল না—তোমরাও এসে উপস্থিত হলে । বৎসে ! দৈবের সঙ্গে বিরোধ ক'রে কে জয়লাভ ক'তে পারে ? তোমার হতভাগ্য পিতা তোমাকে বাঁচাবার জন্ত এত চেষ্টা ক'লে কিন্তু দৈববলে তা সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেল । এখন যদি আমি দৈববাণী অবহেলা করি, তা হলে কি আর রক্ষা আছে ? রণোন্মত্ত, যবনঘেবী, রাজপুত-সেনাপতিগণ আমাকে এখনি—

মহিষী । মহারাজ ! আপনি পিতা হয়ে এইরূপ কথা ব'লতে পাল্লেন ?—আপনার হৃদয় কি একেবারেই পাষণ্ড হ'য়ে গেছে ?—আপনার কি দয়া মায়া কিছুই নেই ? ওঃ !—

মরোজিনী । পিতঃ ! আপনার অনিষ্ট প্রাণ থাক্তে কখনই আমি দেখতে পারব না—আমার জীবন রক্ষা ক'রে যে আপনাকে আমি বিপদগ্রস্ত করব, তা আপনি কখনই মনে ক'রবেন না ; (মহিষীর প্রাতি) মা ! তুমি পিতাকে তিরস্কার ক'র না—ওঁর দোষ কি ? যখন দেবী চতুর্ভূজা এইরূপ আদেশ ক'রেছেন, তখন আর উনি—

মহিষী । বাছা ! তুইও ঐ কথায় মত দিচ্চিস্ ? দেবী চতুর্ভূজা কি এরূপ আদেশ ক'রেছেন ?—কখনই না । ওঁর সেনাপতিরাই ওঁকে এই পরামর্শ দিয়েছে,—আর পাছে ওঁর রাজ্য তারা কেড়ে শ্যায়, এই ভয়েই উনি এখন কাঁপছেন ।

লক্ষণ । দেখ বৎসে ! কোন্ বংশে তোমার জন্ম, এই সময়ে তার পরিচয় দেও ; যে দেবতারা নির্দয় হয়ে তোমার মৃত্যু আদেশ করেছেন, অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে তাঁদের লজ্জা দেও ; যে রাজপুতগণ তোমার বলিদানের জন্ত এত ব্যগ্র হয়েছে, তারাও জানুক যে বাপ্পারাওর বীর-রক্ত তোমার শিরে শিরে বহমান আছে ।

মহিষী । মহারাজ ! আপনি এই নির্ধুর আচরণে সেই পরম পূজনীয় বাপ্পারাও-বংশের উপযুক্ত পরিচয়ই দিচ্ছেন বটে ! ছহিতা-ঘাতী পাষাণ ! তোমার আর কিছুই বাকি নেই—তোমার আর কিছুই অসাধ্য নেই,—এখন কেবল আমাকে বধ ক'লেই তোমার সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয় । নৃশংস ! নির্ধুর । এই কি তোমার শুভ যজ্ঞের

অনুষ্ঠান ? এই কি সেই বিবাহের উদ্যোগ ?—কি ! যখন তুমি আমার বাঁচাকে যমের হাতে সমর্পণ করবে মনে ক'রে, মিথ্যা বিবাহের কথা আমায় লিখেছিলে, তখন কি তোমার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নি ? লেখনী কি একটুও কাঁপেনি ? কেমন ক'রে তুমি আমায় এইরূপ মিথ্যা কথা লিখতে পারলে ?—আশ্চর্য্য !—এখন আর আমি তোমার কথায় ভুলি নে। এইমাত্র তুমি না ব'লে যে, ওকে বাঁচাবার জন্যে অনেক চেষ্টা ক'রেছ, অনেকের সহিত বিবাদ ক'রেছ ?—বিবাদ তো কেমন ? বিবাদ ক'রে, যুদ্ধ ক'রে নাকি রক্তধারায় পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিয়েছ !—মৃতশরীরে নাকি রণস্থল একেবারে আচ্ছাদিত হ'য়ে গেছে ! আবার কি না বলছিলে, যদি তুমি দৈববাণী অবহেলা কর, তা হ'লে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অবসর পেয়ে তোমার সিংহাসন কেড়ে নেবে—ধিক্ তোমায় ! ও কথা বলতে কি তোমার একটুও লজ্জা হ'ল না ? তোমার কন্যার জীবন অপেক্ষা তোমার রাজত্ব বড় হল ? কি আশ্চর্য্য ! পিতা যে আপনার নির্দোষী কন্যাকে বধ করে, এ তো আমি কখনই শুনি নি ; তুমি কোন্ প্রাণে যে এ কাজ করবে, তাতো আমি একবারও মনেও আনতে পারি নে।—ধিক্ ! ধিক্ ! তোমার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়েছি। কি ! তোমার চোখের সামনে তোমার নির্দোষী কন্যার বলিদান হবে—আর তুমি কিনা তাই অগ্নান-বদনে দেখবে ? তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হবে না ? আর, আমি কোথায় তার বিবাহ দিতে এসেছিলেম, না

এখন কিনা তাকে বলি দিয়ে—আমায় সোণার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফিরে যাব ? না মহারাজ ! সরোজিনীকে আমি তার পিতার হাতেই সমর্পণ করেছিলাম—যমের হাতে দিই নি । যদি তাকে বলি দিতে চান, তবে আগে আমায় বলি দিন । আপনি আমাকে হাজার ভয় দেখান, হাজার যন্ত্রণা দিন, আমি কখনই বাছাকে ছেড়ে দেব না ; আমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে না ফেলে কখনই ওকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবেন না ।

লক্ষণ । দেখ মহিষি ! আমাকে তিরস্কার করা বুঝা । বিধাতার নিবন্ধন খণ্ডন করে এমন কারও সাধ্য নাই । ঘটনা-স্রোত এখন এতদূর প্রবল হয়ে উঠেছে, যে আর আমি তাতে বাধা দিতে পারি নে । বাধা দিলেও কোন ফল হবে না । এখনি হয় তো উন্নত সৈন্তেরা এসে বলপূর্ব্বক—

মহিষী । নিষ্ঠুর স্বামিন্ ! সরোজিনীর পাষণ্ড পিতা ! এস দেখি কেমন তুমি সিংহীর কাছ থেকে শাবককে কেড়ে নিয়ে যেতে পার ? তোমার একলার কৰ্ম্ম নয়, ডাক—তোমার উন্নত সৈন্তদের ডাক—তোমার দ্বিধিজয়ী সেনাপতিদের ডাক—দেখি তাদেরও কত দূর সাধ্য !—যদি তোমার জায় তাদের হৃদয় পাষণ্ড অপেক্ষা কঠিন না হয়, তা হলে শোক-বিহ্বলা জননীর ক্রন্দনে নিশ্চয় তাদেরও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হবে । (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা, তুই আমার সঙ্গে আয়—দেখি, কে আমার কাছ থেকে তোকে নিয়ে যায় !

সরোজিনী । মা ! পিতাকে কেন তিরস্কার করছ ? ওঁর কি দোষ ?

মহিষী । আয় বাছা আয়, উনি আর এখন তোর পিতা নন ।

(সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ পূর্বক রাজমহিষীর প্রস্থান ।)

লক্ষণ । ঐ সিংহীর তীব্র ভৎসনা ও হৃদয়-বিদারক আর্তনাদই আমি এতক্ষণ ভয় কচ্ছিলেম । আমি তো একেই উন্মত্ত-প্রায় হয়েছি, তাতে আবার মহিষীর গঞ্জনা ও সরোজিনীর অটল ভক্তি ;—ওঃ—আর গহ্য হয় না মাতঃ চতুর্ভুজে ! তুমি একরূপ নিষ্ঠুর কঠোর আদেশ প্রদান ক'রে এখনও কেন আমাতে পিতার কোমল হৃদয় রেখেছ ? আমা দ্বারা যদি তোমার আদেশ প্রতিপালিত হ'বায় ইচ্ছা থাকে তা হলে একরূপ হৃদয় আমার দেহ হ'তে এখনি উৎপাটিত, উন্মূলিত ক'রে ফ্যাল ।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ ।)

বিজয় । মহারাজ ! আজ একটা অদ্ভুত জনশ্রুতি আমার কর্ণ-গোচর হ'ল । সে কথা এত ভয়ানক যে তা ব'লতেও আমার আপাদ মস্তক কণ্টকিত হয়ে উঠছে । আপনার অল্পমতিক্রমে—আজ নাকি—সরোজিনীর—বলিদান হ'বে ? আপনি নাকি আজ স্নেহ মায়া মনুষ্যত্ব সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়ে বলিদানের জন্তু ভৈরবা-চার্যের হস্তে তাকে সমর্পণ কতে যাচ্ছেন ? আমার সহিত বিবাহ হ'বে এই ছল ক'রে না কি আজ তাকে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাবেন ?—এ কথা কি সত্য ?—এ বিষয়ে মহারাজের বক্তব্য কি ?

লক্ষণ । বিজয়সিংহ ! আমার কি সংকল্প—আমার কি মনোগত

অভিপ্রায়, তা আমি সকল সময় সকলের কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য নই। আমার আদেশ কি, সরোজিনী এখনও তা জানে না ; যখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হবে, তখন আমি তাকে জ্ঞাপন করব ; তখন তুমিও জানতে পারবে, সমস্ত সৈন্তগণও জানতে পারবে।

বিজয়। আপনি যা আদেশ করবেন, তা আমার জ্ঞান্তে বড় বাকি নাই।

লক্ষণ। যদি জান্তেই পেরেছ, তবে আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছ ?

বিজয়। কেন আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি ?—আপনি কি মনে করেন, আপনার এই জঘন্য সঙ্কল্পের অনুমোদন করে, আমার চক্ষের উপর সরোজিনীকে আমি বলি দিতে দেব ? না—তা কখনই মনে করবেন না। আপনি বেশ জান্বেন, আমার অনুরাগ—আমার প্রেম, অক্ষয় কবচ হয়ে তাকে চিরদিন রক্ষা করবে।

লক্ষণ। দেখ, বিজয় ! তোমার কথার ভাবে বোধ হ'চ্ছে, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা ক'চ্ছ—জান কার সঙ্গে তুমি কথা ক'চ্ছ ?

বিজয়। আপনি জানেন কার প্রাণ বধ কত্তে আপনি উদ্যত হয়েছেন ?

লক্ষণ। আমার পরিবারের মধ্যে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে, তাহাতে তোমার হস্তক্ষেপ করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। আমার কন্ঠার প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করি না কেন, তোমার তাতে কথা কবার অধিকার নাই।

বিজয়। না মহারাজ, এখন আর সরোজিনী আপনার নয়।

আপনি যখন তাঁর প্রতি এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহার ক'তে উদ্যত হয়েছেন, তখন—সন্তানের উপর পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার— তা হ'তে আপনি বিচ্যুত হয়েছেন। এখন সরোজিনী আমার। যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত আমার দেহে প্রবাহিত থাকবে, ততক্ষণ আমার কাছ থেকে আপনি তাকে কখনই বিচ্ছিন্ন কতে পারবেন না। আপনার স্বরণ হয়, আমার সহিত সরোজিনীর বিবাহ দেবেন ব'লে আপনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন—এখন সেই অঙ্গীকার-স্মৃত্তিই, সরোজিনীর প্রতি আমার শ্রাব্য অধিকার। রাজমহিষীও কিছু পূর্বে আমাদের উভয়ের হস্ত একত্র সম্মিলিত ক'রে দিয়েছিলেন—আর আপনিও তো আমার সহিত বিবাহের নাম ক'রে ছল পূর্বক তাকে এখানে আশ্রয় করেছেন।

লক্ষণ। যে দেবতা সরোজিনীর প্রার্থী হয়েছেন, তুমি সেই দেবতাকে ভৎসনা কর, ভৈরবাচার্য্যাকে ভৎসনা কর, রণধীরসিংহকে ভৎসনা কর—সৈন্যমণ্ডলীকে ভৎসনা কর, অবশেষে তুমি আপনাকে ভৎসনা কর।

বিজয়। কি!—আমি!—আমিও ভৎসনার পাত্র?

লক্ষণ। হাঁ, তুমিও। তুমিও সরোজিনীর মৃত্যুর কারণ। আমি যখন বলেছিলেম যে, মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কাজ নাই, তখন তুমি মহা উৎসাহের সহিত আমাকে যুদ্ধে প্রবর্তিত কলে—তা কি তোমার মনে নাই? তুমিই তো আমাকে বলেছিলে “মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্ত অদেয় থাকতে

পারে ?” সরোজিনীর রক্ষার জন্ত আমি একটা পথ খুলে দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি সে পথে গেলে না—মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন তুমি আর কিছুতেই সম্মত হ’লে না—সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পথ রোধ ক’ন্তে আমি তখন কত চেষ্টা কଲোম, কিন্তু তুমি আমার কথা কিছুতেই শুনলে না,—এখন যাও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ কর গে—এখন সরোজিনীর মৃত্যু তোমার জন্ত সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পথ উন্মুক্ত ক’রে দেবে ।

বিজয় । ওঃ কি ভয়ানক কথা ! শুদ্ধ অত্যাচার নয়—অত্যাচারের পর আবার মিথ্যা কথা ! আমি কি এই বলিদানের কথা শুনেছিলাম ? আর শুনলেও কি তাতে আমি অনুমোদন ক’ন্তেম ?—কখনই না । আমার যদি সহস্র প্রাণ থাকে, তাও আমি দেশের জন্ত অনায়াসে অকাতরে দিতে পারি, তাই ব’লে এক জন নির্দোষী অবলার প্রাণ-বধে আমি কখনই সম্মত হ’তে পারিনে । আর, দেবতার যাে এরূপ অস্থায় আদেশ ক’রবেন, তাও আমি কখন বিশ্বাস ক’ন্তে পারিনে । যে এরূপ কথা বলে, সে দেবতাদের অবমাননা ক’রে,—সেই দেব-নিন্দূকের কথা আমি শুনি নে ।

লক্ষণ । কি ! তোমার এত দূর স্পর্ধা যে, তুমি আমাকে দেব-নিন্দূক বল ? তুমি যাও—আমি তোমাকে চাইনে,—যাও—তোমার দেশে তুমি ফিরে যাও—তুমি যে প্রতিজ্ঞা-পাশে আমার কাছে বদ্ধ ছিলে, তা হ’তে তোমাকে নিষ্কৃতি দিলেম ; তোমার মত সহায় আমি অনেক পাব, অনেকেই আমার আজ্ঞানুবর্তী হবে ; তুমি যে আমাকে অবজ্ঞা কর, তা তোমার কথায় বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে । যাও !—

আমার সম্মুখ হ'তে এখনি দূর হও । যে সমস্ত বন্ধনে তুমি এতদিন আমার সহিত বদ্ধ ছিলে, আজ হ'তে সে সমস্ত বন্ধন আমি ছিন্ন ক'রে দিলেম—যাও ।

বিজয় । যে বন্ধন এখনও আমার ক্রোধকে রোধ ক'রে রেখেছে, আপনি অগ্রে তাকে ধন্যবাদ দিন । সেই বন্ধনের বলেই আপনি এবার রক্ষা পেলেন । আপনি সরোজিনীর পিতা, এই জন্যই আপনার মর্যাদা রাখ্লেম ; নচেৎ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হ'লেও আমার এই অসি হ'তে আপনি নিষ্কৃতি পেতেন না । আর, আমি আপনাকে এই কথা ব'লে যাচ্ছি যে,—সরোজিনীর জীবন আমি রক্ষা করবই—আমার বিন্দুমাত্র শোণিত থাকতে,—আপনি কি আপনার সৈন্য-মণ্ডলী একত্র হ'লেও, সরোজিনীর প্রাণ-বিনাশে কখনই সমর্থ হবে না ।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান ।)

লক্ষণ । (স্বগত) হা !—বিধাতা দেখছি আমার প্রতি নিতান্তই বিমুখ হয়েছেন । সকল ঘটনাই সরোজিনীর প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে । আমি কোথায় ভাব্ছিলেম যে, এখনও যদি কোন উপায়ে তাকে বাঁচাতে পারি,—না—আবার কি না একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হ'ল । বিজয়সিংহের গর্ভিত স্পর্ধা-বাক্যে সরোজিনীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠল । এখন যদি স্নেহ বশত সরোজিনীর বলিদান নিবারণ করি, তা হ'লে বিজয়সিংহ মনে ক'রবে, আমি তার ভয়ে এরূপ কাজ ক'ল্লেম—না,—তা কখনই হবে না । কে আছে ওখানে ?—প্রহরী ?—

(প্রহরীগণের সহিত সুরদাসের প্রবেশ ।)

সুরদাস । মহারাজ !

লক্ষণ । (স্বগত) আমি কি ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছি ! এই নিষ্ঠুর আদেশ এদের এখন কি করে দিই ?—বাতুলবৎ আপনার পদে আপনিই যে আমি কুঠারাঘাত ক'ছি !—সে নির্দোষী সরলা বালার কি দোষ ?—বিজয়গিংহই আমাকে ভয় প্রদর্শন ক'চ্ছে, বিজয়-সিংহই আমাকে অবজ্ঞা ক'চ্ছে, সরোজিনীর প্রতি আমি কেমন ক'রে নির্দয় হব ?—না—তা আমি কখনই পারব না, দেবী-বাক্য আমি কখনই শুনব না ; এতে আমার যা হবার তাই হবে ।—কিন্তু কি !—আমার মর্যাদার প্রতি কি আমি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত ক'রব না ? বিজয়সিংহের প্রতিজ্ঞাই কি রক্ষা হবে ? সে তা হ'লে নিশ্চয় মনে করবে, আমি তার ভয়েই একরূপ ক'ছি, তা হ'লে তার স্পর্ধার আর ইয়ত্তা থাকবে না ।—আচ্ছা,—আর কোন উপায়ে কি তার দর্প চূর্ণ হ'তে পারে না ? সে সরোজিনীকে অত্যন্ত ভাল বাসে ; বিজয়-সিংহের সঙ্গে বিবাহ না দিয়ে সরোজিনীর জন্ম যদি আর কোন পাত্র মনোনীত করি, তা হলেই তো তার সমুচিত শাস্তি হ'তে পারে । হাঁ—সেই ভাল । (প্রকাশ্যে) সুরদাস ! তুমি রাজমহিষী ও সরোজিনীকে এখানে নিয়ে এস ; তাঁদের বল যে, আর কোন ভয় নাই ।

সুরদাস । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

(প্রহরীগণের সহিত সুরদাসের প্রস্থান ।)

লক্ষণ । মাতঃ চতুর্ভুজে ! তুমি কি আমার কণ্ঠার রক্তের জন্ত
নিভাত্তই লালায়িত হয়েছ ?—তা যদি হ'য়ে থাক, তা হ'লে আমার
সাধ্য নাই যে, আমি তাকে রক্ষা করি—কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই
যে, তাকে রক্ষা করে ; যাই হোক্, আমি আর একবার চেষ্টা ক'রে
দেখব ।

(রাজমহিষী, সরোজিনী, মৌনিয়া, রোষেনারা, রামদাস,

সুরদাস ও গ্রহরীগণের প্রবেশ ।)

লক্ষণ । (মহিষীর প্রতি) এই লও দেবি ! সরোজিনীকে আমি
তোমার হাতে সমর্পণ কর্লেম ; ওকে নিয়ে এই দয়াশূন্য কঠোর স্থান
হ'তে এখনি পলায়ন কর । কিন্তু দেখ দেবি ! এর পরিবর্তে আমার
একটা কথা তোমায় শুনতে হবে । সরোজিনীর সঙ্গে বিজয়সিংহের
কখনই বিবাহ দেওয়া হবে না, সে আজ আমার অবমাননা ক'রেছে ।
(সরোজিনীর প্রতি) দেখ বৎসে ! তুমি যদি আমার কণ্ঠা হও, তা
হ'লে বিজয়-সিংহকে জন্মের মত বিষ্ত হও ।

সরোজিনী । (স্বগত) হা ! আমি যা ভয় ক'চ্ছিলেম, তাই
দেখছি ঘটিল ।

লক্ষণ । দেখ মহিষি ? রামদাস, সুরদাস ও এই গ্রহরীগণ তোমা-
দের সঙ্গে যাবে । কিন্তু দেখ, এ কথার বিন্দু-বিসর্গও যেন প্রকাশ না
হয় । অতি গোপনে ও অবিলম্বে এখান হ'তে প্রস্থান কর । রণ-
ধীর সিংহ ও ভৈরবাচার্য্য যেন এ কথা কিছুমাত্র জানতে না পারে ;

আর দেখ মহিষি ! সরোজিনীকে বেশ ক'রে লুকিয়ে নিয়ে যাও, শিবিরের সমস্ত সৈন্যেরা যেন এইরূপ মনে করে যে, সরোজিনীকে এখানে রেখে কেবল তোমরাই ফিরে যাচ্—পলাও, পলাও, আর বিলম্ব ক'র না—রক্ষকগণ ! মহিষীর অনুগামী হও ।

রক্ষক । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

মহিষী । মহারাজ ! আপনার এই আদেশে পুনর্বার আমার দেহে যেন প্রাণ এল । (সরোজিনীর প্রতি) আর বাছা ! আমরা এখান থেকে এখনি পলায়ন করি ।

সরোজিনী । (স্বগত) হা ! এখন আর আমার বেঁচে থেকে স্মৃতি কি ? যাকে আমি এক মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হ'তে পারিনি, তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হ'তে পিতা আমার আদেশ ক'রছেন ! এখন প্রাণ থাকতে কি ক'রে তাঁকে বিস্মৃত হই ? পিতৃ-আজ্ঞাই বা কি ক'রে পালন করি ? আবাব দেবী চতুর্ভূজা আমার জীবন চাচ্ছেন, আমার বলিদানের উপর চিতোরের কল্যাণ নির্ভর ক'চ্ছে, এ জেনে শুনেও বা কি ক'রে এখান থেকে পলায়ন করি ? আমার বলিদান হ'লেই এখন সকল দিক্ রক্ষা হয়,—কিন্তু পিতা সে পথও বন্ধ ক'রে দিচ্ছেন । হা !—

লক্ষণ । ভৈরবাচার্য্য না টের পেতে পেতে তোমরা পলায়ন কর, আমি তাঁর কাছে গিয়ে যাতে আজকের দিন যজ্ঞ বন্ধ থাকে তার প্রস্তাব করি, তা হ'লে তোমরাও পলাতে বেশ অবসর পাবে ।

সরোজিনী । পিতা ! আপনিই তো তখন বলছিলেন যে,

আমাকে বলি দেবার জন্তে দেবী চতুর্ভূজা আদেশ ক'রেছেন, এখন তাঁর আদেশ লঙ্ঘন ক'লে কি মঙ্গল হবে ?

মহিষী । আয় বাছা আয়, তোর আর সে সব ভাবতে হবে না ।

লক্ষ্মণ । বৎসে ! তোমার কিসে মঙ্গল, আর কিসে অমঙ্গল, তা আমি তোমার চেয়ে ভাল জানি ।

মহিষী । আয় বাছা—আয়—আর বিলম্ব করিস্ নে !

(সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ পূর্বক মহিষীর প্রস্থান—

রোষেনারা মোনিয়া ও রক্ষকগণ প্রভৃতির প্রস্থান ।)

লক্ষ্মণ । (স্বগত) মাতঃ চতুর্ভূজে ! বিনীত ভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা কচ্ছি, তুমি ওদের নিষ্কৃতি দাও—আর ওদের এখানে ফিরিয়ে এন না, আমি অন্য কোন উৎকৃষ্ট বলি দিয়ে তোমার ভুষ্টি সাধন ক'র্ব্ব । তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ক'র না ।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

মন্দির-সমীপস্থ গ্রাম্য পথ ।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ ।)

রোষেনারা । আমার সঙ্গে আয় মোনিয়া—উদিকে আমাদের পথ নয় ।

মোনিয়া। সখি! আমাদের এখানে থেকে আর কি হবে? চল
না—আমরাও ওদের সঙ্গে যাই।

রোষেনারা। না ভাই! আমাদের একটু অপেক্ষা ক'ত্তে হবে,
আমার এখন এই প্রতিজ্ঞা, হয় আমি মরব, নয় সরোজিনী মরবে।
আয় ভাই, ওদের পালাবার কথা ভৈরবাচার্য্যের কাছে প্রকাশ ক'রে
দিই গে। এই যে! ভৈরবাচার্য্যই যে এই দিকে আস্চেন—তবে
বেশ সুবিধে হ'ল।

(ভৈরবাচার্য্য ও রণধীরসিংহের প্রবেশ।)

ভৈরব। সরোজিনীকে এখনও যে মহারাজ মন্দিরে পাঠিয়ে
দিচ্ছেন না, তার অর্থ কি?

রণধীর। তাই তো মহাশয়, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি
নে। তবে বুঝি মহারাজের আবার মন ফিরে গেছে। তিনি যে রূপ
অস্থির-চিন্ত লোক, তাতে কিছুই বিচিত্র নয়। ভাল, ঐ জীলোক
ছুটীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখা যাক্ দিকি, ওরা বোধ হয় রাজ-
কুমারীর সহচরী হবে। ওগো! তোমরা কি মহারাজের অন্তঃপুরে
থাক?

রোষেনারা। হাঁ মহাশয়!—আমরা রাজকুমারীর সহচরী।

রণধীর। তোমরা বাছা বলতে পার, রাজকুমারী এখনও পর্য্যন্ত
মন্দিরে আস্চেন না কেন?

রোষেনারা। তাঁরা যে এই মাত্র চিত্তোরে যাত্রা ক'ল্লেন।

রণধীর । (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি ?

ভৈরব । অঁ্যা ?—তঁারা চ'লে গেছেন ?

রণধীর । তুমি ঠিক্ ব'ল্চ বাছা ?

রোষেনারা । আমি ঠিক্ ব'ল্ছি নে তো কি ; এই মাত্র যে তঁারা রওনা হয়েছেন, ঐ বনের মধ্যে দিয়ে তঁারা গেছেন, এখনও বোধ হয়, বন ছাড়িতে পারেন নি ।

রণধীর । তবে দেখছি মহারাজ আমাদের প্রতারণা করেছেন ; আর আমি তাঁর কথা শুনি নে ; দেশের স্বার্থ আগে আমাদের দেখতে হবে ; তিনি যখন সেই স্বার্থের বিপরীত কাজ ক'রেন, তখন তাঁকে আর রাজা ব'লে মানতে পারিনে ।—আমুন, মহাশয় ! আমাদের অধীনস্থ সৈন্তগণকে এখনি ব'লে দিই যে, তারা তাঁদের গতি-রোধ করে ।

ভৈরব । (রোষেনারার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করত স্বগত)
এ স্ত্রীলোকটা কে ?

রণধীর । মহাশয় ! আপনি ওদিকে কেন তাকিয়ে রয়েছেন ?—
কি ভাবছেন ?—চলুন, এখন অন্য কোন চিন্তার সময় নয় ; চলুন—

মহম্মদ । এই যে যাই ;—আপনি অগ্রসর হোন্ না । (যাইতে
যাইতে পশ্চাতে নিরীক্ষণ)

(রণধীর ও ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান ।)

রোষেনারা । সখি ! আমার কাজ তো শেষ হ'ল—এখন দেখা
যাক্, বিধাতা কি করেন ।

মোনিয়া । দেখ্ ভাই রোষেনারা ! তোর পানে ঐ পুরুত মিন্‌সে
এত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল কেন বন্‌ দিকি ?

রোষেনারা । বোধ করি, আমার কথায় ওর সন্দেহ হয়েছিল ।
আমি শক্তি রাজকুমারীর সহচরী কি না তাই বোধ হয় ঠাউরে
দেখ্‌ছিল ।

মোনিয়া । হ্যাঁ ভাই—তাই হবে । আমরা যে মুসলমানী, তা
তো আমাদের গায়ে লেখা নেই যে ওরা টের পাবে । এখানে বিজয়-
সিংহ, আর হুদ তার দুই চার জন সেনাই যা আমাদের চেনে, আর
তো কেউ চেনে না ।

নেপথ্যে ।——বলবন্তসিংহ, তুমি দক্ষিণ দিকে যাও—বীর-
বল, তুমি উত্তরে—আর তোমরা পূর্ব-পশ্চিম রক্ষা কর—দেখ, যেন
কিছুতেই তারা পালাতে না পারে, আমার অধীনস্থ সৈন্যগণ, সেনা-
নায়কগণ, সকলে সতর্ক হও ।

রোষেনারা । ঐ দ্যাখ্—সৈন্তেরা চারি দিকে ছুটেছে,—আয়
ভাই, আমরা এখন এখান থেকে যাই ।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রস্থান ।)

তৃতীয় গভাক্ষ ।



মন্দির-সমীপস্থ বন ।

(রাজমহিষী, সুরদাস ও কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ ।)

মহিষী । সুরদাস ! সরোজিনী, রামদাস ওরা কি শীঘ্র বন ছাড়াতে পারবে ?

সুরদাস । দেবি, তাঁরা যে পথ দিয়ে গেছেন, তাতে বোধ হয় এতক্ষণ বন ছাড়িয়েছেন । দুই দল পৃথক্ হ'য়ে যাওয়াতে পালাবার বেশ সুবিধা হয়েছে । আর বিশেষ রাজকুমারী যে গুপ্ত পথ দিয়ে গেছেন, তাতে ধরা পড়বার কোন সম্ভাবনা নাই ।

মহিষী । (স্বগত) আহা, বাছা এই কাঁটা বন দিয়ে অত পথ কি ক'রে হেঁটে যাবে ? আমাদের অদৃষ্টে কি এই ছিল ? আমি হ'চ্ছি সমস্ত মেওয়ারের অধীশ্বরী—আমায় কিনা এখন চোরের মতন বন বাদাড় দিয়ে যেতে হ'চ্ছে ! যাই হোক এখন যদি আমার সরোজিনী রক্ষা পায় তা হ'লেই সকল কষ্ট সার্থক হবে ।

(নেপথ্যে—এই দিকে—এই দিকে)—~~(প্রকাশ্যে)~~ ঐ—
কিসের শব্দ শুন্তে পাচ্ছি—সুরদাস ! সতর্ক হও বোধ করি, সৈন্ত-
গণ আমাদের ধ'ন্তে আসছে ;—এ কি ! আমাদের চারি দিক্ যে
একেবারে ঘিরে ফেলেছে,—কি হবে ?

(চারিদিক বেঁচন করত উলঙ্গ অসি হস্তে

সৈন্যগণের প্রবেশ ।)

সেনা-নায়ক । রাজমহিষি !—মেওয়ারের অধীশ্বরী !—জননি !—
আমাদের সেনাপতি রণধীরসিংহের আদেশক্রমে আমরা আপনার
পথ-রোধ ক'ন্তে বাধ্য হলেম ।

মহিষী । কি ! রণধীরসিংহের আদেশ ক্রমে ?—রণধীরসিংহ,
যে আমাদের অধীনস্থ করপ্রদ এক জন ক্ষুদ্র রাজা, তার আদেশ-
ক্রমে ?

সেনা-নায়ক । রাজমহিষি ! আমরা এখন তাঁরই অব্যবহিত
অধীন, তিনি আমাদের সেনাপতি ।

মহিষী । আমি মনে ক'রেছিলেম, মহারাজের আদেশ ; রণধীর
সিংহের আদেশ আজ আমাকে পালন ক'ন্তে হবে ?—পথ খুলে দাও,
আমি যাব—পথ খুলে দাও, আমি বল্চি ।

সেনা-নায়ক । দেবি ! মার্জ্জনা ক'রবেন, আমাদের আদেশ
নাই ।

মহিষী । আদেশ নাই ?—কার আদেশ নাই ? মেওয়ারের
অধীশ্বরী আদেশ ক'ছেন, তোমরা পথ খুলে দাও ।

সেনা-নায়ক । দেবি ! আমাদের মার্জ্জনা ক'রবেন ।

মহিষী । কি !—সুরদাস ! রক্ষকগণ ! তোমরা থাক্তে আমার
এই অবমাননা ?

সুরদাস । মহাশয় ! রাজমহিবীর আদেশ শুনচেন না ? পথ
পরিষ্কার করুন—নচেৎ—

সেনা-নায়ক । আপনি চূপ করুন না মহাশয় ।

মহিবী । সুরদাস !—ভীক !—এখনও তুমি সহ্য ক'রে আছ ?
তোমার তলবার কি কোষের মধ্যে বদ্ধ থাকবার জন্মই হয়েছে ?

সুরদাস । দেবি ! শুদ্ধ আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলাম ।
রক্ষকগণ ! পথ পরিষ্কার কর ।

(নিষ্কোষিত অসি লইয়া আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে
করিতে উভয় দলের প্রস্থান ।)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ।

পঞ্চম অঙ্ক ।



প্রথম গর্ভাঙ্ক ।



মন্দির-সমীপস্থ বনের অপর প্রান্ত ।

(সরোজিনী ও অমলার প্রবেশ ।)

সরো । না অমলা, আমাকে আর ভূমি বাধা দিও না—আমার রক্ত না দিলে আর কিছুতেই দেবীর ক্রোধ শান্তি হবে না । দেবতাদের বঞ্চনা ক'রতে গিয়ে দেখ আমরা কি ভয়ানক বিপদেই পড়েছি । দেখ আমাদের গতি রোধ করবার জন্য সৈন্যরা এই বনের চারিদিক ঘিরে ফেলেছে । এখন আর পালাবার কোন উপায় নেই । আমি এখন মন্দিরেই যাই । দেখ অমলা—আগি যে সেখানে যাচ্ছি, মা যেন তা কিছুতেই টের না পান । পিতা যে আমাকে আবার মন্দিরে ঘাবার জন্যে ব'লে পাঠিয়েছেন, এ কথা যেন তিনি শুনতে না পান—তা শুনলে তিনি মনে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন ।

অমলা । না রাজকুমারি ! তোমার মন্দিরে গিয়ে কাজ নেই । মহারাজ তো এখন পাংগলের মত হয়েছেন, একবার পালাতে ব'ল্‌চেন, আবার ডেকে পাঠাচ্ছেন, তাঁর কথা কি এখন শুনতে আছে ? এখন

এখান থেকে পালাতে পাল্লেই ভাল, তুমি সেখানে যেওনা—
কেন বল দিকি আমাদের দুঃখ দেও—ম'স্তে কি তোমার এতই
সাধ ?

সরোজিনী । পিতা আমাকে আর একটা যে আদেশ ক'রেছেন,
তা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে প্রার্থনীয় ; দেখ্ অমলা আমার আর
বাঁচতে সাধ নেই ।

অমলা । রাজকুমারি ! মহারাজ আবার কি আদেশ করেচেন ?

সরোজিনী । কুমার বিজয়সিংহের সঙ্গে বোধ হয় পিতার কি
একটা মনান্তর উপস্থিত হয়েছে ; রাজকুমারের উপর তাঁর এখন
বিষদৃষ্টি । আর, পিতা আমাকেও এইরূপ আদেশ ক'রেছেন, যেন
আমিও তাঁকে জন্মের মত বিস্মৃত হই । অমলা, দেখ দিকি এর
চাইতে কি আমার মরণ ভাল না ? (ক্রন্দন) আমি বেঁচে থাকতে
কুমার বিজয়-সিংহকে কখনই বিস্মৃত হ'তে পারব না । আমি রাম-
দাসকে কত বারণ কল্লেম, কিন্তু সে কিছুতেই শুনলে না,—সে আমার
বলিদান রহিত করবার জন্তে আবার পিতার কাছে গেছে ;—কিন্তু
দেখ অমলা, আমার বাঁচতে আর সাধ নেই, এখন আমার মরণ হ'লেই
সকল যন্ত্রণার শেষ হয় ।

অমলা । ওমা ! কি সর্বনাশের কথা ! এত দূর হয়েছে তাতো
আমি জানি নে ।

সরোজিনী । দেখ্ অমলা ! দেবতার সন্মুখ হয়েই আমার মৃত্যু
আদেশ ক'রেছেন—এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি আমার উপর তাঁদের

কত কৃপা!—ও কে আস্চে? একি! কুমার বিজয়-সিংহই যে
এই দিকে আস্চেন!

অমলা। রাজকুমারি! আমি তবে এখন যাই।

(অমলার প্রস্থান।)

(বিজয়সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। রাজকুমারি! এস আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস, এই বনের
চতুর্দিকে যে সকল লোক একত্র হয়ে উন্মত্তবৎ চীৎকার ক'চ্ছে—
তাদের চীৎকারে কিছুমাত্র ভীত হ'য়ে না। আমার এই ভীষণ অসির
আঘাতে লোকের জনতা ভঙ্গ হয়ে এখনি পথ পরিত্যক্ত হবে। যে
সকল সৈন্ত আমার অধীন, তারা এখনি আমার সঙ্গে যোগ দেবে।
দেখি, কে তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে? কি,
রাজকুমারি! তুমি যে চুপ ক'রে রয়েছ? তোমার চোক দিয়ে জল
পড়ছে কেন? তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারব, তা কি তোমার
এখনও বিশ্বাস হ'চ্ছে না? এখন ক্রন্দনে কোন ফল নাই; ক্রন্দনে
যদি কোন ফল হবার সম্ভাবনা থাকত, তা হ'লে এতক্ষণে তা হ'ত।
তোমার পিতার কাছে তো তুমি অনেক কঁদেছ!

সরোজিনী। না রাজকুমার,—তা নয়, আপনার সঙ্গে যে আজ
আমার এই শেষ দেখা, এই মনে ক'রেই আমার—(ক্রন্দন)

বিজয়। কি! শেষ দেখা—তুমি কি তবে মনে ক'চ্চ আমি
তোমাকে রক্ষা ক'রতে পারব না?

সরোজিনী । রাজকুমার ! আমার জীবন রক্ষা হ'লে, আপনি কখনই স্মৃতি হ'তে পারবেন না ।

বিজয় । ও কি কথা রাজকুমারি ?—আমি তা হ'লে স্মৃতি হব না ?—তুমি বেশ জেনো, যে তোমারি জীবনের উপর বিজয়-সিংহের সুখ-শান্তি সমস্তই নির্ভর ক'ছে ।

সরোজিনী । না রাজকুমার ! এই হতভাগিনীর জীবন-সূত্রে বিধাতা আপনার সুখ-সৌভাগ্য বন্ধন করেন নি । সকলি বিধাতার বিড়ম্বনা !—তার বিধান এই যে, আমার মৃত্যু না হ'লে আপনি কখনই স্মৃতি হ'তে পারবেন না । মনে ক'রে দেখুন দিকি, মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করলে আপনার কত গৌরব বৃদ্ধি হবে । আবার দেবী চতুর্ভুজার এইরূপ দৈববাণী হয়েছে যে, আমার রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত না হ'লে, সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্র কখনই ফলবান্ হবে না । তা দেখুন, আমার মৃত্যু ভিন্ন দেশ উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নেই । সমস্ত রাজপুত-সৈন্যও এই জন্তে আমার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা ক'ছে । তা রাজকুমার ! আমাকে আর বাঁচাতে চেষ্টা করবেন না । মুসলমানদের হাত থেকে সমস্ত রাজস্থানকে আপনি উদ্ধার করবেন বলে পিতার কাছে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন—তাই এখন পালন করুন । রাজকুমার ! আমি যেন মনের চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, যেই আমার চিত্ত প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে—অমনি আল্লাউদ্দিনের বিজয়-লক্ষ্মী স্নান হবে—তার জয়পতাকা দিল্লির প্রাসাদ-শিখর হ'তে ভূমিতলে স্থলিত হবে—তার সিংহাসন কম্পমান হবে—রাজকুমার ! এই আশায় আমার

মন উৎফুল্ল হয়েছে—এই আশা-ভরে আমি অনায়াসে প্রাণত্যাগ ক'তে পার্ব; তাতে আমি কিছুমাত্র কাতর হব না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি মনেম তাতে কি, আমার মৃত্যু যদি আপনার অক্ষয় কীর্তির সোপান হয়,—দেশ উদ্ধারের উপায় হয়, তা হ'লেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। রাজকুমার! আমাকে এখন জন্মের মত বিদায় দিন—

বিজয়। না, রাজকুমারি, আমি কখনই পার্ব না। কে তোমার বলে যে, চতুর্ভুজা দেবী এই রূপ দৈববাণী ক'রেছেন? এ কথা যে বলে, সে দেবতাদের অবমাননা করে। দেবতার কি কখন নির্দোষী অবলার রক্তে পরিতৃপ্ত হন? এ কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে না। আমরা যদি দেশের জন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করি, তা হ'লেই দেবতার পরিতুষ্ট হবেন; সে জন্ত তুমি ভেবো না। এখন, আমার এই বাহু-যুগল যদি তোমার জীবন রক্ষা ক'তে পারে, তা হ'লেই আমি মনে ক'র্ব, আমার সকল গৌরব লাভ হ'ল—আমার সকল কামনা সিদ্ধ হ'ল। এস রাজকুমারি—আর বিলম্ব ক'র না—আমার অনুবর্তিনী হও।

সরোজিনী। রাজকুমার! আমাকে মার্জনা করবেন, কি ক'রে, আমি পিতার অবাধ্য হব? আমি যে তাঁর নিকট মহা ঋণে বদ্ধ আছি,—তাঁর আজ্ঞা পালন ভিন্ন সে ঋণ হ'তে কি ক'রে মুক্ত হব?

বিজয়। শস্ত্রানের প্রতি পিতার যেরূপ কর্তব্য, তা কি তিনি

ক'চ্ছেন যে তুমি তাঁর আদেশ পালনে এত ব্যগ্র হয়েছ ?—রাজ-
কুমারি ! আর বিলম্ব ক'র না—আমার অস্থরোপ শোন ।

সরো । রাজকুমারি ! পুনর্বার বল্‌চি আমাকে মার্জ্জনা করুন ।
আমার জীবন অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম কি আপনার চক্ষে অধিক মূল্য-
বান্ বোধ হয় না ?—এ ছুঃখিনীকে আপনি মার্জ্জনা করুন, কেমন
ক'রে আমি পিতার কথা নজর করব ?

বিজয় । আচ্ছা, এ বিষয়ে তবে আর কোন কথা কবার প্রয়োজন
নাই । তোমার পিতারই আদেশ তবে এখন পালন কর । যত্নে যদি
তোমার এতই প্রাণলীল হয়ে থাকে, বাহুদে তুমি তাকে আলিঙ্গন
কর ; আমি আর তাতে বাধা দেব না । রাজকুমারি ! যাও আর
বিলম্ব ক'র না, আমিও সেখানে এখনি যাচ্ছি । যদি চতুর্ভূজা দেবী
শোণিতের জড় বাস্তবিকই লালসিত হয়ে থাকেন, তা হ'লে শীঘ্রই
তাঁর শোণিত-পিপাসা শান্তি হ'বে, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ
নাই । কিন্তু এমন রক্তপাত আর কেউ কখন দেখে নি । আমার
অঙ্ক প্রেমের নিকট কিছুই অধর্ম্ম ব'লে বোধ হবে না । প্রথমেই
তো পুরোহিত নরাধমের মুণ্ডপাত করতে হ'বে—তার পরে, আর যে
সকল পাষাণ ঘাতক তার সহকারী হয়েছে, তাদেরও রক্তে আমি
যজ্ঞবেদি ধৌত ক'রব । এই প্রলয়-কাণ্ডের মধ্যে যদি দৈবাৎ অসির
আঘাতে তোমার পিতারও কোন অনিষ্ট হয়, তা হ'লেও আমি দায়ী
নই—সেও জান্বে তোমার এই অতি-পিতৃ-ভক্তির ফল !

(বিজয়সিংহের প্রস্থানোদ্যম ।)

সরোজিনী । রাজকুমার !—একটু অপেক্ষা করুন—আমি যাচ্ছি—
আমি——

(বিজয়সিংহের প্রশ্নান ।)

(স্বগত) হা ! কুমার বিজয়সিংহও আমার উপর বিমুখ হলেন !—
প্রাণের উপর আমার যে একটুকু মমতা এখনও পর্য্যন্ত ছিল, এই বার
তা একেবারে চলে গেল—এখন আর আমার বাঁচতে একটুকুও সাধ
নেই——এখন যে দিকেই দেখি, মৃত্যুই আমার পরম বন্ধু বলে
মনে হচ্ছে । মা চতুর্ভুজা ! এখনি আমাকে গ্রহণ কর, আর আমার
যন্ত্রণা সহ্য হয় না ।

(রাজমহিষী, সুরদাস ও রক্ষকগণের প্রবেশ ।)

মহিষী । (দৌড়িয়া গিয়া সরোজিনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক)
একি ! আমার বাছাকে একা ফেলে সকলে চলে গেছে ? রামদাস
কোন কাজের নয়—তোমাকে নিয়ে এখনও পালাতে পারে নি ?
তারা সব কোথায় গেল ? অমলা কোথায় ?

সরোজিনী । মা—তারা নিকটেই আছে ।

মহিষী । আহা ! বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে ।
আহা ! ছেলে মারুব, ওর কি এ সব ক্রেশ সহ্য হয় ?

মহিষী । (দূরে সৈন্তদের আগমন লক্ষ্য করিয়া) আবার ঐ রক্ত-
পিপাসুরা এখানে কেন আসছে ? (সুরদাসের প্রতি) ভীক, তোরা

কি বিশ্বাস ঘাতক হয়ে আমাদের শত্রু-হস্তে সমর্পণ ক'রবি বলে মনে ক'রেচিস্ ?

সুরদাস । দেবি ! ও কথা মনেও স্থান দেবেন না । যতক্ষণ আমাদের দেহে শেষ রক্ত-বিদ্যুৎ থাকবে, ততক্ষণ আমরা বুদ্ধে ক্ষান্ত হব না—তার পরেই আপনার চরণ-তলে প্রাণ বিসর্জন করব । কিন্তু আমাদের এই দুই চারি জন দ্বারা আর কত আশা ক'ন্তে পারেন ? এক জন নয়, দুই জন নয়, শিবিরের সমস্ত সৈন্যই এই নির্ধূর উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—কোথাও আর দয়ার লেশমাত্র নাই । এখন ভৈরবাচার্য্যাই সর্ব্বময় কর্তা হয়ে প্রভুত্ব ক'ছেন । তিনি বলিদানের জন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন । মহারাজও পাছে তাঁর প্রভুত্ব ও রাজত্ব যায়, এই ভয়ে তাদের মতেই মত দিয়েছেন । কুমার বিজয়সিংহ, যাকে সকলেই ভয় করে, তিনিও যে এর কিছু প্রতিবিধান ক'ন্তে পারবেন, তা আমার বোধ হয় না । তাঁরই বা দোষ কি ? যে সৈন্য-তরঙ্গ চারিদিক ঘিরে রয়েছে, কার সাধ্য তার মধ্যে প্রবেশ করে ।

রাজমহিষী । ওরা আসুক না ; দেখি কেমন করে বাছাকে আমার কাচ থেকে নিয়ে যেতে পারে, আমায় না মেরে ফেলে তো আর নিয়ে যেতে পারবে না ।

সরো । মা, এই অভাগিনীকে কি কুক্ষণেই গর্ভে ধারণ ক'রেছিলে ! আমার এখন যেরূপ অবস্থা, তাতে তুমি মা আমাকে কি ক'রে বাঁচাবে ? মানুষ ও দৈব সকলেই আমার প্রতিকূল, আমাকে

বাঁচাবার চেষ্টা করা বুঝা—শিবিরের সকল সৈন্তই পিতার বিদ্রোহী হয়েছে——মা ! তাঁরও এতে কিছু দোষ নেই ।

রাজমহিষী । বাছা ! তুমি তো কিছুতেই তাঁর দোষ দেখতে পাওনা ; তাঁর এতে মত না থাকলে কি এ সব কিছু হ'তে পারতো ? ,
সরোজিনী । মা ! তিনি আমাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা ক'রে-
ছিলেন ।

মহিষী । বাঁচাতে চেষ্টা ক'রেছিলেন বৈ কি !—সে কেবল তাঁর প্রবঞ্চনা—চাতুরী ।

সরোজিনী । দেবতাদের হ'তেই তাঁর সকল সুখসৌভাগ্য—
কেমন ক'রে তাঁদের আদেশ তিনি অগ্রাহ ক'রবেন ?—মা ! আমার
মৃত্যুর জন্তে কেন তুমি এত ভাবচ ?—জামি গেলেও তো আমার বার
জন ভাই থাকবেন, মা ! তাঁদের নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পারবে ।

মহিষী । বাছা ! তুইও কি নিষ্ঠুর হলি ? কোন্ প্রাণে তুই
আমায় ছেড়ে যাবি বল্ দিকি ? বাছা ! আনায় ছেড়ে গেলেই কি
তুই সুখী হোস্ ? হা—একি !—ঐ পিশাচেরা যে এই দিকেই
আস্বে । এইবার দেখ্চি আমার সর্বনাশ হ'ল ।

(সেনানায়কের সহিত কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ ।)

সেনানায়ক । (সরোজিনীর প্রতি) রাজকুমারি ! আপনাকে
মন্দিরে লয়ে যাবার জন্য মহারাজ আমাদের পাঠিয়ে দিলেন ।

সরোজিনী। মা, আমি তবে চল্লেম্, এইবার অভাগিনীকে জন্মের মত বিদায় দাও—মা, এইবার শেষ দেখা—এ জন্মে বোধ হয় আর দেখা হবে না। (ক্রন্দন)

(সৈন্যগণের সহিত সরোজিনীর গমনোদ্যম।)

মহিষী। বাছা আমাকে ছেড়ে তুই কোথায় যাবি ? আমি তোকে কখনই ছাড়ব না, আমিও সঙ্গে যাব। সত্যই যদি চতুর্ভূজা দেবী বলি চেয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি প্রস্তুত আছি,—মহারাজ আমার বলি দিন।

সরোজিনী। মা, ও কথা ব'ল না, চতুর্ভূজা দেবী আমার রক্ত ভিন্ন আর কিছুতেই তৃপ্ত হবেন না। মা, আমার জন্তে তুমি কেন ভাব্চ ? আমার মর্মে একটুও দুঃখ হবে না। আমি স্বখে মর্মে পারব। কেবল তোমাকে যে আর এ জন্মে দেখতে পাব না, এই জন্তেই আমার—(ক্রন্দন)

সেনানায়ক। রাজকুমারি, আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই। মহারাজ আপনার কাছে এই কথা ব'লতে ব'লে দিয়েছেন যে, যদি পিতার অবাধ্য হ'তে আপনার ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব ক'রবেন না।

সরোজিনী। মা, আমি তবে চল্লেম। আর কি ব'লব ?—আমার এখন একটা কথা রেখো, আমার মৃত্যুর জন্তে যেন পিতাকে তিরস্কার ক'র না। এই আমার শেষ অনুরোধ। এখন আমি জন্মের

মত বিদায় হ'লেম। আর একটা অনুরোধ, যত দিন রোবেনারা এখানে থাকবে, সে যেন কোন কষ্ট না পায়।

(কতিপয় সৈন্যের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে সরোজিনীর
প্রস্থান ও রাজমহিষীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ।)

সেনানায়ক। (রাজমহিষীর প্রতি) দেবি, আপনাকে সঙ্গে যেতে মহারাজ নিষেধ করেছেন।

রাজমহিষী। কি! আমার যেতে নিষেধ?—আমি নিষেধ মানিনে; বাছা আমার যেখানে যাবে, আমিও সেই খানে যাব—
দেখি আমার কে আটকায়?—ছাড়্ পথ বলচি। আমার কথা শুনচিস্ নে—রাজমহিষীর কথা শুনচিস্ নে? সুরদাস,—তোমরা এখানে কি কত্তে আছ?

সুরদাস। দেবি! এবার মহারাজের আদেশ, এবার কি ক'রে——

রাজমহিষী। ভীক, দে তোর তলবার—(সুরদাসের নিকট হইতে তলবার কাড়িয়া লইয়া সেনানায়কের প্রতি) পথ ছেড়ে দে—
না হলে এখনি তোর——

সেনানায়ক। (স্বগত) রাজমহিষীর গাত্র কি ক'রে স্পর্শ করি?
পথ ছাড়্তে হল।

(সেনাগণের পথ ছাড়িয়া দেওন—ও রাজমহিষীর বেগে
প্রস্থান, পরে সকলের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

গন্দিরের নিকটস্থ একটা বিজন স্থান ।

(ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ ।)

ভৈরব । (সংক্রমণ করিতে করিতে গত) এখনই তো হিন্দু-
দের মধ্যে বেশ কণ্ডা বেধে উঠেছে, বলিদানের সময় দেখছি আরও
তুমুল হয়ে উঠবে । চিতোরপুরী তো এখন এক প্রকার অরক্ষিত
ব'লেও হয় ; সেখান থেকে প্রায় সমস্ত নৈতই এখানে পূজা দেবার
জন্তে চলে এসেছে ; এই ঠিক আক্রমণের সময় । এদিকে হিন্দুরা
আপনাদের মধ্যে কলহ ক'রে সময় অতিবাহিত ক'র্বে—ওদিকে
আল্লাউদ্দিন চিতোর পুরী আক্রমণের বেশ অবসর পাবেন । যদিও
চিতোর এখান থেকে দূর নয়, তবুও হিন্দুদের প্রস্তুত হয়ে যথাকালে
সেখানে পৌঁছিতে বিলম্ব হবার সম্ভাবনা । আর, এই যুদ্ধবিগ্রহের
সম্বন্ধে, দুই এক দিনের অগ্র-পশ্চাতই সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে ।
এবার আমাদের নিশ্চয়ই জয় হবে ; আর, শুদ্ধ জয় নয়, আমি যে
কন্দি করেছি, তাতে চিতোরের সিংহাসন চিরকালের জন্ত আমাদের
অধিকৃত হবে । লক্ষ্যণংহের তেজস্বী পুত্রগণ বেঁচে থাকতে আমা-

দের সে আশা কখনই পূর্ণ হবার নয়, কিন্তু তারও এক উপায় ক'রেছি। আমি যে মিথ্যা দৈববাণী ক'রেছিলেম যে,—

“—————বাগা-বংশ জাত

যদি দ্বাদশ কুমার, রাজ-ছত্র-ধারী,

একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,

না রহিবে তব বংশে রাজ-লক্ষ্মী আর।”

এই কথা সেই নির্দোষ ধর্ম্মাত্ম লক্ষ্মণসিংহ দৈববাণী বলে বিশ্বাস ক'রেছে, আর সে যে এই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ ক'রবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই; আর, তা হ'লেই আমার যা মংলব্ তা সিদ্ধ হবে; লক্ষ্মণসিংহ একেবারে নির্লক্ষ্য হবে, তার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে প্রাণ দিতে হবে; আর, তার পুত্রগণ, ম'লেই আমরা নিষ্কণ্টকে ও নির্বিবাদে চিতোর রাজ্য ভোগ ক'তে পারব।——এখন কিন্তু আমাদের বাদসাকে কি ক'রে সংবাদ দি? সেই ফতেউল্লা ব্যাটা ছিল—বোকাই হোক আর যাই হোক, অনেক সময় আমার কাজে আসত; সে ব্যাটা যে—সেই গ্যাছে—আর ফিরে আসবার নামও করে না। এখন কি করি? ব্যাটা এখন এলে যে বাঁচি; ওকে?—এই যে! সেই ব্যাটাই আসছে দেখছি—নাম ক'র্ত্তে ক'র্ত্তেই এসে উপস্থিত।

(ফতেউল্লা প্রবেশ ।)

ফতে। চাচাজি! মুই আয়েছি, স্যালাম।

ভৈরব। তুমি এসেছ—আমাকে কৃতার্থ ক'রেছ আর কি ? হারামজাদা, আমি তোকে এত ক'রে শিখিয়ে দিলেম—এর মধ্যেই সব জলপান ক'রে ব'সে আছি।

ফতে। (মহম্মদের প্রতি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া) কি মোরে শেখায়েছ ?

ভৈরব! আমি যে তোকে ব'লে দিয়েছিলেম যে, আমাকে কখন এখানে সেলাম করবি নে—আমাকে হিন্দুদের মতন প্রণাম করবি, তা এই বুঝি ?

ফতে। চাচাজি ! ওড়া মোর ভুল হয়েছে—এই আবার প্যানাম করি—(প্রণাম করণ) এই—স্যালামও যা, প্যানামও তা ; কথাড়া অ্যাছি, তবে কি না এড়া হ্যাঁছর কায়্দা—ওড়া মোসলমানির কায়্দা।

ভৈরব। আর তোমার ব্যাখ্যায় কাজ নেই—ঢের হয়েছে।

ফতে। চাচাজি ! ওড়া যে ভুল হয়েছে, তাতে মুই কবুল কচ্চি—আবার ধমকাও ক্যান ?

ভৈরব। আবার ব্যাটা আমাকে চাচাজি ব'লে ডাক্চিস ? তোকে আমি হাজার বার ব'লে-দিয়েছি, আমাকে ভৈরবাচার্য মশায় ব'লে ডাক্‌বি, তবু তোর চাচাজি কথা এখনও ঘুচলো না ? কোন দিন দেখছি তোর জন্তে আমাকে মুসলমান ব'লে ধরা পড়তে হবে।

ফতে। মুই কি বল্চি ?—মুইতো ঐ বল্চি—তবে কি না অত বড় বাৎটা মোর মুয়ে আসে না—তাই ছোট করে লয়েছি—

ভৈরব । ভাল, না হয়, আচার্য্যিই বল্—চাচাজি কিরে ব্যাটা ?
ফতে । এই দ্যাছ!—মুই আর বল্চি কি ? মুইও তো তাই
বল্চি ।

ভৈরব । তুই কি বল্চিস্ ? আচ্ছা বল্দি কি আচার্য্যি ।

ফতে । চাচাজি ;—তুমি যা বল্চ মুইও তো তাই বল্চি ।

ভৈরব । হাঁ তা ঠিকই বলিচিস্ । (স্বগত) দূর কর—ব্যাটার
সঙ্গে আর বোক্তে পারা যায় না—(প্রকাশ্যে) ভাল সে কথা যাক্,
তুই আস্তে এত দেরি কল্লি কেন বল্দি কি ?

ফতে । দেব্ কল্লাম ক্যান্ ?—মোর যে কি হাল্ হয়ছাল, তা
তো তুমি একবারও পুছ্ করবা না চাচাজি ?—খালি দেব্ কল্লি
ক্যান্ ?—দেব্ কল্লি ক্যান্ ! (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন) মুই যে কি নাকাল
হয়ছি—তা খোদাই জানে—আর কি কব ।

ভৈরব ।—চুপ্ চুপ্ চুপ্ !—অমন ক'রে চ্যাচাস্ নে—(স্বগত)
এ ব্যাটা আমাকে মজ্জালে দেখ্চি, ভাগ্যি এ স্থানটী নির্জন ছিল, তাই
রন্ধে ।—আঃ—এ ব্যাটাকে নিয়ে পারাও যায় না—আবার এ না
হ'লেও আমার চলে না । ভাল মুঙ্গিলেই পড়েছি । (প্রকাশ্যে)
তোব কি হয়েছিল বল্ দিকি ;—আস্তে আস্তে বল্, অত চ্যাচাস্ নে ।

ফতে । (যুত্স্বরে) আর দুষ্কের কথা কব কি চাচাজি ; মুই
এহানে আস্ছেলাম—পথের মদি হাঁত্ছ ব্যাটারা মোরে চোর বলি
ধর পাকড় করি কয়েদ কলে, আর কত যে বেইজ্জৎ কলে তা তোমার
সাক্ষাতি আর কব কি———শ্যাসে যহন টাহা কড়ি কিছু পালে না,

তহন মোর কাপড় চোপড় কাড়ি লয়ে এক গালে চুণ আর এক গালে কালি দে হাঁকায়ে দেলে । মোর আবহ্বার কথা তোমার কাছে আর কি কব চাচাজি ।

ভৈরব । আর কোন কথা তো তুই প্রকাশ করিস্ নি ?—ভা হলেই সৰ্কনাশ ।

ফতে । মোর প্যাটের কথা কেউ জান্তি পারবে ?—এমন বোকা মোরে পাউনি । মোর জান্ যাবে, তবু প্যাটের কথা কেউ জান্তি পারবে না ।

ভৈরব । ভাল, তোর প্যাটের কথাই যেন কেউ না জান্তে পাল্লে, কিন্তু তোর কাছে যে আমার চিটির নকলগুল ছিল, সে সব তো ফেলে আসিস্ নি ?

ফতে । ঐ যাঃ !—চাচাজি ! সে গুল মোর বুচ্কির মদি ছ্যাল চাচাজি !

ভৈরব । (সচকিত ভাবে) অ্যা ?—ব্যাটা করিচিস্ কি ! সৰ্কনাশ করিচিস্ ?

ফতে । মোর কাপড় চোপড় কাড়ি স্থালে তো মুই করব কি ! মুই যে জান্ লয়ে পেলিয়ে এস্তে পারেছি এই মোর বাপ্পার ভাগ্যি ।

ভৈরব । (স্বগত) তবেই তো সৰ্কনাশ ! এখন কি করা যায় ?—তবে কি না চিটিগুল ফার্সিতে লেখা, তাই রক্ষে । হিন্দু ব্যাটাদের শাস্তি নেই যে, সে লেখা বোঝে । না সে বিষয়ে কোন

ভয় নেই। (প্রকাশ্যে) দেপ্, তোকে ফের দিল্লি যেতে হ'চ্ছে।
এই চিটিটা বাদসার কাছে নিয়ে যা—পার্বি তো?

ফতে। পার্ব না ক্যান্? মুই এহনি নিয়ে যাচ্ছি। এহান
হ'তি মুইতো যাতি পাল্লিই বাঁচি।

ভৈরব। তবে এই নে (পত্র প্রদান) দেখিস্, এবার খুব সাব-
ধানে নিয়ে যাস্।

ফতে। মোরে আর বল্তি হবে না—মুই চলাম—স্যালাম
চাচাজি।

(ফতেউল্লার প্রস্থান।)

ভৈরব। যাই—দেখিগে, মন্দির-প্রাঙ্গণে বলিদানের কিরূপ
উদ্যোগ হ'চ্ছে। বোধ হয় এতক্ষণে সব প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

(ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান।)



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ ।

(ধূপধূনা প্রভৃতি বলিদানের সজ্জা—সরোজিনী যজ্ঞবেদির
সম্মুখে উপবিষ্টা—লক্ষ্মণসিংহ স্নানভাবে দণ্ডায়মান—
পুরোহিত ভৈরবাচার্য্য আসনে উপবিষ্ট—লক্ষ্মণসিংহের
নিকট রণধীর দণ্ডায়মান—চতুঃপার্শ্বে সৈন্যগণ ।)

ভৈরবাচার্য্য । মহারাজ ! আর বিলম্ব নাই, বলিদানের সময়
হয়ে এসেছে, এইবার অহুমতি দিন ।

লক্ষ্মণ । আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করা যা,—আর ঐ প্রাচীরকে
জিজ্ঞাসা করাও তা—আমার অহুমতিতে তোমাদের এখন কি কাজ
হবে ?—এখন ঐ রক্তপিপাসু রণধীর-সিংহকে জিজ্ঞাসা কর—এই
উন্মত্ত রাজপুত্র সৈন্যদের জিজ্ঞাসা কর—আমার কথা এখন কে
শুনবে ?—আমার কর্তৃত্ব এখন কে মানবে ?

রণধীর । মহারাজ ! দৈবের প্রতিকূলে সঙ্গ্রাম করা নিষ্ফল ।

ভৈরব । মহারাজ ! শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আর বিলম্ব করা
যায় না ।—জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয় !

সৈন্তগণ । (কলরব করত) জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয় ! মহারাজ
শীঘ্র আদেশ দিন—আর বিলম্ব ক'রবেন না—

সরোজিনী । পিতঃ ! অল্পমতি দিন, আর বিলম্বে ফল
কি ? দেখুন, আমার রক্তের জন্তে সকলেই লালায়িত হয়েছে,
আপনার এই হতভাগিনী দুহিতাকে জন্মের মত বিদায়
দিন ।

লক্ষণ । (ক্রন্দন) না মা, আমি তোমাকে কিছুতেই বিদায়
দিতে পারব না । বৎসে ! তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, যদিও আমি
তোমার পিতা নামের ষোগ্য নই, তবুও বৎসে, মনে ক'র না আমার
হৃদয় একেবারেই পাষাণে নিষ্প্রিত । রণধীর ! তুই তো আমার সর্ব-
নাশের মূল, কি কৃষ্ণণেই আমি তোর পরামর্শ শুনেছিলেম !—কতবার
আমি মন পরিবর্তন ক'রেছি—আর কতবার তুই আমাকে ফিরিয়ে
এনিছিস্ । না—আমি এ কাজে কখনই অল্পমোদন ক'রব না,
রণধীর,—না, আমার এতে মত নেই—আমার রাজত্বই লোপ
হোক, আর মুসলমানদেরই জয় হোক, বা দেশই উৎসন্ন হ'য়ে যাক,
তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই ।

সৈন্তগণ । অমন কথা ব'লবেন না মহারাজ—অমন কথা ব'ল-
বেন না । বাপ্পারাগুর বংশে ওরূপ কথা শোভা পায় না ।

সরো । পিতঃ, আমার জন্তে আপনি কেন ভিরঙ্কারের
ভাগী হ'চ্ছেন ? যদি আমার এই ছার জীবনের বিনিময়ে শত শত
কুলবধু অস্পৃশ্য অপবিত্র যবনহস্ত হ'তে নিস্তার পায়, তা হ'লেই

আমার এই জীবন সার্থক হবে। পিতঃ, রাজপুত্র-কথা মৃত্যুকে ভয় করে না। সে জন্ত আপনি কেন চিন্তিত হ'ছেন ?

সৈন্যগণ। ধৃত্ত বীরাক্ষনা !—ধন্য বীরাক্ষনা !—আচার্য মহাশয়, তবে আর বিলম্ব কেন ? জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয় !

লক্ষণ। না মা, তোমার কথা আমি শুনবো না—ভৈরবাচার্য মহাশয়, আপনি এখান থেকে উঠুন—উঠুন ব'ল্‌চি—এ সব সজ্জা দূরে নিক্ষেপ করুন—আমি থাকতে এ কাজ কখনই হবে না।—যাও রণধীর ! তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে এখনি প্রস্থান কর, আমি থাকতে তোমার কর্তৃত্ব কিসের ?—আমি রাজা, তা কি তুমি জান না ?

রণধীর। মহারাজ ! যতক্ষণ রাজা দেশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, ততক্ষণই তিনি রাজা নামের যোগ্য।

সরোজিনী। পিতঃ ! আপনি কেন আমার জন্যে অপমানের ভাগী হ'ছেন ? আমার জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না। এ কথা যেন কেউ না ব'ল্‌তে পারে যে, আমার পিতার জন্যে দেশ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'ল ; বাগ্মারার বিগুহ বংশ কলঙ্কিত হ'ল ; বরং এর চেয়ে আমার মৃত্যুও শতগুণে প্রার্থনীয়।

লক্ষণ। না মা, লোকে আমায় যাই বলুক, আমি কখনই তোমাকে মৃত্যুমুখে যেতে দেব না। তোমার ও স্কুমার দেহে পুষ্পের আঘাতও সহ হয় না—তুমি এখন বাছা কি ক'রে—কি ক'রে—ওঃ—ভৈরবাচার্য মহাশয় ! যান—আপনাকে আর প্রয়োজন নাই ;—যান বল্‌চি। এখনি এখান থেকে প্রস্থান করুন।

ভৈরব । (রণধীরসিংহের প্রতি) মহাশয় ! মহারাজ কি আদেশ
ক'ছেন শুন্‌চেন তো ? এখন কি কর্তব্য বলুন ।

রণধীর । মহারাজ ! এই কি আপনার ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা ? এই কি
আপনার দেশাহ্বরাগ ? এই কি আপনার দেব-ভক্তি ? এই রূপে কি
আপনি সূর্য্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্রের বংশ ব'লে পরিচয়
দেবেন ? আর, চতুর্ভূজা দেবীর এই পরিত্র মন্দিরে দণ্ডায়-
মান হয়ে, তাঁর সমক্ষেই আপনি তাঁর অবমাননা ক'ন্তে সাহসী
হ'ছেন ?

লক্ষণ । কি দেবীর অবমাননা ? না রণধীর, আমি হ'তে তা
কখনই হবে না । তোমাদের যা কর্তব্য তা কর, আমি চল্লম ।

(গমনোদ্যম)

ভৈরব । ওকি মহারাজ ! কোথায় যান ? আপনি গেলে উৎসর্গ
ক'র্বে কে ? তা কখনই হ'তে পারে না ।

লক্ষণ । (ফিরিয়া আসিয়া) তোমরা আমাকে মার্জ্জনা কর, এ
নিষ্ঠুর দৃশ্য আর আমি দেখতে পারি নে ।

রণধীর । না মহারাজ, আপনাকে এ দৃশ্য আর দেখতে হবে
না ; আমি তার উপায় কচ্চি । মহারাজ ! আপনি এখন শিশুর ন্যায়
হয়েছেন, শিশুকে সেরূপে ঔষধ খাওয়াতে হয়, আমাদের এখন সেই-
রূপ উপায় অবলম্বন ক'ন্তে হবে ! আহ্নন, এই বস্ত্র দিয়ে আপনার
চক্ষু বন্ধন ক'রে দি, তা হ'লে আর আপনার কষ্ট হবে না ।

লক্ষণ । তোমাদের যা অভিপ্রাণ কর । আমার নিজের উপর

এখন কোন কর্তৃক নেই। তোমরা এখন যা বলবে, তাই ক'ম্ব; দাঁও, আমার চক্ষু বন্ধন ক'রে দাঁও।

(রণধীর কর্তৃক বস্ত্র দ্বারা রাজার চক্ষু বন্ধন ।)

লক্ষণ। রণধীর ! আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আস্চে।

রণধীর। আমি আপনার হাত ধরি, —আমার স্বন্ধের উপর আপনি শরীরের সমস্ত ভার নিক্ষেপ করুন। (ঐক্লপ ভাবে দণ্ডায়মান) ভৈরবাচার্য্য মহাশয় ! অভূষ্ঠান সংক্ষেপে সার্বতে হবে— মহারাজ অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়ছেন।

ভৈরব। সে জ্ঞাত চিন্তা নাই, মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমি সমস্ত শেষ করছি। (পুষ্পাঞ্জলি লইয়া) শ্মশানালয়-বাসিনী চতুর্ভুজা-দেবী নমঃ। (খড়া লইয়া)

“খড়্গায় খরধারায় শক্তিকার্য্যার্থতৎপর।

বলিশ্চৈদ্যস্ত্রয়া শীঘ্রং খড়্গ-নাথ নমোহস্ত তে ॥”

অদ্য কৃষ্ণে পক্ষে, অমাবস্যায়াং তিথৌ, সূর্য্যবংশী-য়স্য শ্রীমল্লক্ষ্মণসিংহস্য বিজয়কামনয়া, ইমাং বলি-রূপিনীং কুমারীং সরোজিনীমহং ঘাতয়িষ্যামি। (সরোজিনীর প্রতি) মা ! অধীর হয়েো না।

সরোজিনী। (স্বগত) চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, তোমাদের সবার নিকট এইবার আমি জন্মের মত বিদায় নিলেম,

একটু পরে আর এ চক্ষু তোমাদের শোভা দেখতে পাবে না। কিন্তু তাতেও আমি তত কাতর নই। তোমাদের আমি অনায়াসে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারি; কিন্তু পিতাকে, মাকে, বিজয়সিংহকে ছেড়ে কেমন ক'রে আমি—ওঃ!—(ক্রন্দন) মা তুমি কোথায়?—তোমার সঙ্গে কি আর এ জন্মে দেখা হবে না?—আমার এই দশা দেখেও কি তুমি নিশ্চিত আছ? কুমার বিজয়সিংহ? তুমিও কি জন্মের মত আমায় বিস্থত হ'লে? যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি তো মার্জনা কর, এই সময়ে একটবার আমাকে দাখা দাও—আর আমি কিছু চাই নে। (ক্রন্দন)

ভৈরব। চতুর্ভুজার উদ্দেশে এই খানে প্রণাম কর। আর ক্রন্দন ক'র না। (সরোজিনীর প্রণত হওন) (ভৈরব খড়্গ হস্তে উত্থান করিয়া) জয় মা চতুর্ভুজে!—

লক্ষণ। (ব্যাকুল ভাবে) এমন কাজ করিস্ নে—করিস্ নে—পাষণ্ড! ক্ষান্ত হ!—ছেড়ে দে আমাকে—রণধীর! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে, তোমাকে মিনতি কচ্ছি ছেড়ে দাও—

ভৈরব। মহারাজ! অধীর হবেন না। (পুনর্বার খড়্গ উঠাইয়া)——

“জয় দেবি ভয়ঙ্করী! নিখিল-প্রলয়ঙ্করী!

যক্ষ-রক্ষ-ডাকিনী-দঙ্গিনী!

ঘোর কাল-রাত্রি-রূপা! দিগম্বর-বুকে তু পা!

রণ রঙ্গ-মত্ত-মাতঙ্গিনী!

জল স্থল-রসাতল, পদ-ভরে টল-মল !

ত্রিনয়নে অনল ঝালকে !

শোণিত বরষা-কাল, বিছাতয়ে তরবাল,

সিংহনাদ পলকে পলকে !

রক্তে-রক্ত মহা-মহী ! রক্ত ঝরে অসি বহি !

রক্তময় খাঁড়া লক্-লকে !

লোল-জিহ্বা রক্ত-ভুখে, ক্ষত-অঙ্গ শত মুখে,

রক্ত বমে ঝালকে ঝালকে !

উর' কালি কপালিনী ! উর' দেবি করালিনী

নর-বলি ধর উপহার !

উর' জলধর-নিভা ! উর' লক-লক-জিভা !

পূর' বাজ্জা সাধক-জনার !”

জয় মা চতুর্ভুজে !—(আঘাত করিবার উদ্যম)

(মটমট বিজয় সিংহের দ্রুতবেগে ঘোর কোলাহলে প্রবেশ)

ও ভৈরবাচার্য্যের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লওন ।)

লক্ষণ । ভৈরবাচার্য্য মহাশয় ! অমন নিষ্ঠুর কাজ ক'রবেন না—

ক'রবেন না—আমার কথা শুনুন—

বিজয় । কি ভয়ানক !—মহারাজের আজ্ঞার বিপরীতে এই দারুণ

হত্যা কাণ্ড হ'তে যাচ্ছিল ? (ভৈরবাচার্য্যের প্রতি) নিষ্ঠুর ! পাষণ্ড !
তোর এই কাজ ?

লক্ষ্মণ । না জানি কোন্ দেবতা এসে আমার সহায় হয়েছেন—
তুমি যেই হও, আমার চক্ষের বন্ধন মোচন ক'রে দাও—আমি এক-
বার দেখি, আমার সরোজিনী বেঁচে আছে কি না ।

বিজয় । মহারাজ, আপনার আর কোন ভয় নাই, আমি থাকতে
আর কারও সাধ্য নাই যে রাজকুমারীর গাত্র স্পর্শ করে । আমি
এখন আপনার চক্ষের বন্ধন মোচন ক'রে দিচ্ছি ।

লক্ষ্মণ । কে ?—বিজয়সিংহের কণ্ঠ-স্বর না ?—আঃ বাঁচলেম !
এইবার জান্লেম আমার সরোজিনী নিরাপদ হ'ল ।

বিজয় । (স্বীয় সৈন্তের প্রতি সৈন্তগণ ।—মহারাজের চক্ষের
বন্ধন শীঘ্র মোচন ক'রে দাও । (সৈন্তগণ কর্তৃক মহারাজের বন্ধন
মোচন)

রণধীর । দেখ বিজয়সিংহ ! তুমি এক পদ অগ্রসর হয়েছ কি,
এই অসি তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ ক'রবে ।

বিজয় । (ভৈরবাচার্য্যকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া স্বীয় সৈন্তগণের
প্রতি) সৈন্তগণ ! দেখ দেখ, ঐ পাষণ্ড পুরোহিত পালাবার উদ্যোগ
ক'চ্ছে—তোমরা ওকে ঐখানে ধ'রে রাখ—আগে রণধীরের রণ-সামগ্রী
মেটাই, তার পর ওরও ম্লুওপাত করি । (সৈন্তগণের ভৈরবকে
হত করণ)

ভৈরব । (সঙ্ক্ষেপ স্বগত) তবেই তো দেখছি সর্বনাশ ! হা !

অবশেষে আমার কপালে কি এই ছিল ? এত দিনের পর দেখছি আমার পাপের শাস্তি পেতে হ'ল ! এখন বাঁচবার উপায় কি ? (প্রকাশ্যে) মহাশয় ! আমার এতে কোন দোষ নাই—দেবতার আজ্ঞা কি ক'রে বলুন দেখি—

বিজয় । আমি ওসব কিছুই শুনতে চাই নে ।

ভৈরব । মহাশয় ! তবে স্পষ্ট কথা বলি, আমার বড়ই সন্দেহ হ'চ্ছে । যখন এই বলিদানে এত বাধা পড়'চে, তখন বোধ হয়, এ বলি দেবীর অভিপ্রেত নয় ; আমার গণনায় হয় তো কোন ভুল হয়ে থাকবে । মহাশয় ! কিছুই বিচিত্র নয়, মূনিরও মতিভ্রম হ'তে পারে । যদি অহুমতি হয় তো আর একবার আমি গণনা ক'রে দেপি ।

লক্ষ্মণ । গণনায় ভুল ? গণনায় ভুল ?—আ !—

বিজয় । আচ্ছা, আমি আপনাকে গণনার সময় দিলেম । দৈন্ত-গণ ! এখন ওঁকে ছেড়ে দাও । (ভৈরবাচার্যের গণনার ভানে মাটিতে জাঁক পাড়া) (পরে বিজয়সিংহ রণধীরের নিকটে আসিয়া) এখন রণধীরসিংহ ! এস দিকি, দেখা যাক, কে কারে শমন-সদনে পাঠায় ।

রণধীর । এস—স্বচ্ছন্দে—

(উভয়ের কিয়ৎকাল অসি-যুদ্ধ ।)

ভৈরব । মহাশয়েরা একটু ক্ষান্ত হোন, বাস্তবিকই দেখছি আমার গণনায় ভুল হ'য়েছিল ।

রণধীর । কি ! গণনায় ভুল ? (যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া) মহাশয় ! আমি অস্ত্র পরিত্যাগ ক'ଲ্লেম ।

বিজয় । কি !—এর মধ্যেই ?—

রণধীর । আর আপনার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নাই ।

বিজয় । সে কি মহাশয় ?

রণধীর । আমি যে গণনায় ঐক্য বিশ্বাস ক'রে, কেবল স্বদেশের মঙ্গল-কামনায় ও কর্তব্য-বোধে এতদূর পর্যন্ত ক'রেছিলাম, একটা অবলা বালাকে নিরপরাধে বলি দিয়ে, আর একটু হ'লেই সমস্ত রাজ-পরিবারকে শোক-সাগরে নিমগ্ন ক'ছিলাম—এমন কি, রাজদ্রোহী হ'য়ে আমাদের মহারাজের প্রতি কত অত্যাচার,—কত অত্যাচার ব্যবহারই ক'রেছি,—সেই গণনায় বিশ্বাস ক'রেই আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম। সেই গণনাই যখন ভুল হ'ল, তখন তো আমার সকলই ভুল । কি আশ্চর্য্য !—দেখুন দিকি আচার্য্য মহাশয় ! আপনার এক ভুলে কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হ'য়েছে ; আপনারা দেখছি সকলই ক'তে পারেন ! আপনাকে আর কি বল্বে—আপনি ব্রাহ্মণ—নচেৎ—

ভৈরব । মহাশয় ! শাস্ত্রেই আছে—“মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ।” যখন মহারাজ বলিদানের বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালেন, আমার তখনই মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল যে, যখন এতে একটা বাধা পড়ল, তখন অবশ্য এ বলি দেবতার অভিপ্রেত নয় ; আমার গণনার কোন ব্যতিক্রম হ'য়ে থাকবে। সেই জন্য আমিও একটু ইতস্ততঃ ক'ছিলাম। তা যদি আমার মনে না হ'ত, তা হ'লে তো আমি কোন্ কালে কার্য্য শেষ ক'রে ফেলতাম। তার পর যখন আবার কুমার বিজয়সিংহ এসে

প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন, তখন আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'ল—
তখন মহাশয় গণে দেখি যে, যা আমি সন্দেহ ক'রেছিলাম তাই ঠিক।

রণধীর। কি আশ্চর্য্য ! শত্রুরা আমাদের গৃহদ্বারে ; কোথায়
আমরা সকলে একপ্রাণ হ'য়ে তাদের দূর করবার চেষ্টা ক'রব, না—
কোথায় আমাদেরই মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ হবার উপক্রম হ'য়েছে।
মহারাজ ! আপনার চরণে আমার এই অসি রাখ্লেম, আপনি এখন
বিচার ক'রে আমার প্রতি যে দণ্ড আদেশ ক'রবেন, আমি তাই শিরো-
ধার্য্য ক'রব। মহারাজ ! আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। প্রাণ-
দণ্ড অপেক্ষাও যদি কিছু অধিক শাস্তি থাকে, আমি তারও উপযুক্ত।

লক্ষণ। সেনাপতি রণধীর, তোমার অসি তুমি পুনর্গ্রহণ কর।
তোমার লক্ষ্য যেরূপ উচ্চ ছিল, তাতে তোমার সকল দোষই মার্জ্জ-
নীয়। আমার সরোজিনী রক্ষা পেয়েছে, এই আমি যথেষ্ট মনে
করি, বৎস বিজয়সিংহ। তোমার কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে
আবদ্ধ হ'লেম।

রণধীর। ভৈরবাচার্য্য মহাশয় ! এখন গণনায় কিরূপ দেখলেন ?
কি প্রকার বলি এখন আয়োজন ক'রতে হবে বলুন। কেন না,
যতই আমরা সময় নষ্ট ক'রব, ততই মুসলমানেরা স্বেযোগ পাবে।

লক্ষণ। রণধীরসিংহ ঠিকই বলেছেন, এই ব্যালা কার্য্য শেষ
ক'রে ফেলুন। বৎস বিজয়সিংহ ! এই লণ্ড—সরোজিনীকে তোমার
হস্তে সমর্পণ ক'ল্লেম, তুমি এখন ওকে মহিষীর নিকট ল'য়ে যাও।
তিনি দেখবার জন্ত বোধ হয় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন।

বিজয়। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য—রাজকুমারি! আমার
অনুগামী হও ।

(বিজয়সিংহ ও সরোজিনীর প্রস্থান ।)

ভৈরব। (স্বগত) আমার মৎলব সম্পূর্ণ না হোক, কতকটা
হাসিল হ'তে পারে। এরা যখন বিবাদ বিসম্বাদে মত্ত ছিল, তখনই
আমি বাদশাকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বোধ হয়, মুসলমানেরা
এতক্ষণে চিতোরের দিকে রওনা হ'য়েছে। এখন বলিদানের বিষয়
কি বলা যায়?—যা হয় তো একটা ব'লে দিই—(প্রকাশ্যে মহা গম্ভীর
ভাবে) রাজপুতগণ! কিরূপ বলি চতুর্ভুজা দেবীর অভিপ্রেত, তা
প্রণিধান পূর্বক শ্রবণ কর। দৈববাণীতে যে উক্ত হয়েছে—

মৃত! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে ;
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুম-সম ; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজৈয় চিতোর-পুরী——

এস্থলে “তব ঘরে” এই বাক্যের অর্থ—তব রাজ্যে, আর “সরোজ-
কুসুম-সম”—এর অর্থ হ'চ্ছে—পদ্মপুষ্পসদৃশ লাবণ্যবতী ; এই দুই
একটা কথার অর্থ-বৈপরীত্য হেতু সমস্ত গণনাই ভুল হ'য়ে গিয়েছিল,
আর, এখন আমি বুঝতে পারি, কেন ভুল হ'য়েছিল। গণনাটা

শনিবার রজনীর শেষ যামাক্কে, হ'য়েছিল, এই হেতু গণনায় কাল-রাত্রি
দোষ বর্ত্তেছে। আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রেই আছে যে,—

“রবৌ রসাকী সিতগৌ হয়াকী
দ্বয়ং মহীজে বিধুজে শরাকৌ ।
গুরৌ শরাকৌ ভুগুজে তৃতীয়া
শনৌ রসাদাস্তগিতি ক্ষপায়াম্ ॥”

মহাশয় ! আপনারা জান্বেন যে, এই দোষু গণনার পক্ষে বড়
বিদ্বকারী, গণনা যদি ঠিক হয়, তবু এই কাল-বেলা-দোষে অর্থ বিপ-
ন্ন হ'য়ে পড়ে। এখন গণনায় যে রূপ সিদ্ধান্ত হ'য়েছে, তা আপ-
নাদের বলি, সেইরূপ আপনারা এখন কার্য্য করুন।

সৈন্তগণ ! বলুন মহাশয়, শীঘ্র বলুন—এখনি আমরা সেইরূপ
ক'জি।

ভৈরব ! আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে একজন এখনি যাত্রা কর,
এই মন্দির-প্রাঙ্গণ-সীমার অর্দ্ধক্রেশ পরিমাণ ভূমির মধ্যে সুকোমল
পদ্মপুষ্পসম লাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা যে কোন রূপসী তোমাদের দৃষ্টি-
পথে প্রথম পতিত হবে, সেই জান্বে, বলিদানের বথার্থ্য পাত্র।

এক জন সৈনিক। আচার্য্য মহাশয় ! আমি তার অদ্বৈতবশে এখনি
চলেম।

রণধীর। যাও—শীঘ্র যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান।)

লক্ষণ । (স্বগত) না জানি, আবার কোন্ অভাগিনীর কপালে
বিধাতা মৃত্যু লিখেছেন ।

(রোষেনারাকে লইয়া সৈনিকের পুনঃ-প্রবেশ ।)

সৈনিক । মহাশয় ! আমি এই মন্দিরের বাহিরে বেরিয়েই এই
শুবতীকে দেখতে পেলেম ।

ভৈরব । (স্বগত) এ কি ! এই জীলোকটির সঙ্গেই না আমা-
দের সে দিন পথে দেখা হ'য়েছিল ? আহা ! ওর মুখ খানি দেখলে
বড় মারা হয় । আমার কল্লনাই হোক, আর যাই হোক, এর মুখে
যেন আমার সেই কল্লার একটু একটু আদল আসে । কিন্তু এ
কল্লনা ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না, কারণ তার এখানে আস্‌বার
তো কোন সম্ভাবনা নাই ।

রোষেনার । (স্বগত) হায় ! অবশেষে আমাকেই কি ম'রতে
হ'ল ?—হ্যাঁ, আমার পক্ষে মরণই ভাল । আমার আর যন্ত্রণা সহ্য
হয় না । বিজয়সিংহ তো আমার কখনই হবে না । (ভৈরবাচার্য্যের
প্রতি) পুরোহিত মহাশয় ! আর কেন বিলম্ব ক'রেন, এখনি আমার
প্রাণবধ করুন । কেবল আপনার নিকট একটা আমার প্রার্থনা
আছে । এই অন্তিম কালের প্রার্থনাটি অগ্রাহ্য ক'রবেন না । পুরো-
হিত মহাশয় ! আমি চির-দুঃখিনী, আমি অনাথা জনাবধি আমি
জানিনে যে, আমার মা বাপ কে ; স্মৃতিকাগৃহেই আমার মার মৃত্যু
হয় ; আমার বাপ সেই অবধি নিক্রদেশ হ'য়েছেন । শুনতে পাই,

আপনি গণনায় স্ননিপুণ, যদি গণনা ক'রে ব'লে দিতে পারেন, আমার মা বাপ কে, তা হ'লে আমি এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রতে পারি।

ভৈরব। (স্বগত) আমার কন্ঠ্যর অবস্থার সঙ্গে তো থানিকটা মিলেচে—কিন্তু একি অসম্ভব কথা।—আমি পাগল হয়েছি না কি ? কেন বুঝা সন্দেহ কচ্চি,—তা যদি হ'ত তো সেই অর্দ্ধচন্ডের মত জড়ুল চিহ্নটী তো ওর ঐবাদেশে থাকত—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আর সব বদলাতে পারে, কিন্তু সে চিহ্নটী তো আর যাবার নয়।

লক্ষণ। (স্বগত) এ জীলোকটীকে যেন আমি কোথায় দেখিছি মনে হ'চ্ছে। একবার মনে আস্চে, আবার আস্চে না।

রণধীর। ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! আপনাকে ওরূপ চিন্তিত দেখছি কেন ? কার্য্য শীঘ্র শেষ ক'রে ফেলুন। আর দেখুন, হৃদয়ের রক্তে দেবীর অধিক পরিভোব হ'তে পারে—অতএব তার প্রতি দৃষ্টি-রেখে যেন কার্য্য করা হয়।

ভৈরব। (স্বগত) না—কেন মিথ্যা আর সন্দেহ কচ্চি। (প্রকাশ্যে) আর বিন্দু নাই—এইবার শেষ কচ্চি—আপনি হৃদয়ের রক্তের কথা বলছিলেন—আচ্ছা তাই হবে। মা! এই খানেই স্থির হয়ে ব'স। জয় মা চতুর্ভুজে!

(ছুরিকার দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করণ—ও রোযেনারার

ভূমিতলে পতন।)

লক্ষণ। কি ক'লেন মহাশয় ? কি ক'লেন মহাশয় ? আমার

এবার মনে হয়েছে—যে মুসলমান-কন্যাকে বিজয়সিংহ বন্দী করে এনেছিল, এ যে সেই দেখছি।

সৈন্তগণ। কি! মুসলমান?

রণধীর। কি! মুসলমান?

ভৈরব। (স্বগত) কি! মুসলমান? তবেই তো দেখছি সর্বনাশ!—কৈ?—সেই চিহ্ন তো দেখতে পাচ্ছি নে; (গ্রীবাদেশ নিরীক্ষণ ও সেই চিহ্ন দেখিতে পাইয়া) এই যে সেই চিহ্ন—তবে আর কোন সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) হায়! কি সর্বনাশ করেছে!—হায় আমি কাকে মারেম, আমার কপালে কি শেষে এই ছিল?

সৈন্তগণ। আচার্য্য মহাশয়! অমন ক'ছেন কেন? এত দুঃখ কেন? এ কি রকম?

লক্ষণ। তাই তো একি?

রণধীর। আপনি ওরূপ প্রলাপ-বাক্য বল'ছেন কেন?—বোধ করি বলিদান দেওয়ার অভ্যাস নাই—তাই হত্যা করে পাগলের মতন হয়েছেন।

ভৈরব। মা! ভূই কোথায় গেলি মা? একবার কথা ক'মা—আমিই তোর হতভাগ্য পিতা মা—

রোষেনারা। জ্যা!—কে?—আপনি—পিতা কি——অপরাধে?——(মৃত্যু)

ভৈরব। জ্যা? কি বলে মা? অপরাধ! অপরাধ! কি অপরাধ! ওঃ! ওঃ! ওঃ! (মুহূর্ত্ত কাল একদৃষ্টে শবের প্রতি

নিরীক্ষণ করিয়া) কে এ সৰ্কনাশ করে ? কে এ সৰ্কনাশ করে ?—
তোদেরই এই কাজ তোরাই আমার সৰ্কনাশ করেচিস্। মার মার,
সব ভেসে ফ্যাল্, দূর হ দূর হ দূর হ, তোরা সব দূর হ ।

(ছুরিকা আঁফালন করত বলিদানের নিমিত্ত সজ্জিত

উপাদান সমস্ত পদাঘাত দ্বারা ঘুরে নিক্ষেপ)

রণধীর । সৈন্যগণ ! আচার্য্য মহাশয় পাগল হয়ে গেছেন ওকে
ধরে ওঁর ছুরিকা শীঘ্র হাত থেকে কেড়ে লও ।

(ভৈরবের হস্ত হইতে সৈন্তগণের ছুরিকা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

ভৈরব । ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমাকে—সব গেল সব
গেল সব গেল—ছাড় আমাকে বল্‌চি, (হস্ত ছাড়াইয়া বেগে
প্রস্থান ।)

রণধীর । একি ব্যাপার ? আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি
নে । সকলি ভোজবাজির মত বোধ হচ্ছে । ও হ'ল যবন-কন্যা,
ভৈরবচার্য্য ওর পিতা হ'ল কি করে ?

লক্ষণ । তাই তো আমরা বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে । বোধ
হয় হত্যা করে পাগল হয়েছেন, নাহ'লে তো আর কোন অর্থ পাওয়া
যায় না ।

রণধীর । আর, অবশেষে এই অস্পৃশ্যা যবনকন্যার রক্তই কি
দেবীর প্রার্থনীয় হল ?

লক্ষণ । যবনদের উপর যে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তা এই বলি-
দানেই বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে ।

সৈন্তগণ । মহারাজ ! আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে ।

রণধীর । সৈন্তগণ ! চল,—এখন এই বলির রক্ত লয়ে দেবীকে
উপহার দেওয়া যাক্ ।

(শিবিরের পট ক্ষেপণ ও সকলের প্রস্থান ।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

লক্ষ্মণসিংহের শিবির ।

অমলা ও রাজমহিষীর প্রবেশ ।

অমলা । জানেন দেবি, এই বিপদের মূল কে ? জানেন, আমাদের রাজকুমারী কোন্ কালসাপিনীকে হৃদয়ের মধ্যে পুষেছিলেন ? সেই বিশ্বাসঘাতিনী রোষেনারা, যাকে রাজকুমারী এত আদর করে তাঁর সঙ্গে এনেছিলেন, সেইই আমাদের পালাবার সমস্ত কথা রাজপুত্র সৈন্তদের বলে দিয়েছিল ।

রাজমহিষী । সেই আমাদের এই সর্বনাশ করেছে ! বিধাতা কি তার পাপের শাস্তি দেবেন না ?—(ক্রিয়ৎক্ষণ পরে) হা ! না জানি এতক্ষণে আমার বাহার অদৃষ্টে কি হয়েছে । অমলা ! আমি আর একবার যাই, দেখি এবার আমি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি কি না ; আমাকে তুমি আর বাধা দিও না ।

অমলা । দেবি, এখনও আপনি ঐ কথা বলছেন ? গেলে যদি কোন কাজ হ'ত, তা হ'লে আপনাকে আমি কখনই বারণ কতেন না । আপনি তিন তিন বার মন্দিরের মধ্যে যেতে চেষ্টা ক'লেন—তিন বারই দেখুন আপনার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল । একে আহার নেই, নিদ্রা নেই, শরীরে বল নেই, তাতে আবার যখন তখন মুচ্ছা যাচ্ছেন, এই অবস্থায় কি এখন যাওয়া ভাল ? আর, সে জন্যে আপনি ভাবছেন কেন ?—সেখানে যখন মহারাজ আছেন, তখন আর কোন ভয় নেই—বাপ কি কোন আপনার চখের সামনে আপনার মেয়েকে মারতে দেখতে পারে ?

রাজমহিষী । অমলা, তুই তবে এখনও তাঁকে চিনিসনি ; তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই ; না অমলা, আমার প্রাণ কেমন ক'ছে—আমি আর এখানে থাকতে পাচ্ছি নে—যাই মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্তে আর একবার চেষ্টা করি গে—এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে । দেবী চতুর্ভূজা তো আমার প্রতি একেবারে নির্দয় হয়েছেন ; এখন দেখি যদি আর কোন দেবতা আমার উপরে সদয় হন ।
(গমনোদ্যম)

(রামদাসের প্রবেশ ।)

রামদাস । দেবি ! আর একজন দেবতা যে আপনার উপরে সদয় হয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই । রাজকুমার বজ্রসিংহ আপনার প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে উদ্যত হয়েছেন । তিনি নৈশবৃহৎ ভেদ ক'রে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছেন । আমি দেখে এসেছি—চতুর্দিকে

মার মার শব্দ উঠেছে—কেউ পালাচ্ছে—কেউ দৌড়চ্ছে—রাজকুমা-
রের অদি হ'তে মুহুমূহ অগ্নিকুলিঙ্গ বেরুচ্ছে—আর, মহা হলস্থূল
বঁধে গেছে। তিনি আমাকে দেখে কেবল এই কথা ব'লে দিলেন
যে, “যাও রামদাস, রাজমহিষীকে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে এস—
আমি এখনি সরোজিনীকে উদ্ধার ক'রে তাঁর হস্তে সমর্পণ ক'চ্ছি।”
আমি তাই দেবি, আপনাকে নিতে এসেছি—আপনি আর কিছু ভয়
ক'রবেন না—মহারাজের সৈন্যেরা সব পালিয়ে গেছে।

রাজমহিষী। চল রামদাস চল—তুমি যে সংবাদ দিলে, তাতে
আশীর্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও। রামদাস তুমি বেশ জান্বে,
এখন আর কোন বিপদই আমাকে ভয় দেগাতে পারে না। যেখানে
তুমি যেতে বল্বে, আমি সেই খানেই যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু
একি ?—বিজয়সিংহ না এইখানে আস্‌টেন ? হাঁ তিনিই তো ; তবে
দেখছি আমার বাছা আর নেই—রামদাস ! বোধ হ'চ্ছে সব শেষ
হ'য়ে গেছে।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। না দেবি ! আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই, শাস্ত হোন,
আপনার কন্যা বেঁচে আছেন। এখনি তাঁকে দেখতে পাবেন।

রাজমহিষী। কি ব'লে বাছা—আমার সরোজিনী বেঁচে আছে ?
কোন দেবতা তাকে উদ্ধার করলেন ? কার কৃপায় আবার আমি দেহে
প্রাণ পেলেম ? বল বাছা বল, শীঘ্র বল।

বিজয়। দেবি! স্থির হয়ে শ্রবণ করুন, রাজপুতানা এমন ভয়া-
নক দিন আর কখনও দ্যাখে নি। সমস্ত শিবিরের মধ্যেই অরাজকতা,
বিশৃঙ্খলতা, উন্মত্ততা; সকল রাজপুতেরাই রাজকুমারীর বলিদানের
জন্ত ভয়ানক ব্যগ্র, মন্দিরের চারি দিকে অসংখ্য সৈন্য উলঙ্গ অসি
হস্তে দণ্ডায়মান, কাহাকেও প্রবেশ করতে দিচ্ছে না, এমন সময়
আমি কতিপয় সৈন্য লয়ে তাদের মধ্য দিয়ে পথ উন্মুক্ত ক'লেম।
তখন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হ'ল, রক্তের নদী বইতে লাগল, মৃত্যু ও
আহতে রণস্থল একবারে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। এইরূপ যুদ্ধ হ'তে
হ'তে, শত্রুদিগের মধ্যে হঠাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল। তখন
তারা প্রাণ-ভয়ে যে কে কোথা পালাতে লাগল, তার কিছুই ঠিকানা
রইল না। এইরূপে আমি বলপূর্বক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'লেম।
প্রবেশ ক'রে দেখি,—মহারাজ 'মের না মের না' ব'লে চীৎকার
ক'ছেন—আর ভৈরবাচার্য্য অসি উঠিয়ে আঘাত করতে উদ্যত
হয়েছে—ঐ যেমন আঘাত ক'র্বে, অমনি আমি তার হাতটা ধরে
অঙ্গ কেড়ে নিয়ে, তার সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হ'লেম; এমন
সময় সে ব'লে যে, যখন এই বলিদানে এত বাধা পড়ছে, তখন বোধ
হয় গণনার কোন ব্যতিক্রম হ'য়ে থাকবে। এই ব'লে পুনর্বার
গণনায় প্রবৃত্ত হ'ল; তার পর গণনা ক'রে ব'লে যে তার পূর্ব গণ-
নায় বাস্তবিকই ভুল হয়েছিল,—এ বলি, দেবীর অভিপ্রেত নয়।
তখন সকলেই সন্তুষ্ট হ'লেন, ও মহারাজ আচ্ছাদিত হয়ে রাজকুমা-
রীকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'লেন। পরে রাজকুমারীকে ল'য়ে আমি

মন্দির হ'তে চ'লে এলেম। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়েছেন ব'লে, আমি শিবিরের অপর প্রান্তে তাঁকে রেখে, এই সংবাদ আপনাকে দিতে এসেছি। তাঁকে এখনি আমি নিয়ে আস্চি, আপনার আর কোন চিন্তা নাই।

রাজমহিষী। আ বাঁচ্লেম! বাছা তুমি চিরজিবী হও। আর তাঁকে নিয়ে আস্তে হবে না—আমিই দেখানে যাচ্ছি। বাছা তোমাকে আমি এখন কি দেব?—কি মূল্য দিয়ে—কি উপহার দিয়ে এখন যে তোমার উপকারের প্রতিশোধ ক'রব—তা ভেবে পাচ্ছি নে——

বিজয়। আমি আর কিছুই চাই নে, আপনার আশীর্বাদই আমার যথেষ্ট। দেবি, আর যেতে হবে না, রাজকুমারী স্বয়ংই এইখানে আস্চেন। এই যে, মহারাজও যে এই দিকে আস্চেন।

রাজমহিষী। কৈ?—কৈ?—আমার সরোজিনী কোথায়?

(লক্ষ্মণসিংহ ও রাজকুমারীর প্রবেশ।)

রাজকুমারী। কৈ?—মা কোথা?

রাজমহিষী। (দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন) এস বাছা আমার হৃদয়-রক্ত এস! (উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে ও বাষ্পকুল-লচনে অবস্থান।)

লক্ষ্মণসিংহ। এস, বৎস বিজয়সিংহ! (আলিঙ্গন) তোমারি প্রসাদে পুনর্বার আমরা সুখী হলেম।

রাজমহিষী । (রাজার নিকট আসিয়া) মহারাজ ! এ দানীর অপরাধ মার্জনা করবেন ; আমি আপনাকে অনেক কটুবাক্য বলেছি—অনেক তিরস্কার করেছি, আমার গুরুতর পাপ হয়েছে ।

লক্ষণ । না দেবি, তাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই । আমি যেসকল দুর্কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, তাতে আমি তিরস্কারেরই বোধ্য । মহিষী ! যেমন পতঙ্গ অনলে আপনা হ'তেই পতিত হয়, তেমনি আমি আপনার বিপদ আপনিই আহ্বান করেছিলেম ।

(কতিপয় সৈন্যের সহিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া

রণধীরসিংহের প্রবেশ ।)

রণধীর । মহারাজ ! সর্কনাশ উপস্থিত ! সর্কনাশ উপস্থিত ।

লক্ষণ । কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

বিজয় । মুসলমানদের কিছু সংবাদ পেয়েছেন না কি ?

রণধীর । এ যে-সে সংবাদ নয়, তারা চিতোরপুরীর অতি নিকট-বর্তী হয়েছে—এমন কি, আর একটু পরেই চিতোর পুরীতে প্রবেশ করবে ।

লক্ষণ । কি সর্কনাশ ! চিতোরপুরী তো এখন একপ্রকার অরক্ষিত, আমার দ্বাদশ পুত্র মাত্র সেখানে আছে—আর তো প্রায় সকল সৈন্যই এখানে চ'লে এসেছে । এখন সরোজিনী ও মহিষীকে কি করে প্রাসাদে নির্ঝিল্লি লয়ে যাওয়া যায় ?

বিজয় । মহারাজ ! আমি সে ভার নিলেম । আমি সৈন্তে
অগ্রে এঁদের প্রাসাদে পৌঁছে দেব, তার পরেই যুদ্ধক্ষেত্রে অব-
তীর্ণ হব ।

রণধীর । চলুন তবে, আর বিলম্ব নয়, আমাদের সৈন্তেরা সক-
লেই প্রস্তুত ।

রাজমহিষী । (স্বগত) এ আবার কি বিপদ !

লক্ষণ । এস ! সকলে আমার অনুগামী হও ।

সৈন্তগণ । জয় ! রাজা লক্ষণসিংহের জয়——জয় মহারাজের
জয় !

(লক্ষণসিংহ ও সকলের প্রস্থান ।)

পঞ্চমাক্ষ সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অঙ্ক।



চিতোর পুরী।



চিতোর-প্রসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রাসাদ।

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত—ধূপ ধূনা প্রভৃতি উপকরণ সজ্জিত।

(গৈরিক-বস্ত্র পরিহিতা সরোজিনী ও রাজ-

মহিষীর প্রবেশ।)

রাজমহিষী। বাছা!—তোর কপালে বিধাতা সুখ লেখেন নি।
এক বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ না হ'তে হ'তেই আর এক বিপদ উপ-
স্থিত,—এ বিপদ আরও ভয়ানক! যদি মুসলমানেরা জয়ী হ'য়ে
এখানে প্রবেশ করে, তা হ'লে আমাদের সতীত্ব-সম্মত রক্ষা করা
কঠিন হবে। তখন এই অগ্নি-দেবের শরণ ভিন্ন রাজপুত-মহিলার
আর অন্য উপায় নেই।

সরোজিনী। মা! যখন কুমার বিজয়সিংহ আমাদের সহায়
আছেন, তখন কি মুসলমানেরা জয়ী হ'তে পারবে?

রাজমহিষী। বাছা, যুদ্ধের কথা কিছুই বলা যায় না। সকলই দেবতার ইচ্ছা। যা হোক আমরা যে দেবগ্রাম হ'তে নিরাপদে এখানে পৌঁছিতে পেরেছি, এই আমাদের সৌভাগ্য।

(দূরে যুদ্ধ-কোলাহল ও জয়ধ্বনি ।)

ঐ শোন, কিসের শব্দ হচ্ছে। আমার বোধ হয়, শত্রুরা নগর-তোরণের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে। না জানি, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে; আর বাছা, এই ব্যালা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করি। আমাদের এখানে আর কেহই সহায় নাই, এখন সকলেই যুদ্ধে মত্ত।

সরোজিনী। মা! একটু অপেক্ষা কর, আমার বোধ হ'চ্ছে, কুমার বিজয়সিংহ এখনি জয়ের সংবাদ আমাদের নিকট আনবেন।

(পুনর্বার পূর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী কোলাহল ।)

রাজমহিষী। বাছা! ঐ শোন—ঐ শোন, ক্রমেই ঘেন শব্দটা নিকট হ'য়ে আসছে। আর বাছা! আর বিলম্ব না, ছুরাঝা যবনেরা এখনি হয়তো এসে পড়বে। ঐ দেখ, কে আসছে, এইবার বুঝি আমাদের সর্বনাশ হ'ল!

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ ।)

লক্ষ্মণ। মহিষি! আর রক্ষা নেই। মুসলমানেরা নগরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে।

রাজমহিষী। মহারাজ, আপনি ?—আমি মনে ক'রেছিলেম,

আর কে ; আ ! আপনাকে দেখে যেন আবার দেহে প্রাণ পেলেম,
আপনি আমাদের কাছে থাকুন, তা হ'লে আমাদের আর কোন ভয়
থাকবে না ।

লক্ষ্মণ । মহিষি, আমি তোমাদের কাছে কি ক'রে থাকব ?
আমার দ্বাদশ পুত্র সংগ্রামে প্রাণ দিতে প্রস্তুত । তারা এতক্ষণে
জীবিত আছে কি না, তাও আমি জানি নে । পূর্বে এই রূপ দৈব-
বাণী হ'য়েছিল যে, বাপাঃ-বংশোদ্ভব দ্বাদশ কুমার একে একে রাজ্যাভি-
ষিক্ত হ'য়ে যুদ্ধে প্রাণ না দিলে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাকবে না ।
আমি মন্ত্রীকে ব'লে এসেছি, যেন এই দৈববাণীর আদেশানুযায়ী
কার্য্য করা হয় !

রাজমহিষী । মহারাজ ! আমাকে কি তবে একেবারেই পুত্রহীন
করবেন ?

লক্ষ্মণ । মহিষি, তুমি রাজপুত্র-মহিলা হ'য়ে ওরূপ কথা কেন
বলচ ? যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া তো রাজপুত্রের প্রধান ধর্ম্ম ।

রাজমহিষী । আচ্ছা, মহারাজ ! আপনার দ্বাদশ পুত্র যুদ্ধে প্রাণ
দিলে আপনার ঘরে রাজ-লক্ষ্মীই বাকি ক'রে থাকবে ? আমি তো এর
কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে । তা হ'লে তো আপনার বংশ একেবারে
লোপ হয়ে গেল ।

লক্ষ্মণ । মহিষি, দেবতাদের কার্য্য মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত । যখন
এইরূপ দৈববাণী হ'য়েছে, তখন আর তাতে আমাদের কোন সন্দেহ
করা উচিত নয় ।

বাস্তব সমস্ত হইয়া রামদাসের প্রবেশ।

রামদাস। মহারাজ, আপনার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে এগার জন রীতিমত অভিষিক্ত হ'য়ে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এখন কেবল আপনার কনিষ্ঠ পুত্র অজয়-সিংহ অবশিষ্ট।

লক্ষণ। কি! এখন কেবল একমাত্র অজয়-সিংহ অবশিষ্ট?—
হা!—

রাজমহিষী। মহারাজ, আমার অজয়কে আর যুদ্ধে পাঠাবেন না। আমি ওকে আপনার নিকট শিক্ষা চাচ্ছি। মহারাজ! এই অল্পরোধটি আমার রক্ষা করুন।

লক্ষণ। মহিষি, তা কি কখন হ'তে পারে? দৈববাণীর বিপরীত কার্য্য ক'লে আমাদের কখনই মঙ্গল হবে না।

বাস্তব সমস্ত হইয়া সুরদাসের প্রবেশ।

সুরদাস। মহারাজ! মুসলমানদের ষড়্‌যন্ত্র সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এরূপ ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র কেও কখন স্বপ্নেও মনে ক'তে পারে না! কুমার বিজয়সিংহ এই সংবাদ আপনাকে দেবার জন্তে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পাঠিয়ে দিলেন। এই ষড়্‌যন্ত্র আর একটু আগে প্রকাশ হলেই সকল দিক্‌ রক্ষা হ'ত।

লক্ষণ। সে কি সুরদাস?—মুসলমানদের ষড়্‌যন্ত্র?

রামদাস। সে কি?

সুরদাস । মহারাজ, ভৈরবাচার্য্য, যাকে আমরা এতদিন ভক্তি
শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি, সে এক জন ছদ্মবেশী মুসলমান ।

লক্ষ্মণ । অ'্যা ?—সে মুসলমান ?—সেকিসুরদাস ?

সুরদাস । আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, সে মুসলমান ।

রামদাস । সে কি কথা ?

লক্ষ্মণ । সে মুসলমান !—তবে কি সেই যবনকুমারী বাস্তবিকই
তারি কন্যা ?—ওঃ এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি । তা সম্ভব বটে । কি
আশ্চর্য্য ! এত দিন সে ধূর্ত যবন আমাদের প্রতারণা ক'রে এসেছে !
আমরা কি সকলে অন্ধ হ'য়ে ছিলাম ?

সুরদাস । মহারাজ ! তার মত ধূর্ত আর জগতে নাই । নক-
লেই তার কাছে প্রতারিত হ'য়েছে । চতুর্ভূজাদেবীর মন্দিরের পূর্ব
পুরোহিত সোমাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সে ভ্রাক্ষণের পুত্র ব'লে পরিচয়
দিয়ে, তাঁর ছাত্র হ'য়েছিল । পরে তাঁর এমন প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে-
ছিল, যে তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি ওকেই আপন পদে নিযুক্ত ক'রে
যান । মহারাজ, দৈববাণী প্রভৃতি সকলি মিথ্যা, সমস্তই তারি
কৌশল । বলিদানের সময় যখন আপনাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ
উপস্থিত হয়েছিল, সেই সময় চিতোর আক্রমণ করবার জন্তে সে
যবন-রাজকে সংবাদ পাঠিয়ে দেয় ! মহারাজ ! কুমার অজয়-সিংহের
আর যুদ্ধে গিয়ে কাজ নাই, তিনি চিতোর হ'তে প্রস্থান করুন, তিনি
যুদ্ধে প্রাণ দিলেই আপনি নির্বংশ হবেন, আর তা হ'লেই ধূর্ত যবন-
দের সকল মনস্কামনাই পূর্ণ হবে ।

লক্ষণ । কি আশ্চর্য্য ! আমরা কি নিকৌধ, এত দিন আমরা
এর বিন্দু-বিসর্গও টের পাই নি ! সুরদাস, এ সমস্ত এখন কি ক'রে
প্রকাশ হ'ল ?

সুরদাস । মহারাজ ! ফতেউল্লা ব'লে এক জন চালা ছিল,
সেও ছদ্মবেশে মন্দিরে থাকত ; সে এক দিন এই নগর দিয়ে যাচ্ছিল,"
এখানকার গ্রহরীরা তাকে চোর মনে ক'রে ধরে, তার পর তাকে
ছেড়ে দেয় ; সেই একটা কাপড়ের বুচকি ফেলে যায়,—সেই বুচ-
কির মধ্যে কতকগুলি পত্র ছিল, সেই পত্রের সূত্র ধ'রে এই সমস্ত
ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে ।

লক্ষণ । ওঃ—কি শঠতা ! কি ধূর্ততা ! চল, আর না—ঐ ধূর্ত
যবনদের এখনি সমুচিত শাস্তি দিতে হবে—অজয়-সিংহকে নগর হ'তে
এখনি গ্রহান করতে বল—সেই আমার বংশ রক্ষা ক'রবে । আমি
এখন যুদ্ধে চল্লম । এই হস্তে যদি শত-সহস্র যবনের মুণ্ডপাত ক'তে
পারি, তাহলেও এখন কতকটা আমার ক্রোধের শাস্তি হয় । ওঃ !—
কি চাতুরি ! কি প্রতারণা !—কি শঠতা ! মহিষি, আমি বিদায়
হ'লেম ; যদি যুদ্ধে জয় লাভ ক'তে পারি,—চিতোরের গৌরব
রক্ষা ক'তে পারি, তা হলেই পুনর্বার দেখা হবে, নচেৎ এই শেষ
দেখা ।

রাজমহিষী । (গদগদস্বরে) যান্ মহারাজ, বিজয়লক্ষ্মী যেন
আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ; যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চতুর্ভূজা দেবী যেন আপ-
নাকে রক্ষা করেন, আর আমি কি ব'লব ।

লক্ষণ । বৎসে সরোজিনী, আশীর্বাদ করি, এখনও তুমি সুখী হও । সৈন্তগণ ! চল, আর না ।

(রায়দাস ও সুরদাসের সহিত সটগৈর্য লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান ।)

নেপথ্যে । রে পাপিষ্ঠ যবনগণ ! প্রাণ থাকতে বিজয়সিংহ, ভোদের কখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেবে না ।

নেপথ্যে । নির্বোধ রাজপুত ! এখনও তুই জয়ের আশা করিস্ ?

(দূরে যবনদের জয়ধ্বনি)

রাজমহিষী । বাছা, ঐ শোন, এইবার সর্বনাশ ! আর রক্ষা নেই—(সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ করিয়া) আয়, এই ব্যালা আমরা অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ করি, আয় ।

সরোজিনী । মা যাচ্চি, একটু অপেক্ষা কর—আমি কুমার বিজয়সিংহের স্বর শুন্তে পেয়েছি—আমি একটীবার তাঁকে দেখব ।

(পুনর্ব্বার কোলাহল ও দ্বারদেশে আঘাত)

রাজমহিষী । বাছা ! আর এখন দেখবার সময় নাই—আমার কথা শোন—তোর সোণার দেহ গুড়ে যদি ছাই হয়, তাও আমি দেখতে পারব, কিন্তু তোর সতীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক আমি কখনই সহ্য ক'ন্তে পারব না । আয় বাছা—আমার বোধ হচ্ছে মুসলমানেরা একেবারে দ্বারের নিকট এসেছে—আর বিলম্ব করিস্ নে,—আয় আমি বলছি এই ব্যালা আয়—

সরোজিনী । মা ! কুমার বিজয়সিংহ নিকটে এসেছেন, তাঁর স্বর আমি শুন্তে পেয়েছি, তিনি বোধ হয় এখনি আসবেন ।—

রাজমহিষী । (অগ্নিকুণ্ডের নিকট গিয়া ষোড়হস্তে স্বগত) হে অগ্নিদেব ! তোমার নাম পাবক, তুমি যেখানে থাক, সেখানে কলঙ্ক কখন স্পর্শ ক'তে পারে না, তোমার হস্তে আমার সরোজিনীকে সম-
র্পণ ক'লেম, তুমিই তার সহায় হ'য়ো ।

নেপথ্যে । হা ! এইবার আমাদের সর্বনাশ হ'ল ! মহারাজ !
ধরাশায়ী হ'লেন—চিতোরের সূর্য চিরকালের জন্য অস্ত হ'ল ।
(দূরে যবনদের জয়ধ্বনি)

রাজমহিষী । ও কি !—ও কি ! হা !—কি শুন্লেম—মহারাজ
ধরাশায়ী ! বাছা, আমি চলেম,——অগ্নিদেব ! আমাকে গ্রহণ কর ।

(অগ্নিকুণ্ডে পতন ।)

সরোজিনী । মা, যেও না মা,——আমাকে ফেলে যেও না ।
মা, আমি কি দোষ করেছি ? আমাকে ফেলে কোথা গেলে মা !
হা ! এর মধ্যেই সব শেষ হ'য়ে গেছে,——কাকে আর
ব'ল্চি । আমিও যাই——আর কার জন্তে থাকব——কুমার
বিজয়সিংহের সঙ্গে এ জন্মে বৃষ্টি আর দেখা হ'ল না । (অগ্নিকুণ্ডে
পতনোদ্যম ।)

নেপথ্যে । রে পাষণ্ডগণ ! তোরা কখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ
ক'তে পারবি নে ।

সরোজিনী । ঐ—আবার তাঁর গলার শব্দ শুন্তে পেয়েছি ।
একটু অপেক্ষা করি, এইবার বোধ হয় তিনি আসছেন ।

নেপথ্যে । দুর্ভাগ্য, নরাদম, যতক্ষণ আমার দেহে এক বিন্দু

রক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমি তোদের কখনই ছাড়ব না। (যুদ্ধ-কোলাহল)

সরোজিনী। এবার তিনি নিশ্চয়ই আসছেন।

(দূরে যুদ্ধ-কোলাহল)

(আহত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিজয়-

সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। (সরোজিনীকে দেখিয়া) হা! সরোজিনি—

(পতন ও মৃত্যু।)

সরোজিনী। (দৌড়িয়া আসিয়া বিজয়সিংহের নিকট পতন)
হা! এ কি হ'ল?—কি সর্বনাশ হ'ল! নাথ! কেন তুমি ডাক্চ?—
আর কথা কও না কেন——নাথ! একটা বার চেয়ে দেখ,
একটা বার কথা কও। যুদ্ধের শ্রমে কি ক্লান্ত হয়েছ? তা হ'লে এ
কঠিন ভূমিতলে কেন?—এস, আমাদের প্রাসাদের কোমল শয্যায়
তোমাকে নিয়ে যাই। আমি যে তোমাকে দেখবার জন্তে মার কথা
পর্যন্ত শুনলেম না—তা কি তোমার এইরূপ মলিন শব্দ মুখ দেখবার
জন্তে?—মা গেলেন, বাপ গেলেন—আমি যে কেবল তোমার উপর
নির্ভর ক'রে ছিলাম,—হা! এখন তুমিও কি আমায় ছেড়ে যাবে?—
নাথ, তুমি গেলে যবন-হস্ত হতে আমাকে কে রক্ষা করবে? প্রাণে-
শ্বর!—ওঠ—ওঠ—আমার কথার উত্তর দাও,—একটা কথা কও—
নাথ!—আর একবার সরোজিনী বলে ডাক,—আর আমি তোমাকে

তাক্ত করব না—কি !—এখনও উত্তর নাই ?—হা জগদীশ্বর দারুণ
কষ্ট ভোগের জন্তেই কি আমি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ ক'রে-
ছিলেম ? (ক্রন্দন)

আল্লাউদ্দিন ও মুসলমান সৈন্যের প্রবেশ ।

আল্লা । এই কি সেই চুঃসাহসিক রাজপুত বীর যে এই অন্তঃ-
পুরের দ্বার রক্ষার জন্তে আমাদের অসংখ্য সৈন্যের সহিত একাকী
যুদ্ধ ক'চ্ছিল ? (সরোজিনীকে দেখিয়া স্বগত) এই কি সেই পদ্মিনী
বেগম ?—কি চমৎকার রূপ ! কেশ আলুলায়িত—পদ্ম-নেত্র হ'তে
মুক্তা-ফলের স্থায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু-বিন্দু পড়'চে, তাতে যেন সৌন্দর্য্য
আরও দ্বিগুণতর হ'য়েচে । (প্রকাশ্যে) বেগম ! তুমি কেন বৃথা
রোদন ক'চ্চ ? আমার সঙ্গে তুমি দিল্লীতে চল, তোমাকে আমার
প্রধান বেগম ক'র্ব, তোমার নাম কি পদ্মিনী ? তোমার জন্তেই
আমি চিতোর আক্রমণ ক'রেছি । যে অবধি একটা দর্পণে তোমার
প্রতিবিম্ব আমার নয়ন-পথে পতিত হয়, সেই অবধিই আমি
তোমার জন্তে উন্মত্ত হ'য়েছি । ওঠ—অমন কোমল দেহ কি
কঠোর মৃত্তিকাতলে থাকবার উপযুক্ত ?—ওঠ ! (হস্ত ধারণ করিবার
উদ্যম)

সরোজিনী । (সত্বর উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া)
অস্পৃশ্য যবন, আমাকে স্পর্শ করিস্ নে ।

আল্লা । বেগম, তুমি আমার প্রতি অত নির্দয় হ'ও না, এস—

আমার কাছে এস,—তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমাকে কিছু ব'ল্‌ব না। (নিকটে অগ্রসর)

সরোজিনী। নরাদম, এখানে দাঁড়া, আর এক পাও অগ্রসর হোস্‌ নে—

আল্লা। বেগম, তুমি অবলা স্ত্রীজাতি, তোমার এখানে কেহই সহায় নেই, আমি মনে ক'লে কি বলপূর্ব্বক তোমাকে নিয়ে যেতে পারি নে ?

সরোজিনী। তোর সাধ্য নেই।

আল্লা। দেখ বেগম, সাবধান হ'য়ে কথা কও,—আমার ক্রোধ একবার উত্তেজিত হ'লে আর রক্ষা থাকবে না।

সরোজিনী। রাজপুত-মহিলা তোর মত কাপুরুষের ক্রোধকে ভয় করে না।

আল্লা। দেখ বেগম, এখনও আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি, একটু স্থির হ'য়ে বিবেচনা কর, যদি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর, তা হ'লে তোমাকে আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী ক'র'ব, নচেৎ——

সরোজিনী। যবন-দস্যু, তোর ও কথা ব'ল্‌তে লজ্জা হ'ল না ? স্বর্য্যবংশীয়রাজা লক্ষ্মণসিংহের ছহিতাকে তুই ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখাতে আসিস্ ?

আল্লা। বেগম, তুমি অতি নির্বোধের মত কথা ক'চ্ছ। আমি পুনর্ব্বার ব'ল্‌ছি, আমার ক্রোধকে উত্তেজিত ক'র না। তুমি কি সাহসে

ওরূপ কথা বল্চ বল দিকি ? আমি বল-প্রকাশ ক'লে, কে এখানে তোমাকে রক্ষা ক'রে ? এখানে কে তোমার সহায় আছে ?

সরোজিনী । জানিস্ নরাদম, অসহায় রাজপুতমহিলার ধর্ম্মই একমাত্র সহায় ।

আল্লা । তবে আর অধিক কথার প্রয়োজন নেই । অল্পনয় মিনতি দেখছি তোমার কাছে নিষ্ফল । এইবার দেখ্‌ব, কে তোমায় রক্ষা করে—দেখ্‌ব কে তোমার সহায় হয় ? (ধরিতে অগ্রসর)

সরোজিনী । এই দেখ্‌, নরাদম ! আমার সহায় কে ?

(অগ্নিকুণ্ডে পতন ।)

আল্লা । (আশ্চর্য্য হইয়া) এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! অন্যাসে অগ্নির মধ্যে প্রবেশ ক'লে ?—এতে কিছুমাত্র ভয় হ'ল না ?—হা !—আমি যার জন্যে এত কষ্ট ক'রে এলেম, শেষকালে কি তার এই হ'ল ?

একজন সৈনিক । জহাঁপনা ! আপনার ভ্রম হয়েছে, ও বেগমের নাম পদ্মিনী নয় ।

আল্লা । তবে পদ্মিনী বেগম কোথায় ?

সৈনিক । হজরৎ, ভীম-সিংহ ও পদ্মিনী বেগম স্বতন্ত্র প্রাসাদে থাকেন ।

আল্লা । আমাকে তবে সেই খানে নিয়ে চল্ ।

সৈনিক । জাহাঁপনা, সেখানে এখন যাওয়া বুঝা । পদ্মিনী বেগম ও এই রকম আশুনে গুড়ে মরেচেন ।

আল্লা । একি আশ্চর্য্য কথা ! এ রকম তো আমি কখনও শুনি নি ।

সৈনিক । হজুর, আপনাকে আর কি বলব, আমার সঙ্গে চলুন, আপনি দেখবেন, ঘরে ঘরে এই রকম চিতা জ্বল্চে, এ নগরে আর একটাও স্ত্রীলোক নেই ।

আল্লা । আচ্ছা, চল দিকি যাই ।

এক দিক্ দিয়া সকলের প্রস্থান ও অন্য

দিক্ দিয়া পুনঃ প্রবেশ ।

(পট পরিবর্তন !)

চিতাধুমাচ্ছন্ন চিতোরের রাজপথ ।

আল্লা । তাই তো !—এ কি !—সমস্ত চিতোর নগরই যেন একটা জ্বলন্ত চিতা ব'লে বোধ হ'চ্ছে । পথ ঘাট ধূমে আচ্ছন্ন, কিছুই আর দেখা যায় না, পথের দুই পাশে সারি সারি চিতা জ্বল্চে—ওঃ !—কি ভয়ানক দৃশ্য !—ও কি আবার ?—ওদিকে আগুন লেগেছে নাকি ?

সৈনিক । জাহাঁপনা ! ওদিকে কতকগুলি বাড়ি পুড়্চে, কোন কোন রাজপুত্র গৃহে আগুন লাগিয়ে গৃহ শুদ্ধ সপরিবারে পুড়ে ম'রচে ।

আল্লা । কি আশ্চর্য্য !

নেপথ্যে । জ্বল্ জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,—

আল্লা । ও কিও ? (সকলের কণপাত)

নেপথ্যে । (কতকগুলি রাজপুতমহিলা সমস্বরে)—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,

পরান সঁপিবে বিধবা-বালা ।

জলুক্ জলুক্ চিতার আগুন,

জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥

শোন্ রে যবন,—শোন্ রে তোরা,

যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,

সাক্ষী র'লেন দেবতা তার

এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥

আল্লা । কতকগুলি জ্বীলেকের কণ্ঠস্বর না ? চতুর্দিক এতক্ষণ
গভীর নিস্তব্ধতা রাজত্ব ক'চ্ছিল, হঠাৎ আবার একপ শব্দ কোথা থেকে
এল ?—তবে দেখ্চি এখনও এ নগরে জ্বীলোক আছে ।

সৈনিক । রাজপুতরা পরাজিত হ'লে তাদের জ্বীরা চিতা-প্রবে-
শের পূর্বে 'জহর' ব'লে যে অহুষ্ঠান করে, আমার বোধ হয় তাই
হ'চ্ছে । হজুর, আমি বেশ ক'রে দেখে এসেছি, নগরে জ্বীলোক

আর অধিক নাই । আমার বোধ হয়, যে কজন স্ত্রীলোক এখনও ছিল, এইবার তারা পুড়ে মরছে ।

নেপথ্যে । (এক দিক্ হইতে একজন রাজপুত-মহিলা)

পরানে আহুতি দিয়া সমর-অনলে,
 স্বর্গে পিতা পুত্র পতি গিয়াছেন চলে,
 এখন কি স্মৃথ আশে, থাকিব সংসার-পাশে,
 এখন কি স্মৃথে আর ধরিব পরাণ ।
 হৃদয় হয়েছে ছাই, দেহও করিব তাই,
 চিতার অনলে শোক করিব নির্ঝাণ ।
 দূর হ দূর হ তোরা ভুষণ-রতন !
 বিধবা রমণী আজি পশিবে চিতায়;
 কবরি, তোরেও আজি করিনু মোচন,
 বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায় ;
 অনল সহায় হও, বিধবারে কোলে লও,
 ল'য়ে যাও পতি পুত্র আছেন যথায় ;
 বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায় ।

(সকলে সম্মুখে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,

পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা ।

জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন

জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥

শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,

যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,

সাক্ষী র'লেন দেবতা তার

এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥

আল্লা । একি ? আবার কোন্ দিক্ থেকে এ শব্দ আস্চে ?

নেপথ্যে । (আর এক দিকে একজন)——

ওই যে সবাই পশিল চিতায়,

একে একে একে অনল শিখায়,

আমরাও আয়্ আছি যে কজন,

পৃথিবীর কাছে বিদায় লই ।

সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
 চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
 ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
 আয়্লো চিতায় আয়্লো সহ !

(সকলে সম্মুখে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
 অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ ।
 জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
 পশিব চিতায় রাখিতে মান ।
 দ্যাখ্বে যবন, দ্যাখ্বে তোরা,
 কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি;
 জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,
 তবু না হইব তোদের দাসী ॥

(আর এক দিকে এক জন)

আয়্ আয়্ বোন ! আয়্ সখি আয়্ !
 জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,

সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ !

(সকলে সমস্বরে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালী
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ।
শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভূ গিতে হবে ॥

আল্লা । এ কি ! চারদিক্ থেকেই যে এইরূপ শব্দ আস্চে ।

(কতকগুলি আহত রাজপুত পুরুষ সমস্বরে)

দ্যাখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দ্যাখ্ রে চন্দ্রমা, দ্যাখ্ রে গগন !

স্বর্গ হ'তে সব দ্যাখ্ দেবগণ,
 জ্বলদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে ।
 স্পর্ধিত যবন, তোরাও দ্যাখ্ রে,
 সীতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
 রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
 সঁপিছে পরাণ অনল শিখে ॥

আল্লা । ওখান থেকে ঐ আহত রাজপুতগণ আবার কি বলে
 উঠলো—ওরা মৃত-প্রায় হ'য়েছে, তবু দেখছি এখনও ওদের মনের
 তেজ নির্ঝাঁপ হয় নি ।

(রাজপুত-মহিলাগণ সম্মুখে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
 অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ,
 জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
 পশিব চিতায় রাখিতে মান ।
 দ্যাখ্ রে যবন, দ্যাখ্ রে তোরা,
 কেমন এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি,

জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,

তবু না হইব তোদের দাসী ॥

আল্লা! একি! আবার যে সব নিস্তক হ'য়ে গেল। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ধন্য হিন্দু-মহিলাদের সতীত্ব! হায! এত কষ্ট ক'রে যে জয়লাভ ক'ল্লেম, তা সকলি নিষ্ফল হ'ল। চল, এখন আর এ শূন্ত শ্মশান-পুরীতে থেকে কি হবে?

সৈন্তগণ। জাহাঁপনা, আমাদেরও তাই ইচ্ছে।

(সকলের প্রস্থান।)

রামদাসের প্রবেশ।

রামদাস।—

১

গভীর তিমিরে ঘিরে জল-স্থল সর্ব-চরাচর

চিতা-ধূম ঘন, ছায় রে গগন,

বিষাদে বিষাদময় চিতোর-নগর।

২

আচ্ছন্ন ভারত-ভাগ্য আজি ধোর অন্ধতমসায়;

জয়-লক্ষ্মী বাম, জ্ঞান আর্ধ্য-নাম

পুণ্য বীর-ভূমি এবে বন্দিশালা হায়!

৩

স্বাধীনতা-রত্নহারি, অসহায়, অভাগা জননি !

ধন-মান যত, পর-হস্ত-গত,

পরশে শোভে তব মুকুটের মণি ।

৪

নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোষ-বন্ধ নিস্তেজ কৃপাণ ;

শর তুণাশ্রিত, রণ-বাদ্য হত,

ধূলায় লুটায় এবে বিজয়-নিশান ।

৫

দেখিব নয়নে কি গো আর সেই স্মৃথের তপন,

ভারতের দন্ধ ভালে উদিত হইবে কালে,

বিতরিয়া মধুময়, জীবন্ত কিরণ ?

৬

আর কি চিতোর, তোর অভ্রভেদী উন্নত প্রাকার,

শির উচ্চ করি, জয়ধ্বজা ধরি,

স্পরধিবে বীরদর্পে জগৎ-সংসার ?

৭

তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন ;

হয়ে পদানত, দাস-ত্রতে রত,

কি স্মৃথে বাঁচিব বল—মরণি জীবন ।

৮

জ্বলন্ত দহনে হায় জ্বলিতেছে আজি মন প্রাণ ;
 তবে কেন আর, বহি দেহ-ভার,
 চিতানলে চিতানল করি অবসান ।

৯

দেখিয়াছি চিতোরের সোভাগ্যের উন্নত গগন ;
 একিরে আবার, একি দশা তার,
 স্বর্গ হ'তে রসাতলে দারুণ পতন !

১০

রঙ্গভূমি সম এই ক্ষণস্থায়ী অস্থির সংসার,
 না চাহি থাকিতে, হেন পৃথিবীতে,
 যবনিকা প'ড়ে যাক্ জীবনে আমার ॥

যবনিকা পতন ।



